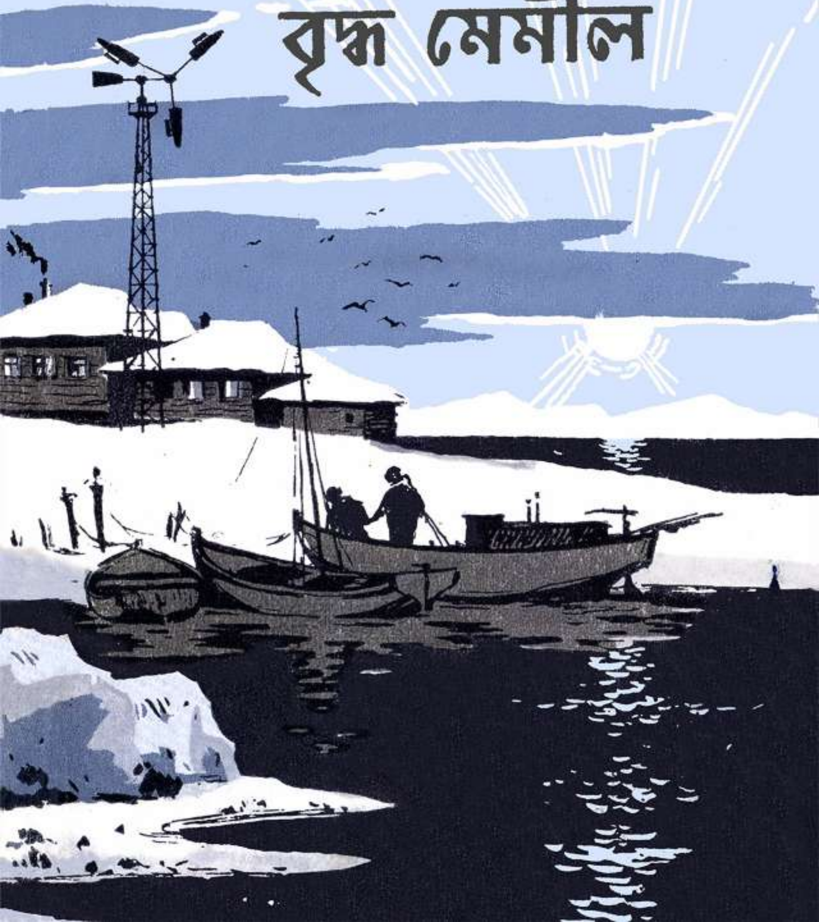
রীৎহেউ

সবশেষে হাসেন বৃদ্ধ মেমীল







রীৎহেউ হলেন সর্বপ্রথম গল্পলেখক যাঁর আবির্ভাব ঘটে চুকচিদের ভিতর থেকে। বিপ্লবের আগে চুকচিদের, এমন কি, নিজস্ব বর্ণমালা বলেও কিছু ছিল না। রীৎহেউ জনৈক চুকচি শিকারীর ছেলে এবং তিনি চুকোতকাতে লালিত-পালিত হন। তাঁর গল্পে তিনি সুদূর উত্তরের নূতন সোভিয়েত জীবন বর্ণনা করেছেন। যেসব চরিত্র তিনি রূপায়িত করেছেন, তারা তাঁরই স্বগোত্র চুকচি, বাস করে 'উত্রো' যৌথখামারে। এরা হল বৃদ্ধ শিকারী মেমীল, তাঁর তরুণী কন্যা তেগ্রীনে, শিকারী কোনিরি, বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক ছাত্র গেউতেগিন; এরা সকলেই, নব-প্রতিষ্ঠিত চুকচি জীবনে সোভিয়েত মানব পরিবারের স্বাধীন ও সম-অধিকার সম্পন্ন সদস্য হিসাবে, সুখী জীবন যাপন করে।

ইয়ুরি রীৎহেউ 'ওয়েলেন' নামক চুকচি বসতিতে ১৯৩০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। এখানে, ১৯৪৬ সালে, তিনি সপ্তবাৎসরিক প্রাথমিক স্কুলের পাঠ শেষ করেন এবং অন্যতম আঞ্চলিক কেন্দ্র আনাদীরে একটি শিক্ষক কলেজে পড়াশুনা করতে আসেন। ১৯৪৯ সালে রীৎহেউ লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। ১৯৫০ সালে রীৎহেউর প্রথম গল্প প্রকাশিত হয়।

গল্পলেখক ছাড়াও রীৎহেউ একজন অনুবাদক। পুশকিনের গল্প এবং চুকচি স্কুলছাত্রদের জন্য বিবিধ পাঠ্যপুস্তক তিনি চুকচি ভাষায় অনুবাদ করেছেন।





সোভিয়েত ছোট গল্প গ্রন্থমালা

রীংহেউ

সবশেষে হাসেন বৃদ্ধ মেমীল

বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়
মস্কো

অনুবাদ: ফল্গু কর
প্রচ্ছদপট ও মুদ্রণ পরিকল্পনা: দ. বীস্তি

РЫТХЭУ

СТАРЫЙ МЭМЫЛЬ
СМЕЁТСЯ ПОСЛЕДНИМ

সূচীপত্র

বিমানে খাবারভক্ষ গেল তেগ্রীনে

কার ঐ বিশাল অদৃশ্য হাত বিমানবন্দরের ঘাসগুলোকে আঘাত করছে? মুহূর্তের জন্য ঘাসগুলোকে দাঁড়াতে দিয়ে পরক্ষণেই আবার তাদের চাপ দিয়ে চ্যাপ্টা করছে মাটির উপর; আঘাত দিয়ে নাবাচ্ছে নীচে এবং ছেড়ে দিচ্ছে দাঁড়াতে, আবার আঘাত দিয়ে নাবাচ্ছে নীচে... এ হল বাতাস। কিন্তু তেগ্রীনে একে অনুভব করতে পারছে না। সে বসে আছে একটি বিমানের যাত্রী কেবিনে, দরজা ইতিপূর্বেই বন্ধ হয়ে গেছে এবং কোন বাতাসই ভিতরে ঢুকতে প্যরছে ন্য। এমন কি বিমানবন্দর গৃহের ছাদের উপর লাউডস্পিকার থেকে যে মার্চ সংগীত নির্গত হচ্ছে, তাও কদাচিৎ শোনা যাচ্ছে।

যাঁরা যাত্রীদের বিদায় দিতে এসেছেন বিমানবন্দরের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী তাঁদের চলে যেতে বললেন। ও'রা এখন দৃষ্টির বাইরে। জানলার পুরু কাঁচের ভিতর দিয়ে এখন যা

কিছু দেখা যাচ্ছে, তা হল বাতাসের বিশাল হাত দিয়ে মাটির উপর চেপে-দেওয়া সবুজ ঘাস। এখন ঘাসগুলো সরে যাচ্ছে, দ্রুত থেকে দ্রুততর...

'আমরা চললাম', তেগ্রীনের সামনে-বসা মোটা লোকটি বললেন।

তেগ্রীনে এখন নিজেই দেখতে পেল যে বিমানটি মাটি ছেড়ে যাচ্ছে। নীচে বিস্তৃত ঘাস — তাদের থেকে অন্ততঃ দু' মিটার দূরে...হয়ত বা তিন মিটার। যাই হোক, সে ঝাঁপ দিতে ভয় পাবে।

উঁচু থেকে আরও উঁচু! তেগ্রীনের শ্বাস রোধ হয়ে এল। কিন্তু সে মাথাঘোরা অনুভব করছে না।

'এতটুকু মাথা ঘুরছে না, এতটুকুও না', সে নিজে নিজে চিন্তা করল। 'ও'রা আমাকে এরকম ভয় না দেখালেও পারতেন। আমি ইনরীনের কাছে লিখব এবং তাকে জানাব যে আমি আদৌ মাথাঘোরা টের পাইনি।'

এবং দোলন নেই একেবারে। এমন কি খুব ছোট ছোট ঢেউ থাকলেও কায়ক* এর চাইতে অনেক বেশী দোলা লাগে। না, এটা কায়কে চড়ার মত নয়। দোলনার মত ? না, তার মতও

---

* কায়ক — নৌকোবিশেষ।

নয়। এই যে হাল্কা ভাব, মুক্তি, উচ্চতা আর গতিবেগ — এই অনুভূতির সঙ্গে কোনকিছুরই তুলনা চলে না !

বিমানটি বাঁক নিচ্ছে। ঐ যে নীচে ওখানে একটা বাড়ী। নিশ্চয়ই ওটা বিমানবন্দর গৃহ হতে পারে না? লোকেরা ওর সামনে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে। ওঁদের একজন—তেগ্রীনের বাবা, কিন্তু সে আর অপরের থেকে ওর বাবাকে আলাদা করতে পারছে না। সে ঠিক এই মুহূর্তে বাবার কথা ভাবছে না দেখে ঈষৎ লজ্জা বোধ করল: বাবা সব সময় ধরে নিশ্চয়ই ওর কথা ভাবছেন। আর যখন সবাই বিদায় সম্বোধন জানাল, তখন সে তার বুড়ো বাবাকে উপযুক্ত চুম্বনও দেয়নি। সে তার বান্ধবীদের চুমো খেতে এত ব্যস্ত ছিল যে ইতিমধ্যে বিমানে উঠবার সময় হয়ে গেল। অবশ্য ওর তাড়াহুড়ো না করলেও চলত, কিন্তু এই মোটা লোকটি তাকে আগে যেতে দিয়েছিলেন আর সিঁড়িটা ছিল সঙ্কীর্ণ, তেগ্রীনে তার সহযাত্রীকে দেরী করাতে চায়নি। ওরকম করা ঠিক হত না — সে একটি বালিকামাত্র আর এই ব্যক্তি এত সম্ভ্রান্ত চেহারার আর চুলগুলোও পাকা। আর এজন্যেই তেগ্রীনে তার বৃদ্ধ পিতা মেমীলকে ত্বরিৎ গতিতে চুমো খেয়ে ছুটে এসেছিল সিঁড়ি বেয়ে।

বিমানটি বিমানবন্দরের উপর দিয়ে আর এক চক্কর দিল, আর একবার দেখা গেল বিমানবন্দরের গৃহটি, কিন্তু

লোকগুলিকে আর দেখা যায় না বললেই চলে। তারপর সমতল বিমানক্ষেত্রটিও মিলিয়ে গেল এবং তার পরিবর্তে দেখা দিল হাল্কা-সবুজ, সবুজ-হল্‌দে নীচের পাহাড়গুলিকে।

'আমরা গতিপথে শুয়েছি', বললেন মোটা যাত্রী।

সবপ্রথম তেগ্রীনে এ রকম কথা শুনল। কথাটা মজার শোনাচ্ছে: 'শোওয়া' কেন? কোন যাত্রীই ত শুয়ে নেই আর বিমানচালক ও তার সঙ্গীটিও রীতিমত জেগে আছে।

মোটা যাত্রীটি তাঁর হাতঘড়ির দিকে তাকালেন। না, তিনি কেবল তাঁর হাতঘড়ির দিকেই তাকাচ্ছেন না, তাঁর মণিবন্ধে একটি দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্রও আছে। আঙুল দিয়ে দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্রটার উপর টোকা মেরে এবং তাঁর সামনের দিকে দেখিয়ে বললেন:

'আমরা চলেছি দক্ষিণে। ঠিক দক্ষিণে।'

তেগ্রীনে হাসল। 'হ্যাঁ, শীগ্‌গিরই শরৎকাল আসছে। পাখীরা শরৎকালে সব সময়েই উষ্ণ অঞ্চলের দিকে যাত্রা করে।'

নিজেকে পাখী ভাবতে কি মজাই না লাগে! এখন তেগ্রীনে তার সহযাত্রীর কথার মানে বুঝতে পারছে: ঠিক দক্ষিণে, সিধে খাবারভস্ক পর্যন্ত আকাশসমুদ্রের উপর দিয়ে একটি অদৃশ্য পথ আছে, বিমানবন্দরের উপর দিয়ে চক্রাকারে ঘুরে বিমানচালক উঁচুতে উঠেছে এবং এখন সে দক্ষিণের পথ ধরেছে। যেন সে

তার বিমানকে এই পথের উপর শায়িত করেছে। বেশ, এখন সে যখন এমনি করেছে, এটা উড়ে চলুক সামনে, আরও সামনে! 'গতিপথে শুয়েছি', তেগ্রীনে বলল নিজে নিজে। এই কথাটা আর কৌতুককর শোনাচ্ছে না। অপরপক্ষে, এর যেন এক ধরনের আকর্ষণ আছে। তেগ্রীনে নিজে নিজে কথাটা বার বার বলতে লাগল এবং সে প্রায় বিমানচালকের মত অনুভব করতে লাগল। অথবা যদি বিমানচালকের মত নাও হয়, তাহলে অন্ততঃ একজন খুব অভিজ্ঞ যাত্রীর মত, কেবলমাত্র আনাড়ীর মত নয় যে সবপ্রথম বিমানে করে চলেছে।

হঠাৎ বিমানের ভিতরটা বেশী অন্ধকার হয়ে গেল, জানলার বাইরে কিছুই দেখা যাচ্ছে না, এক ধরনের ঈষৎ ধূসর-শ্বেত কম্বল দিয়ে তাদের ঢাকা মনে হল।

'আরে, কি ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল তেগ্রীনে। কিন্তু তার সামনে-বসা মোটা যাত্রীটি ইতিমধ্যে তন্দ্রাচ্ছন্ন। বাঁ দিকের জানলায় বসা একজনের কাছ থেকে সে তার প্রশ্নের উত্তর পেল।

'মেঘ। আমরা মেঘের ভিতর দিয়ে চলেছি।' মুহূর্তের মধ্যে কেবিনটা ফিকে হয়ে গেল, বিমান মেঘ ছিন্ন করে মুক্ত হল এবং আবার জানলায় চক চক করতে লাগল পরিষ্কার সকালের আলো।

'সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে-আসা ট্রেনের মত', অপর একজন যাত্রী বলল।

'ক্রমশঃ ফিকে হতে হতে হঠাৎ ট্রেনটা পাহাড়ের ভিতর থেকে উন্মুক্ত জায়গায় ছুটে বেরিয়ে আসে।'

'আমি কোনদিনও ট্রেনে চড়িনি', উত্তর দিল তেগ্রীনে।

নীচে ঘূর্ণ্যমান পর্বত, তাদের মাঝখানে পাক খাওয়া নদীর রূপোলী ফিতে। কেবল এখানে সেখানে শ্বেত-ধূসরের জোড়াতালি দেওয়া মৃত্তিকা। এরা হল মেঘের দল। তেগ্রীনে এখন এটা বুঝতে পেরেছে। প্রত্যেকটির ডান দিকে তার ছায়াকে সে মাটির উপর দেখতে পাচ্ছে।

বিমানটি মেঘের উপর দিয়ে চলেছে। তেগ্রীনে চলেছে খাব্যরভস্কের পথে।

* * *

একটি দোহারা গড়নের, নরম চেহারার স্কুলের মেয়ে বেরিয়েছে তুন্দ্রায়* ফুল সংগ্রহ করতে নয়, তার হাতে কোন ফুলের তোড়া নেই, আছে একখানা মোটা রুশ বই, নাম 'উত্তরাঞ্চলের উদ্ভিদ্‌কুল' এবং এরই পাতার ভিতরে তার

---

* তুন্দ্রা — ইউরোপ, এশিয়া ও উত্তর আমেরিকার উত্তর মেরু অঞ্চলের বিশাল অরণ্যবিহীন চির-তুহিন প্রান্তর।

সংগৃহীত ফুলগুলিকে রেখেছে সে। বইয়ের মধ্যে একই ধরনের ফুল দুটি নেই, আছে কেবল একই জাতের একটি করে নিদর্শন।

মেয়েটি যখন নীচের দিকে উপুড় হল তার কালো চুলের বেণী ঘাসের সঙ্গে ঘষা খেল। সে কেবল সবচাইতে ভাল ফুলগুলিকে বেছে নিচ্ছিল, ফুলটিকে নিশ্চিতরূপে ছিঁড়ছিল একটি পাতাসহ, গুণছিল পরাগ-কেশরগুলিকে এবং যাতে একটিও পাপড়ি না ছিঁড়ে যায় সেজন্যে পাপড়ির গায় হাত বুলিয়ে ওগুলোকে মেলছিল, তারপর আবিষ্কৃত জিনিষগুলিকে বইয়ের ভিতর রাখছিল।

মেয়েটি হল তেগ্রীনে, শিকারী মেমীলের কন্যা, সে পড়ত আনাদীরের মাধ্যমিক স্কুলে আর ছুটিতে আসত বাড়ীতে তার বাবার কাছে 'উত্রো' (উষা) যৌথখামারে। সে যখন খুব ছোট, তখন তার মা মারা যান। কিন্তু বাবার সঙ্গে তার এমন বন্ধুত্ব যা তার সহপাঠীদের কারও ছিল না তাদের বাপ-মায়ের সাথে।

তেগ্রীনে যখন চতুর্থ শ্রেণীতে, তখন তার বসতির স্কুলে চার শ্রেণীর বেশী ছিল না। কিন্তু তেগ্রীনে ও তার সহপাঠীদের ভাগ্য ভাল: ঠিক সেই বছরেই স্কুল পরিণত হল রীতিমত সাতবাৎসরিক স্কুলে। এবং তিন বছর পর যখন চূড়ান্ত

পরীক্ষা হল, তেগ্রীনে স্নাতকদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বলে প্রতিপন্ন হল।

সে চাইল পড়াশুনা চালিয়ে যেতে, এজন্যে মেমীল তাকে নিয়ে গেলেন আনাদীরে। সেখানে দশ-বছরের মাধ্যমিক স্কুলে পড়াশুনা আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদ্‌বিদ্যার উপর তার খুবই ঝোঁক পড়ল। গাছপালার জীবন ছাড়া অন্যকিছুই তাকে বেশী আনন্দ দিত না। তরুণ নিসর্গী দলের প্রধানা নির্বাচিতা হল সে। এমন কি সুমেরু শৈত্যও তাকে ওষধিশালার সংগ্রহের কাজে বাধা দিতে পারল না। রবিবার স্কি করে বাইরে যাওয়ার সময় সে অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে যেত সেই জায়গায়, যেখানে বল্গা-হরিণ তার চারণ-ভূমি থেকে বরফ আঁচড়ে ফেলেছে এবং সেখান থেকে সে বাছাই-করা শৈবাল সংগ্রহ করত।

দলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা মারিয়া ফেওক্‌তিস্তভ্‌না প্রায়ই মেয়েদের কাছে তাঁর নিজ অঞ্চলের কথা বলে থাকেন। তিনি এসেছেন ব্রিয়ান্‌স্ক অঞ্চলের বন-সমৃদ্ধ দেশ থেকে। তিনি যে গ্রামে বড় হয়েছেন তাকে বলা হত 'ভেরখ্‌নিইয়ে লেস্‌নিকি' (উর্ধ্বতন বনরক্ষক)। এর তিন দিক ঘিরে ছিল গভীর বন, আর প্রতিটি গৃহের চার পাশে ছিল ফলের বাগান। যখন মারিয়া ফেওক্‌তিস্তভ্‌না মর্মর-ধ্বনিত বনের কথা

বলতেন তাঁর চোখদুটি ভাবাকুল হত। তিনি তুষার-চিত্রিত জানালার দিকে তাকিয়ে থাকতেন এবং তেগ্রীনেও ঠিক এরকম করতে আরম্ভ করল। যে মেয়ে চলচ্চিত্রে অথবা সচিত্র পত্রিকায় ছাড়া কখনও গাছ দেখেনি, তার কাছে সার্শির উপর তুষারের চিত্র বোধ হয় রুপোলী ও সাদায় ঢাকা শীতকালীন বনের মত মনে হয়। এবং জানলার বাইরে যে প্রচণ্ড তুষারঝড়ের গর্জন চলেছে, তাকে সে বন-মর্মর বলে মনে করে—এ ধ্বনি সে জীবনে একবারও শোনেনি।

সেবার গরমের সময় তেগ্রীনে যখন ছুটিতে বাড়ী এল তখন তার ছোট ভ্রমণের ব্যাগটিতে পোষাক আর বই ছাড়াও ছিল এক ডজন গোলাকার পেঁয়াজের মূল। বাবার সাহায্য নিয়ে সে চটপট দুটো ছোট বাক্স বানিয়ে ফেলল, তাদের মাটি দিয়ে বোঝাই করল এবং তাতে পেঁয়াজ মূল লাগিয়ে বাক্সদুটোকে ইয়ারাঙ্গার* বাইরে রোদে রেখে দিল। রাত্রিতে এবং ঠান্ডা ও মেঘলা দিনগুলিতে মেমীল এই 'তরকারীর বাগান'কে ভিতরে নিয়ে আসতেন। তাঁর মেয়ের শখ নিয়ে শীগ্‌গিরই এত বেশী মেতে উঠলেন যে তিনি নিজেই পেঁয়াজের সম্পূর্ণ ভার নিলেন, জলস্রোত থেকে তাদের প্রচুর জল দিতে

* ইয়ারাঙ্গা—চর্মনির্মিত মেরু অঞ্চলের তাঁবু।

লাগলেন এবং তেগ্রীনের উপদেশ মত যত্ন করে মাটির গোড়া আলগা করে দিতে লাগলেন। বৃদ্ধের হৃদয়কে আনন্দে পরিপূর্ণ করে এবং প্রতিবেশীদের বিস্মিত করে প্রতিদিনই সবুজ অঙ্কুর ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। শিকারীদের যৌথখামারে এই হল সবপ্রথম তরকারীর বাগান।

সেই গ্রীষ্মে ষোলবছরের তেগ্রীনে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত তুন্দ্রায় কাটিয়েছে তার সংগ্রহশালাকে সমৃদ্ধ করার জন্য। এই তরুণ নিসর্গীর কাজের পরিকল্পনা আনাদীরে থাকতেই মারিয়া ফেওক্তিস্তভ্নার পরিচালনায় প্রস্তুত হয়েছিল; তেগ্রীনে সঙ্কল্প নিয়ে এই পরিকল্পনাটিকে কাজে পরিণত করতে লাগল। সে পাহাড়ের ঢালু জায়গা এবং জলধারার তীরে তীরে তার প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ্ খুঁজে বেড়াতে লাগল, সে আরোহণ করল উঁচু পাহাড়ে এবং সাহসে ভর করে তুন্দ্রার কয়েক মাইল ভিতরে প্রবেশ করল। সংগ্রহ করল চার ধরনের জিনিষ: শৈবাল জাতীয়, বেরি জাতীয়, ওষধি জাতীয় এবং মধুর পানীয়-দানকারী সুমেরু গুল্ম। যাঁরা মনে করেন যে সুমেরু উদ্ভিদ্ অকিঞ্চিৎকর, তাঁরা যদি তেগ্রীনের সঙ্গে তুন্দ্রা অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন, তাহলে তাঁদের ধারণা অবশ্যই পরিবর্তিত হবে।

সেই গ্রীষ্মেই তার বাবার দূরবীণ নিয়ে একটা মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটল। বৃদ্ধ মেমীলের একটি চমৎকার দূরবীণ ছিল—তাঁর সর্বাপেক্ষা গর্বের জিনিষ। মধুর পানীয়-দানকারী গুল্ম সংগ্রহ শেষ হতে, তেগ্রীনের মাথায় এল, এবার চুকোত সমুদ্র থেকে সাগর-শৈবালের নিদর্শন সংগ্রহ শুরু করা যাক। এই প্রস্তাব তার পুরোনো বন্ধু ইনরীনের জোর সমর্থন লাভ করল, ইনরীন হল গজদন্ত-খোদাইকারী গেমাউগের ছেলে। তারা দুজনেই কায়ুকে করে যাত্রা করল সমুদ্রের তীর ঘেঁষে। তেগ্রীনে সঙ্গে নিয়েছে তার বাবার দূরবীণ—খালি চোখে জলের বিশাল গভীরতার ভিতরে সাগর-শৈবালদের বাছাই করা খুবই কষ্টকর হবে, এই ভেবে। কিন্তু এই 'বৈজ্ঞানিক অভিযানের' শুরুতেই যখন এই তরুণ নিসর্গী তার বন্ধুকে বুঝিয়ে দিচ্ছিল যে সাগর-শৈবালের মধ্যে কি কি গুণ আছে, হঠাৎ কায়ুকটি গেল কাৎ হয়ে। তেগ্রীনে কায়ুকের উপর দিকের কিনারা চেপে ধরল আর তার হাতে যে দূরবীণটি ছিল সেটি জলে পড়ে গেল হাত ফসকে।

ঠাণ্ডায় নীল না হওয়া পর্যন্ত ইনরীন ও তেগ্রীনে দূরবীণের জন্য ডুব মারতে লাগল। এমন কি, উষ্ণ অগস্টের দিনগুলিতেও একমাত্র মেরু ভল্লুকেরা বোধ হয় চুকোত সমুদ্রে স্নান করে কিছু আনন্দ পেতে পারে। তাছাড়া, ডুব মারতে

মারতে ইনরীন ও তেগ্রীনে তাদের কায়ুকখানাকে প্রায় হারাতে বসেছিল, সমুদ্রের দিকে ভেসে-যাওয়া ওটাকে ধরবার জন্য বেশ খানিকদূর তাদের সাঁতার কাটতে হল। যাই হোক, বিকেল না গড়াতে তারা বাড়ী ফিরল না, আগাগোড়া ভেজা ও কম্পমান, না আছে সাগরশৈবাল, না আছে দূরবীণ। অবশ্য শেষের জিনিষটি না থাকাই হল সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক।

ভাগ্যি ভাল, তেগ্রীনের বাবা বাড়ী ছিলেন না, তিনি ছিলেন যৌথখামারের পরিচালক সমিতির সভায়। সর্ব শরীর পুঁছে ফেলে গরম পোষাক পরবার সময় পেল তেগ্রীনে, কিন্তু বাবাকে হারান দূরবীণের সম্পর্কে সে কিভাবে বলবে?

এখন, দু'বছর বাদে, বিমানে চড়ে খাবারভ্স্ক যাবার পথে সেই ঘটনা নিয়ে হাসতে পারে সে, কিন্তু তখন হাসির নাম গন্ধও ছিল না।

বাবার জন্য অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে তেগ্রীনে গেল গজদন্ত-খোদাইকারী প্রতিবেশী গেমাউগের কাছে, সেখানে সবকিছুই শান্তিপূর্ণ, কারুশিল্পী তার কাজে এত নিবিষ্ট যে সে খেয়ালও করেনি ইনরীন কি অবস্থায় বাড়ীতে ফিরেছে, এমন কি জিজ্ঞেসও করেনি সে কেন জামাকাপড় বদলাতে চায়।

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত তরুণেরা কত না মিথ্যে অজুহাত খাড়া করল! সত্যি বলতে গেলে, এই জবাবদিহিগুলির একটিও

বিশেষ কার্যকরী নয়, এর সাধারণ উদ্দেশ্য হল কি ঘটেছে তা বৃদ্ধ মেমীলকে না বলে এড়িয়ে যাওয়া। প্রথমটায় তেগ্রীনে ভাবল, ছুটির শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা না করে তখুনি সে পালিয়ে যাক আনাদীরে। ইনরীন আর একটি প্রস্তাব করল, তাদের অবশ্যই যাওয়া উচিত উপদ্বীপের অভ্যন্তরে, তার এক দূর-সম্পর্কের আত্মীয় আছেন যিনি বাস করেন একটি বল্গা-হরিণ উৎপন্নকারী যৌথখামারে; তারা যদি আনাদীরে যায়, তাহলে তাদের মা-বাবা সংগে সংগে তাদের বার করে ফেলবেন, কিন্তু তুন্দ্রাই হল গা-ঢাকা দেওয়ার পক্ষে সহজ... তবুও এই পরিকল্পনার কোনটাই পাঁচ মিনিটের বেশী টিঁকল না।

ধরা যাক, তারা বাড়ীতেই থাকল এবং এমন ভাব দেখাল যেন কিছুই হয়নি। হয়ত যা খোয়া গেছে তা সংগে সংগে ধরা পড়বে না, কারণ আগের মতই দূরবীণের খাপটি দেওয়ালে ঝুলবে, কে বুঝবে যে ওটা ফাঁকা? না এটাও যেন বিশেষ সুবিধের নয়। এর দ্বারা খুব বেশী হলে মাত্র দু'দিন অথবা তিন দিনের জন্য ঘটনাটাকে চাপা দেওয়া যাবে। পরে তেগ্রীনেকে সেই সবকিছুই বলতে হবে, নতুবা বাবা মনে করবেন ওটা অন্য কোন লোক নিয়ে গেছে এবং তা হবে সবচাইতে খারাপ।

শেষটায় তেগ্রীনে বাবাকে সবকিছু বলবে বলে স্থির

করল। ইনরীন প্রস্তাব করল, তার হয়ে গেমাউগে মধ্যস্থতা করুক, কিন্তু তেগ্রীনে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল, সে দোষী, এর জন্য তাকে দায়ী হতেই হবে।

প্রথমটায় বাবা তার কথা বিশ্বাসই করতে চাইলেন না। তিনি দূরবীণের খাপটার কাছে উঠে গেলেন এবং এমন যত্নসহকারে পরীক্ষা করলেন যে ওটা যেন কোণায় কোথাও লুকিয়ে আছে। তারপর তেগ্রীনের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন:

'মেয়ে, তুমি কিসের জন্য কাঁদছ? কিছু ভেবো না, আমার দৃষ্টিশক্তি এখনও যথেষ্ট প্রখর আছে, অপরে যেখানে শিকার দেখতে পায় না, আমি সেখানে শিকার দেখতে পাই, এমন কি দূরবীণ ছাড়াই।'

'কিন্তু শিকারে যাবার সময় তুমি ওটাকে সঙ্গে নিতে।'

'আমি জানি, আমি সঙ্গে নিতাম, মেয়ে, কিন্তু ও কেবল দেখাবার জন্য। সত্যিই তাই। বলতে কি, আমি কদাচিৎ ওটা ব্যবহার করেছি। আর আমি যখন শিকার করতাম, এটা বরং একটা উৎপাত বলেই মনে হত। শিকারের সময় যত কম জিনিষ সঙ্গে থাকে ততই ভাল ...'

তেগ্রীনে বুঝতে পারল ওকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই বাবা এসব কথা বলছেন আর তার চোখের জল আরও বেশী করে বাধা-না-মেনে পড়তে লাগল।

মেমীল গম্ভীর হয়ে বললেন, 'কেঁদো না মেয়ে, তুমি জান এখন আর তুমি ছোট্টটি নেই। কেবল নীচ মনা, মূর্খ লোকেরা হারানো জিনিসের জন্য কেঁদে থাকে'।

'কিন্তু আমি না বলে দূরবীণ নিয়েছিলাম।'

'হ্যাঁ, তোমার অবশ্য জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল, কিন্তু আমি তোমার বাবা আর তুমি আমার মেয়ে, আমাদের যাকিছু আছে, তা সবই আমাদের দুজনার। সুতরাং, তুমি তোমার নিজের জিনিষ হারিয়েছো। তেগ্রীনে, তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত...আচ্ছা বেশ, এবার আমাকে বল দেখি, কি ধরনের সাগর-শৈবাল জোগাড় করতে গিয়েছিলে তুমি?'

তেগ্রীনে যেসব সাগর-শৈবালের মধ্যে আইয়োডিন এবং ব্রোমাইন আছে তার কথা বলল এবং এমন শৈবালও আছে সমুদ্রে, যা সর্বোৎকৃষ্ট পোটাসিয়াম সারের বদলে ব্যবহৃত হতে পারে, এসব মেমীল উৎসাহ নিয়ে শুনলেন ... তেগ্রীনে অনুমান করল যে তার বাবা দূরবীণ হারানর ব্যাপার থেকে ওর মনটাকে সরাবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু কে জানে? হয়ত বা তিনি সত্যিই এ বিষয়ে কৌতূহলী এবং দূরবীণের জন্য বিরত বোধ করছেন না। আর যাই হোক, তিনি কোনকিছু আঁকড়িয়ে ধরে থাকার লোক নন। জানার মত কিছু থাকলে কেবল তখুনি তাকে আঁকড়ে ধরেন — ঠিক তেগ্রীনেরই মত ...

তেগ্রীনের মনে পড়ল কিভাবে তার বাবা দূরবীণটি পেয়েছিলেন। তখন সে ছিল একেবারে ছোট্ট একটি মেয়ে, মাত্র দশ কি এগার বছরের। একদিন যৌথখামারে এসে উপস্থিত হলেন জনৈক সুধী ব্যক্তি, লোকসঙ্গীত ও লোক-কাহিনীর সংগ্রাহক। সবাই ওঁকে পাঠিয়ে দিল মেমীলের কাছে, কারণ সমস্ত গ্রামের মধ্যে মেমীলকেই সবচাইতে ভাল গল্প-বলিয়ে বলে মনে করা হত। সারা সন্ধ্যা ধরে মেমীলের গল্প শুনে এবং একখানা আস্ত নোট-খাতা ভর্তি করে সুধী ব্যক্তি বললেন:

'বহুদিন বাদে আমি এরকম একজন আশ্চর্য গল্প-বলিয়ের সাক্ষাৎ পেলাম। আপনার যে খ্যাতি তা পাবার উপযুক্ত আপনি। কিন্তু প্রকৃত অর্থে এগুলিকে কদাচিৎ লোক-কাহিনী আখ্যা দেওয়া যায়। আপনি যা বলেন, সেগুলি সত্যিকারের গল্প, লোক-কাহিনী নয়। এগুলি হল আপনার নিজ জীবনের চিত্তাকর্ষক ঘটনা, কখনও বা পুনঃকথন, তাও খুবই চিত্তাকর্ষক এবং অসাধারণ, এগুলি হল রুশ সাহিত্যের অংশ বিশেষ। এর মধ্যে কিছু গোগলের, কিছু বা গোর্কির। কিন্তু আপনার তৈরী গল্প শুনতে চাই, কিম্বা এমন কিছু যা আপনি আপনার নিজের লোকের কাছে থেকে শুনেছেন। কিন্তু সেগুলো হওয়া চাই লোক-কাহিনী, এমন জিনিষ যা লোকেরা নিজে সৃষ্টি করেছে।'

'আরে মশাই, আমি ত আর লেখক নই', মেমীল হাসলেন, 'আমার মেয়ে যা আমাকে পড়ে শুনায়, আমার গল্পের মূল প্রধানতঃ সেইসব। রুশ বইয়ের এইসব গল্প প্রতিবেশীরা শুনতে ভালবাসে, কারণ এগুলি জীবনের প্রতিচ্ছবি, তাছাড়া চুকচি ভাষায় এখনও খুব বেশী বই নেই। কিন্তু লোকসঙ্গীত আর লোক-কাহিনীই যদি শুনতে চান, তাহলে আপনি তা পাবেন আর এক ইয়ারাঙ্গায়। কাল আপনাকে বৃদ্ধ আতীকের কাছে নিয়ে যাব। সে নিজে গান বানায় আর এ উপকূলে যত গাইয়ে দেখতে পাবেন তাদের মধ্যে সে সর্বশ্রেষ্ঠ চারণ।'

সুধী ব্যক্তি মেমীলদের সঙ্গে রাত কাটালেন। অতিথি-সেবককে অসুবিধেয় না ফেলার জন্য তিনি বললেন যে তিনি শোবেন সেন্‌কি* তে কিন্তু মেমীল উত্তর দিলেন: 'আমাদের চুকচিদের এরকম প্রবাদ আছে: তোমার ঘরে অতিথি, কিন্তু আগুন জ্বালার কাঠ নেই—জ্বালানি কাঠের জন্য স্লেজগাড়ী ভেঙ্গে ফেল, যাতে তোমার অতিথি শরীর গরম করতে পারেন, আর যদি স্লেজগাড়ী না থাকে, তবে ইয়ারাঙ্গার খুঁটি ভেঙ্গে নাও। আমি আপনাকে সেন্‌কিতে শুতে দিতে পারব না।'

---

* সেন্‌কি — ইয়ারাঙ্গায় ভাঁড়ার ঘরের মত জায়গা।

তেগ্রীনে অতিথির জন্য পোলোগে* বিছানা করে দিল। দু' বছর আগে শিকার-করা ভল্লুকের একটি চামড়া সে ঐ বিছানায় ব্যবহার করল। অতিথি শুয়ে পড়লেন এবং পলতে-প্রদীপের আলোকে একখানা বই পড়তে লাগলেন। মেমীল জিজ্ঞেস করলেন বইটার নাম কি, কিন্তু উত্তর না দিয়ে অতিথি জোরে জোরে বইখানা পড়তে লাগলেন। এ হল নেক্রাসভের কবিতা। মেমীল ও তেগ্রীনে দু'জনেরই কবিতাগুলো খুব ভাল লাগল। তারা এত মন দিয়ে শুনতে লাগল এবং এত বেশী তাঁকে আরও পড়বার জন্য অনুরোধ জানাতে লাগল যে দু' একদিন বাদে বসতি ছেড়ে যাবার সময় সুধী ব্যক্তি ওদের এই বইখানা উপহার দিয়ে গেলেন।

মেমীল বইখানা নিতে অস্বীকার করলেন না। 'আপনি এই দীর্ঘ ভ্রমণে যখন এই বইখানা সঙ্গে এনেছেন, এটা নিশ্চিত আপনার খুবই প্রিয়', বললেন তিনি এবং এর পরিবর্তে তাঁকে ঐ ভল্লুক-চামড়াটি উপহার দিলেন। 'ধন্যবাদ', বললেন সুধী ব্যক্তি, 'তাহলে কিন্তু বইটি আমি তেগ্রীনেকে উপহার দিতে চাই আর আপনি নিন আমার এই দূরবীণ।'

এবং এইভাবেই মেমীল পেলেন একটা দূরবীণ আর এই বিস্ময়কর যন্ত্রটিকে তিনি কাছে রেখেছিলেন যতদিন না

---

* পোলোগ — ইয়ারাঙগায় থাকবার ঘর।

তেগ্রীনের মাথায় এল সে সাগর-শৈবাল সংগ্রহের কাজ সুরু করবে ...

চুকোত সমুদ্রের বরফ-শীতল জলে স্নান করে বিফল অভিযান শেষ হওয়া সত্ত্বেও, তেগ্রীনের উদ্ভিদ্ প্রীতি শীতল হল না। দু'বছর অতিক্রান্ত, তেগ্রীনে কৃতকার্যতার সংগে মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত করল এবং এখন তার যে বিষয়ের প্রতি আসক্তি, তার নাম স্কুলের প্রত্যেকটি ছাত্রেরই জানা উদ্ভিদ্বিদ্যা নয়, এখন তার নাম জমকাল কৃষি-জীববিদ্যা। কিন্তু ঠিক আগের মত সে তার ওষধিশালার কাজে, যে ফলের বাগান সে কোনদিনই দেখেনি, তার কথা বলে, এবং যে জায়গা এখন কেবলমাত্র ক্লাউড-বেরি, ক্র্যাণবেরি এবং সুমেরু 'শিকশা' বেরি জন্মাবার উপযুক্ত, সেখানে কারাণ্ট এবং স্ট্রবেরি জন্মাবার স্বপ্ন দেখে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে কাটিয়ে দিতে পারে।

এর পরবর্তী অধ্যায় হল ইনস্টিটিউট। এটা শিক্ষক-দের উপদেশ, তেগ্রীনে যা চেয়েছিল তাই এবং বৃদ্ধ মেমীল নিজেও যা চেয়েছিলেন যদিও তিনি কন্যাকে ছাড়তে দুঃখ পাবেন। খাবারভ্স্ক আনাদীরের চাইতে অনেক বেশী দূরে! তেগ্রীনে আনাদীর থেকে বছরে দু'বার বাড়ী আসছিল — একবার গ্রীষ্মের বন্ধে আর একবার শীতের ছুটিতে। এবং মেমীল প্রত্যেক শীতে আরও দু'বার মেয়ের সংগে দেখা করে

আসতেন। এখন তেগ্রীনে বছরে কেবল একবার গ্রীষ্মের সময় বাড়ী আসতে পারবে। খাবারভ্স্ক থেকে আসার ব্যাপারে শীতের ছুটি অত্যন্ত কম। আর চিঠিও নেবে তিন গুণ বেশী সময় ... এ কথা সত্য যে বৃদ্ধ আতীকের পুত্র পড়াশুনা করে আরও দূরে — লেনিনগ্রাদে। কিন্তু আতীকের স্ত্রী বেঁচে আছেন এবং তাঁদের অন্যান্য সন্তান তাঁদের কাছেই থাকে। আর মেমীলের, তাঁর মেয়ে ছাড়া আর কেউ নেই।

তবু মেমীল তাঁর মেয়েকে যেতে বাধা দিলেন না। অবশ্যই না! মেমীল নিজে যাকিছু শিখবার সুযোগ পাননি, সে সমস্ত ও জানতে শিখুক, একদা যেসব পথ ছিল চুকচিদের কাছে বন্ধ তা খুলে যাক মেয়ের কাছে।

রাস্তার জন্য পিসীমা নুতেনেউত শীল মাছের চর্বিতে কিছু পিঠা ভেজেছিলেন। তেগ্রীনে যখন বিদায় নিতে এল পিঠাগুলো তখন তৈরী হয়ে গেছে। পিসেমশাই গেমালকোত ওগুলোকে সুন্দর করে একটা পরিষ্কার কাপড়ে জড়িয়ে দিলেন, যাতে চর্বি না বাইরে বেরিয়ে আসে এজন্য উপরে চামড়ার পটি লাগিয়ে দিলেন।

'উঃ, এতগুলো দেওয়া ঠিক হয়নি', বিস্ময়ের সঙ্গে বলল তেগ্রীনে।

'রাস্তায় খাবার কখনও ভার মনে হয় না', দৃঢ়ভাবে জোর দিয়ে বললেন গেমালকোত, 'যদি যাও একদিনের জন্য সঙ্গে নাও এক সপ্তাহের জিনিষ।'

'আর যদি যাও সমুদ্রপথে সঙ্গে নাও তিন জনের উপযোগী', যোগ করলেন নুতেনেউত।

'এগুলোকে নিয়ে যাও তেগ্রীনে,আমি জানি তুমি এই পিঠা ভালবাস।আর মেমীলও ভালবাসে। তুমি যাবে বহুদূরের পথে, আমি ঠিক জানি এগুলো তোমার কাজে লাগবে।'

'আমরা কেবল আনাদীর পর্যন্ত যাব সমুদ্রপথে। বাবা আমাকে ওখানে গিয়ে বিদায় দেবেন। তারপর আমি যাব বিমানে। তা হল আমার চূড়ান্ত পরীক্ষার পদক আনবার জন্য। তিনি অনেকদিন আগেই এ ব্যাপারে আমাকে কথা দিয়েছিলেন।'

'বিমানে করে?' নুতেনেউত তিমিহাড়ের তৈরী টুলের উপর ধপাস করে বসে পড়লেন এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রীর দিকে এমন অবাক হয়ে তাকালেন যে সে যেন হঠাৎ অন্য কোন ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। 'বিমানে করে! যদি তোমার মা, তুয়ার, এখন একবার তোমায় দেখতে পেতেন, পড়াশুনো করতে তুমি যাচ্ছ খাবারভ্স্কে! তাও আবার কি না আকাশপথে, বিমানে চড়ে!'

এখন গেমালকোত, তেগ্রীনে ও স্বয়ং নুতেনেউতের কাছে এই কথাগুলি আগামী বিমানযাত্রার সম্পূর্ণ তাৎপর্যকে

পরিষ্কার করে দিলো। এটা ঠিক যে তারা এ জাতীয় যাতায়াতে ইতিমধ্যেই অভ্যস্ত হয়েছে এমন কি বৃদ্ধেরাও, কিন্তু বিশ বৎসর আগে যখন তুয়ার জীবিতা ছিলেন, তখন এ ধরনের জিনিষ অলৌকিক ব্যাপার। তুয়ার তাঁর মেয়ের জন্য কত দুশ্চিন্তাই না করতেন। তার মাতৃহৃদয় কী গৌরবেই না ভরে উঠত!

আর এখন কি না এই ধাতব পক্ষী তার শক্তিশালী ডানায় তেগ্রীনেকে নিয়ে যাচ্ছে খাবারভস্কে, নিয়ে যাবে ওখোটস্ক সমুদ্রের উপসাগর আর খাড়ির উপর দিয়ে জুগ-জুর পর্বতের উপ-পাহাড়ের উপর দিয়ে।

'খাবারেভস্কে আমি নিশ্চয়ই বাবার জন্য একটা দূরবীণ কিনব', তেগ্রীনে ভাবল এবং বাবার কথা মনে হতেই তার মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হল।

'আমি তার জন্য কিনব সবচাইতে দামীটা যাতে এটা আগেরটার চাইতেও ভাল হয়।'

* * *

তেগ্রীনে লক্ষ্য করল, এখনই যে চিন্তা তার কাছে পরিষ্কার ও যুক্তিসঙ্গত মনে হচ্ছিল, হঠাৎ তা কেমন গোলমেলে ও অস্পষ্ট লাগছে। তখন সে বুঝতে পারল যে তার চোখদুটো বোজা। স্পষ্টতঃই তার ঝিমুনি এসেছিল।

'এটা নিশ্চয়ই ওঁর দেখাদেখি আমার এই ঘুম এসেছে।' তার সামনের মোটা যাত্রীটিকে ভালভাবে লক্ষ্য করে তেগ্রীনের এই কথা মনে হল। 'ওঁর পক্ষে ঘুমোন স্বাভাবিক, সম্ভবতঃ, উনি এর আগে বিশবার বিমানে যাতায়াত করেছেন। কিন্তু আমাকে প্রত্যেকটি মুহূর্তের সদ্ব্যবহার করতেই হবে, নইলে অনেক কিছু চমকপ্রদ জিনিষ ফস্‌কে যাবে।'

মোটা যাত্রীটির হাবভাব বিচার করলে মনে হয় তিনি একজন ভূগোলজ্ঞ। অথবা একজন ভূতত্ত্ববিদ। খুব সম্ভব কোন অভিযাত্রী দলের লোক। হয়ত বা উনি কোন দলের নেতা। প্রথমেই দেখা যাচ্ছে ওঁর মণিবন্ধে দিঙ্‌গনির্ণয় যন্ত্র। দ্বিতীয়তঃ অন্যান্য সবাই যখন মালঘরে স্যুটকেশ রাখতে দিল, ইনি দিলেন কেবল একটা বিরাট আষ্টেপৃষ্ঠে-বোঝাই বাইরে-পকেট-লাগান ভাঁজ-করা থলে। চুলে পাক-ধরা, শান্ত চতুর মুখমণ্ডল... 'ইনি ভূতত্ত্বের অধ্যাপক', তেগ্রীনে স্থির করল। 'এঁর অভিযান আবিষ্কার করেছে একটা নূতন খনিজ পদার্থের স্থান। খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। সোনা অথবা তেল অথবা এ্যাপাটাইট। এবং এ সম্পর্কে সরকারের কাছে বলার জন্য মস্কো থেকে এঁর জরুরী ডাক এসেছে। খুব সম্ভব, ইনি ঘুমোচ্ছেন না, বরং ভাবছেন তিনি কি কি বলবেন।'

এমনও হতে পারে যে এই যাত্রীটি আদৌ ভূতত্ত্ববিদ নন,

হয়ত ইঞ্জিনিয়ার বা সরকারী হিসেব-নিরীক্ষক, যিনি আনাদ্গীরে গিয়েছিলেন ওখানকার কোন সংস্থার হিসাব পরীক্ষা করতে। এবং ইতিমধ্যেই তেগ্রীনে মন্ত্রীপরিষদের কাছে পেশ করার জন্য তাঁর বিবরণী প্রস্তুত করার সাহায্যের কাজে লেগে গেছে। তাঁর বদলে সে হয়ত বলবে, 'সম্মানিত কমরেড্‌স মন্ত্রীবর্গ! আমি আপনাদের কাছে এই বিবরণ দিতে আনন্দ পাচ্ছি যা আমাদের বিরাট দেশের এক সীমান্ত প্রদেশের আরও সমৃদ্ধি ঘটাবে। আমরা যে তলানি আবিষ্কার করেছি তা আমাদের এই ধারণা দিয়েছে যে ঠিক ঐ জেলাতেই আরও বহু ধরনের মূল্যবান খনিজের তলানি আছে। তাদের অবশ্যই আবিষ্কার করা উচিত এবং আবিষ্কার করা হবেই! স্থানীয় লোক, যারা একাজে সক্ষম, তাদের সংখ্যা বাড়ছে। যে বিমান আমাকে এখানে এনেছে তাতে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে একটি চুকচি মেয়ের সঙ্গে। সে যাচ্ছিল খাবারভ্‌স্কে পড়বার জন্য ...'

তেগ্রীনে তার কল্পনায় এমন মসগুল যে সে তখনকার মত ভুলেই গেছে যে সে যাচ্ছে কৃষি-জীববিদ্যা অধ্যয়ন করতে, কোন ভৌগলিক আবিষ্কারের জন্য নয়।

অন্যান্য যাত্রীরা তার কাছে কিছু বেশী পরিচিত। যখন ওরা বিমানের জন্য অপেক্ষা করছিল বিশ্রাম গৃহে, তখন

ওদের প্রত্যেকের মধ্যে আলাপ পরিচয়ের অবসর মিলেছিল। কেবল এই যাত্রীটি এসেছিলেন শেষ মুহূর্তে। তারপর বিমান আবার তেল নেবে বলে ওরা যখন নীচে নেবেছিল, তখন তিনি পাদুটোকে টান করবার জন্য মিনিট দশেক হেঁটে একটা পাথরের উপর বসলেন, একটা নোট-বই বার করে তাতে কি সব লিখতে লাগলেন যতক্ষণ না বিমানচালক আবার বিমানে চড়ার নির্দেশ দিলেন। সুতরাং, তেগ্রীনে ওঁর কাজ সম্পর্কে যা অনুমান করেছে তা সত্যি কি না বুঝতে পারল না।

অপর যাত্রীদের দু'জন কাজ করে 'গ্লাভ্‌সেভ্‌মে র্‌পুত্‌'*এ এবং তারা ফিরছে একটি আয়োগ থেকে। এঁদের একজন 'বিখ্যাত বৈমানিক, সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর উপাধিধারী', যখন তেগ্রীনে ছিল বাচ্চা মেয়ে তখন ইনি এমন সব রেকর্ড ভঙ্গকারী উড্‌ডয়নে অংশ নিয়েছিলেন যা পৃথিবীকে চমৎকৃত করেছিল।

রেনতীরগিন হলেন একটি মাছকে-টিনজাত করার প্রতিষ্ঠানের কর্মী, তিনি যাচ্ছেন মৎস্যশিল্পের অগ্রগণ্য কর্মীদের এলাকার সভায় যোগ দিতে।

---

* 'গ্লাভ্‌সেভ্‌মোর্‌পুত্‌' — উত্তর সমুদ্র পথের কেন্দ্রীয় শাসনের প্রতিষ্ঠান।

জনৈক সাইয়ুজপুশ্নিনা*র প্রতিনিধি একটি ছোটখাট, তীক্ষ্ম দৃষ্টি লোক, নিজেই যেন একটি লোমশ প্রাণী, এমনভাবে যাচ্ছেন যেন তিনি মেঘের উপর দিয়ে চলছেন না, বরং বসে আছেন নিজেরই আফিসে। তার বিরাট আধার থেকে ফাইল-গুলোকে টেনে টেনে বার করছেন এবং অঙ্ক বোঝাই পাতাগুলোকে উল্টোচ্ছেন আর কোন কোন জিনিষের উপর পুরু লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ কাটছেন।

এলাকার কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য এবং খবরের কাগজের সংবাদদাতাটিকেও একজন অভিজ্ঞ বিমানযাত্রী বলে মনে হয়। এঁরা দুজনে দাবা খেলছেন। তেগ্রীনে এঁদের মত দাবার ছক আগে কখনো দেখেনি, বোর্ডের বদলে তাঁদের আছে সাদা কালো চৌকো দাগকাটা এক ধরনের চামড়ার চওড়া জিনিষ যার প্রত্যেকটি কাটা খোপের ভিতর চ্যাপ্টা হয়ে শুয়ে আছে প্ল্যাসটিকের তৈরি মূর্তিগুলি। খেলোয়াড়দ্বয় খেলা নিয়ে এত বেশী মত্ত যে তাঁরা মাথা তুলে জানলার বাইরেও তাকাচ্ছেন না।

বেশ ত, তেগ্রীনেরও এমনকিছু আছে যা নিয়ে সে সময়

---

* সাইয়ুজপুশ্নিনা — নিখিল রাষ্ট্র লোম-শিল্প প্রতিষ্ঠান।

কাটাতে পারে, যাই হোক, এ ত আর তার বিমান ভ্রমণের প্রথম ঘণ্টা নয়।

সে তার ব্যাগ থেকে একখানা বই বার করে পড়বার চেষ্টা করল। কিন্তু ভাল লাগছে না! তার চোখজোড়া ঘুরে ফিরে জানলাতে যাচ্ছে যার বাইরে, প্রতি মুহূর্তে দুর্লভ ও অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের নূতন নূতন দৃশ্য দৃষ্টির সামনে উদঘাটিত হচ্ছে।

বিমানটি যখন বাঁ দিকে ঈষৎ কাৎ হচ্ছে, তখন তেগ্রীনে দাবা খেলোয়াড়দের বাঁকান মাথার উপর দিয়ে সমুদ্রের উজ্জ্বল বিস্তৃতির উপর দৃষ্টিপাত করছে। একবার একটা ছোট্ট জাহাজ দেখা গেল, কিন্তু তার পর সীমাহীন সমুদ্র ছাড়া আর কিছুই নেই, প্রতিটি ঢেউয়ের উপর সূর্যের আলো প্রতিফলিত।

আর ডান দিকে, যে দিকটায় তেগ্রীনে বসে আছে— সবটাই পাহাড় আর পাহাড়! সারির পর সারি অপূর্ব তুষার-ঢাকা গিরিশৃঙ্গ আর সুউচ্চ অধিত্যকা। এই কি সেই ওইমেকন মালভূমি? না, ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই তারা সেটা পেরিয়ে এসে থাকবে।

শেষ পর্যন্ত মোটা যাত্রীটি চোখ মেললেন। তেগ্রীনে সুযোগ নেবে বলে স্থির করল।

'যখন নীচে তাকাই', সে বলল, 'তখন ওটাকে আমাদের নীচে ঠিক মাটি বলে মনে হয় না — মনে হয় একটা মানচিত্র। দেখুন, ঠিক মানচিত্রের মত, নয় কি?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। যখন তুমি খুব উঁচু দিয়ে যাবে, তখন এই মানচিত্রের অনুভূতি আরও প্রবল হবে।'

'কিন্তু আমরা কি এখন, খুব উঁচু দিয়ে যাচ্ছি না?'

'এখন?' মোটা যাত্রীটি নীচের দিকে তাকালেন, 'প্রায় হাজার মিটার হবে।'

'এক হাজার মিটার?! পৃথিবীর উপরে পুরো এক কিলোমিটার?!'

'হ্যাঁ। তোমার কি এই প্রথম বিমান ভ্রমণ?'

'কেন? তাই কি খুব বেশী মনে হচ্ছে?'

'না, এমন বেশী ...সত্যি বলতে কি আদৌ না। আর বিমান থেকে দেখা এই যে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের চেহারার সঙ্গে মানচিত্রের প্রথাগত অনুকৃতির সাদৃশ্য, তা যত সহজ মনে হয় তত সহজ নয়। স্মরণ করা যাক যে মানচিত্র প্রস্তুতের প্রথাগত চিহ্ন স্থির হয়েছিল বিমানচালন সুরু হওয়ার অনেক আগে। আর যদি এ কথা ভাবা যায় যে তারা বাস্তবিকপক্ষে, বিমান থেকে আমাদের মোটামুটি ঠিক দেখার সঙ্গে মিলে যায়। আমি বলি এ এক বিস্ময়কর সাদৃশ্য!'

'নিশ্চয়ই একজন ভূগোলজ্ঞ!' উৎসাহসহকারে মোটা সহযাত্রীর কথা শুনতে শুনতে তেগ্রীনে ভাবল। সে যখন বলেছিল মৃত্তিকা দেখাচ্ছে মানচিত্রের মত তখন এসব কথা কখনো সে ভাবেনি।

আবার সে জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। এখানকার পাহাড়গুলো খাড়া উত্তরের মত নয়। এরা গাঢ় সবুজ, কিন্তু রং একরকমের নয়, স্থায়ীও নয়, এ নিশ্চয়ই পাহাড়দের নিজস্ব রং হতে পারে না। এদের সাদৃশ্য পাহাড়ের ক্রমনিম্ন ভূমিতে হাজার হাজার অদ্ভুত প্রাণীর বিরাট দলের বিচরণের সঙ্গে। হ্যাঁ, ঠিক তাই: তেগ্রীনের কাছে বোধ হল এই বিশৃঙ্খল, গাঢ় সবুজ জড়পিণ্ড প্রাণশীল। 'এগুলো বন!' অনুমান করল তেগ্রীনে।

'দয়া করে বলুন না', সে জিজ্ঞেস করল, 'ওই যে পাহাড়ের পাশে নীচে, ওগুলো কি বন?'

'হ্যাঁ, ওগুলো সত্যিকারের পার্বত্য বন। আমরা অনাবৃত তুন্দ্রাকে অনেক আগে পিছনে ফেলে এসেছি।'

'বন! সত্যিকারের বন!' তেগ্রীনে নিজের মনে বার বার বলতে লাগল। এদের দেখবার জন্য কতদিন ধরে সে উৎসুক হয়ে ছিল!

তার নিজের বসতির ইয়ারাঙ্গার পাশে পাশে ইতিমধ্যে বহু কাঠের বাড়ী তৈরী হয়েছে। স্টীমার ওগুলোকে

এনেছে চুকোতকাতে ভাগে ভাগে—একটা জাহাজে শত শত কাঠের গুঁড়ি। রাস্তা বরাবর থামের সারি, তাতে ঝুলছে বৈদ্যুতিক বাল্‌ব্‌ আর সেগুলো দুলছে বাতাসে। এই থামগুলোও কাঠের গুঁড়ির আর এই গুঁড়িগুলো ছিল একদা জীবন্ত গাছের বৃক্ষকান্ড, এমন গাছ যা সবুজ হয়ে উঠেছিল এবং শাখাপ্রশাখাকে দোলাত এবং তার সহবৃক্ষদের সঙ্গে ফিস ফিসিয়ে কথা বলত। তেগ্রীনে প্রায়ই এ বিষয়ে পড়েছে এবং বনের ছবিকে প্রশংসা করেছে। 'যদি আমাদের বসতির কাঠের থামগুলো', সে নবম শ্রেণীতে পড়বার সময় ভাবত, 'হঠাৎ জীবন্ত হয়ে ওঠে, তাদের শিকড়গুলিকে মাটির ভিতর গেড়ে দেয় আর নিজেদের পাতা দিয়ে সাজায়... তাহলে ওরা সম্ভবতঃ একটা আস্ত বন তৈরী করবে।'

শরৎকালের ঝড় প্রায়ই গাছের গুঁড়িকে তীরে এনে ফেলত। তাদের দেহে কোন পাতা থাকত না, তাদের ডালগুলো ভাঙা তবুও তাদের মাঝখানে প্রাণের অস্তিত্ব অনুভব করা যেত।

তেগ্রীনে সমুদ্রের দেওয়া এই উপহারকে পরীক্ষা করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারত, মেমীল অথবা অন্য কোন শিকারী শেষ পর্যন্ত নূতন স্লেজগাড়ী বা কায়ুকের কাঠামোর জন্য ওটাকে ক্ষোদাই করে কড়ি কাঠ বানাত।

আর এখন তেগ্রীনে চলেছে সেই দেশের উপর দিয়ে যেখানে শত শত কিলোমিটার ব্যাপী গভীর বন বিস্তৃত হয়ে আছে। 'গাছের আওয়াজ কেমন?' তেগ্রীনে অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, 'একি বরফ ঝড়ের গর্জনের মত না সমুদ্র-কল্লোলের মত? অথবা বিমান ইঞ্জিনের গুঞ্জনের মত?'

সে স্থির করল যে খাবারভ্স্কের ইনস্টিটিউটে নিবন্ধীকৃত হওয়ামাত্রই সে সোজা চলে যাবে নিকটতম বনাঞ্চলে। অথবা যদি খুব কাছে না হয়, তাহলে যাবে বাসে করে। সে নিজের হাত দিয়ে গাছের গুঁড়ি স্পর্শ করবে, বাতাসকে অভিনন্দন-জানান শাখার আন্দোলন দেখবে এবং তাদের মর্মরধ্বনি শুনবে।

সে তার নিকটবর্তী যাত্রীটিকে জিজ্ঞেস করতে চাইল খাবারভ্স্কে কোন বন আছে কি না, কিন্তু তাঁর চোখদুটি আবার বুজে গেছে। তিনি কি ঝিমোচ্ছেন অথবা তাঁর মনঃসংযোগকে বিক্ষিপ্ত হতে না দেবার জন্য চোখ বুজে চিন্তা করছেন? যেকোন কারণেই হোক, প্রশ্ন করে যাত্রীটিকে বিব্রত করার কোন মানে হয় না।

...যদিও তেগ্রীনে খুব বেশী চেষ্টা করল তার ভ্রমণের প্রতিটি ঘটনাকে স্মৃতিতে মুদ্রিত করে রাখতে, এটা দেখা গেল যে খাবারভ্স্ক বিমানবন্দরে যখন বিমানটি অবতরণ করল, তার সহযাত্রীরা তাকে ডেকে তুলছে। সে নিশ্চয়ই খুব বেশী

ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। বিমানযাত্রার আগের সারা রাত ধরে আনাদীরে তার যে বান্ধবীর কাছে সে এবং তার বাবা ছিল, তার সংগে কথা বলে কাটিয়েছে। বাবা পাশের ঘরে ঘুমিয়েছিলেন আর মেয়েদুটি সেই ভোর পর্যন্ত এক বারও চোখ বোজেনি। নিদ্রাহীন রাত, বিদায় গ্রহণ, বিমান ভ্রমণের সময় অগণিত নূতন অভিজ্ঞতা — সবকিছু তেগ্রীনেকে ক্লান্ত করে দিয়েছিল।

'আমরা আর বিমানে যাব না', মোটা যাত্রীটি ওর কাঁধ স্পর্শ করে বললেন। 'শুভপ্রভাত', তিনি হেসে যোগ করলেন, যদিও তখন বাইরে রীতিমত সন্ধ্যা।

তেগ্রীনে বিমান থেকে বাইরে এল। শীতকালের মত রীতিরকম অন্ধকার। চুকোতকাতে, এমন কি অগস্টের সময়ও, মাঝরাত্রিতে এত অন্ধকার হয় না।

তার সহযাত্রীদের সংগে সে বিমানাবতরণের মাঠ পেরিয়ে উজ্জ্বলিত বিমানবন্দর গৃহে এল।

'কমরেড্স! খাবারভ্স্কে আপনাদের স্বাগত জানাই।' বিমানবন্দরের ভারপ্রাপ্ত অফিসার বললেন। 'একটু বসে, বিশ্রাম করে নিন। ঠিক পাঁচ মিনিটের মধ্যে বাস এসে যাবে। আর, ইয়ুরি নিকোলায়েভিচ', এলাকার কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যের দিকে ফিরে তিনি বললেন, 'প্রায় আধঘণ্টা ধরে আপনার গাড়ী অপেক্ষা করছে।'

'আচ্ছা, কমরেড্‌স, আপনাদের ভেতর কে আমার সঙ্গে যেতে চান? তিনটে বাড়তি জায়গা আছে।'

'না, ধন্যবাদ', উত্তর দিলেন বিখ্যাত বৈমানিক।

'আমরা বাসের জন্য অপেক্ষা করব।'

'আপনাকে কিন্তু রেখেই যেতাম, আপনি ত খাবারভস্কের পুরোনো বাসিন্দে, কিন্তু নবাগতরা যেখানে যেতে চান আমি নাবিয়ে দিতে পারি... আরে ইগর!' তাঁর মোটরচালক সেইমাত্র বিশ্রামগৃহে ঢুকেছিল, তাকে তিনি ডাক দিলেন। 'আরে ভাই, কমরেড রেনতীরগিনের বাক্সটা নাও। আর আমি তোমারটা নিচ্ছি, তেগ্রীনে। ওঃ, কী ভারি! নিশ্চয়ই বই, কি বল?'

'ঠিক বলেছেন! বেশীর ভাগই বই।'

'আমিও তাই ভেবেছিলাম। এই যে কমরেড খলমগোরভ, আপনি ত অতিথি, আপনিও আসুন আমাদের সঙ্গে।'

মোটা যাত্রীটির নাম খলমগোরভ, তিনি উত্তর দিলেন:

'আমি ত খাবারভস্কে সদা-অতিথি। তাছাড়া, আমি যে জুড়ে বসব সারা গাড়ীটাই।'

কিন্তু ইয়ুরি নিকোলায়েভিচ তাকেও ভিতরে টেনে নিলেন।

সহরটি বেশ আলোকিত,কিন্তু তেগ্রীনে সামান্যই দেখতে পাচ্ছে; সবাই ওকে বসিয়েছে মাঝখানটায় এবং দক্ষিণ দিকের

জানলাটি খলমগোরভের শরীরে ঢাকা পড়েছে আর বাঁ দিকেরটা রেনতীরাগিনের দেহে। এ'রা দুজনেই নেবে গেলেন 'আমুর' হোটেলে আর গাড়ী ঊর্ধ্বশ্বাসে চলে এল অধ্যাপনা-ইনস্টিটিউটের ছাত্রাবাসে।

তারা পাশের একটা পথে ঢুকল যেটাতে একটাও রাস্তার আলো নেই। গাড়ীর হেডলাইটে কেবল সরু এক ফালি রাস্তা চোখে পড়ছে।

'লজ্জার কথা!' অসন্তোষ প্রকাশ করলেন ইয়ুরি নিকোলায়েভিচ। 'লজ্জাকর! স্কুলের কাজ সুরু হতে মাত্র দু'সপ্তাহ বাকি, আর এখানে এখনও ওরা কি না আলোর বন্দোবস্ত করেনি। এটা একটা নূতন জেলা, বুঝতে পারছ, আমরা সবে এটাকে গড়ে তুলছি। কিন্তু নির্মাতারা সমিতিকে কথা দিয়েছে, পয়লা সেপ্টেম্বর নাগাদ ছাত্রাবাসে আলো, জল এবং আর সবকিছুর ব্যবস্থা ওরা করবে।'

গাড়ীটা থামল। মোটরচালক তেগ্রীনের বাক্সটা বার করে আনল এবং ওটাকে দরজার কাছে রেখে গাড়ীতে ফিরে গেল। কিন্তু যতক্ষণ তেগ্রীনের টোকা ছাত্রাবাস-রক্ষিকা না শুনতে পেলেন ততক্ষণ ওরা অপেক্ষা করতে লাগল।

'আসছি আসছি', নিদ্রালু গলায় কে একজন বলে উঠল, 'কে ওখানে?'

তেগ্রীনের সঙ্গে কয়েকটা কথা বলে তিনি চাবি আনতে গেলেন।

'বিদায়, তেগ্রীনে!' ইয়ুরি নিকোলায়েভিচ হেঁকে বললেন, 'তোমার মঙ্গল হোক!'

'বিদায়!'

গাড়ীটা সন্তর্পণে ঘুরে চলে গেল। তেগ্রীনে একা। বাতাস জোরাল হল এবং মাথার উপর এমন একটা আওয়াজ যেন হাজার হাজার তুষার কণা ইয়ারাঙ্গার বাইরের চামড়ার উপর আঘাত করছে। কিন্তু অগষ্ট মাসে তুষার আসবে কোথেকে? না, এ যেন অনেকগুলি পাখা নাড়বার মত, অনেকটা যখন সুমেরু আইডারের* বিরাট দল মাথার উপর দিয়ে নীচু হয়ে উড়ে যায় তখন এমনি শব্দ শোনা যায়।

ছাত্রাবাস-রক্ষিকা চাবি নিয়ে ফিরে এলেন এবং দরজা খুললেন।

* * *

তেগ্রীনেকে একটি ঘরে নিয়ে যাওয়া হল, সেখানে আরও দু'টি মেয়ে ঘুমোচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে মাত্র একটি মেয়ে ঘুমোচ্ছে। আর একটি জেগে উঠেছে, তেগ্রীনে বিছানায় ঢুকবার দু' এক মিনিট বাদে সে জিজ্ঞেস করল:

---

* আইডার—মেরু অঞ্চলের হংস বিশেষ।

'তুমি কি এর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছো, ভাই?'

'না এখনও ঘুমোইনি।'

'তোমার নাম কি?'

'তেগ্রীনে।'

'তেগ্রীনে? এ রকম নাম ত আগে কখনও শুনিনি। বেশ লাগছে শুনতে। তুমি চুকোতকা থেকে এসেছ, তাই না?'

'হ্যাঁ, আর তোমার নাম?'

'আমার নাম স্ভেত্‌লানা। সংক্ষেপে স্ভেতা। তুমি এত দেরীতে পৌঁছলে কেন? পরীক্ষা ত শীগ্‌গিরই শেষ হয়ে যাবে।'

'ওঁরা আমাকে আগেই ভর্তি করেছেন। আমার কাগজপত্র ডাকে পাঠিয়ে দিয়েছি, ওঁরা উত্তরে জানিয়েছেন যে আমি এর মধ্যে ভর্তি হয়ে গেছি।'

'তুমি কি স্কুল ছাড়বার সময় পদক পেয়েছিলে?'

'হ্যাঁ, একটা রূপোর অবিশ্যি।'

'কিছু আসে যায় না, তোমাকে কোন পরীক্ষা দিতে হবে না। বাঃ তুমি ত খাসা মেয়ে! আচ্ছা, শুভরাত্রি, আমার মনে হয় ভ্রমণের পর তুমি ক্লান্ত বোধ করছ। খুব বেশী সময় লেগেছে কি?'

'না আমি এসেছি বিমানে।'

'সত্যি? আমি দিব্যি করে বলতে পারি তুমি ভয় পেয়েছিলে।'

'এক ফোঁটাও না।'

'বারে! কি মজার! কাল তুমি এ সম্পর্কে আমাদের কাছে সবকিছু বলবে। আমি জীবনে কখনও বিমানে চড়িনি। কিন্তু এখন ঘুমোন যাক, কাল দু'জনা মিলে গল্প করা যাবে।'

'শুভরাত্রি।'

কিন্তু দু' এক মিনিট বাদে স্ভেতলানা আবার ফিসফিস করে:

'তেগ্রীনে, তুমি কি ঘুমিয়েছ?'

'না।'

'তুমি কোন অনুষদের ছাত্রী হবে?'

'প্রাকৃতিক অনুষদের। আর তুমি?'

'আমি সাহিত্য পড়তে যাচ্ছি। রুশ ভাষা ও সাহিত্য বিজ্ঞান। ভারিয়াও সাহিত্য নিয়েছে। ঐ যে ওখানকার মেয়েটি আমাদের গৃহ-সঙ্গী। ওরই নাম ভারিয়া।'

'আমি চেয়েছিলাম সাহিত্যও নিতে, কিন্তু কর্তৃপক্ষ জানালেন একইসঙ্গে দু' বিষয় নেওয়া চলে না।'

'না, একসঙ্গে দু'টো নিতে পার না। এক বারে শুধু একটা।'

'ও'রা আমাকে বলেছেন যে আমাকে প্রাকৃতিক অনুষদে ভর্তি করা হয়েছে, কিন্তু সাহিত্য আমি একটা বিশেষ পরিষদে পড়তে পারব।'

'হ্যাঁ তা ঠিক, সাহিত্য পরিষদে পারবে। আর তা-ছাড়া ...। আমি এখন কি ভেবেছি, জান?'

'কি?'

'শোন। আমি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্পর্কেও খুব উৎসাহী, এস, আমরা একটা চুক্তি করি। আমরা আমাদের পরিষদে যা যা শিখব তোমাকে বলব আর তোমারটায় যা যা শিখবে তা আমাকে বলবে। কেমন রাজী?'

'বেশ।'

'আচ্ছা, তবে এই ঠিক রইল। এস, এবার আমরা ঘুমাই। আর তা না হলে পরশুদিন যদি ফেল মারি, তাহলে আমাদের চুক্তির দফা রফা।'

মেয়েদুটি চুপ করল কিন্তু আবার মিনিট খানেকের জন্য। এবার কথা বলল তেগ্রীনে।

'স্ভেতলানা!' প্রায় শোনা যায় না এভাবে বলল সে যাতে তার নূতন বান্ধবী যদি ইতিমধ্যে ঘুমিয়েই গিয়ে থাকে, তাহলে সে যেন বিরক্ত না হয়।

'হুঁ।'

'স্ভেতলানা, একটা মাত্র প্রশ্ন। তুমি কি জান এখানে দূরবীণ কিনতে পাওয়া যায় কি না?'

'কি কিনতে?'

'দূরবীণ।'

'দূরবীণ? নিশ্চয়ই কিনতে পাবে তুমি। তুমি সবকিছুই কিনতে পার এখানে। আমি এর মধ্যে কয়েকটা দোকান ঘুরে দেখেছি। আমিও এই প্রথম এসেছি খাবারভ্স্কে, বুঝলে।'

'তাহলে তুমি এসেছ কোত্থেকে?'

'কমসোমল্স্ক থেকে। কিন্তু কেন তুমি দূরবীণ কিনতে চাও?'

'ও সে এক বিরাট কাহিনী।'

'তোমার ছেলে-বন্ধু পাঠাতে বলেছে না কি?'

'না, ছেলে-বন্ধু নয়। আমি তোমাকে সকালে বলব। শুভরাত্রি।'

এবং অবশেষে মেয়েদুটি ঘুমিয়ে পড়ল।

* * *

সকালে তেগ্রীনে জাগল, কারণ পর্দার ভিতর দিয়ে সূর্যের আলো সোজা এসে তার মুখে পড়েছে। বিছানার পাশেই একটা চেয়ার, তার উপর তার পোষাক ঝুলছে এবং সেই পোষাকে কে যেন একটা ছোট্ট চিঠি পিন দিয়ে এঁটে দিয়েছে। তেগ্রীনে পিন খুলে ওটা পড়ল: 'আমরা আলোচনার জন্য আমাদের ইনস্টিটিউটে গেলাম, ভাই (দুঃখিত, রাতের ভিতর তোমার নামটা ভুলে গেছি, আমার মনে আছে ওটা শুনতে ভালো, কিন্তু ঠিক যে কি তা ভুলে গেছি)। তোমাকে আমরা জাগাতে চাইনি, তুমি এমন অঘোরে ঘুমোচ্ছিলে।

আমাদের দেরাজে যে খাবার আছে, তা তুমি খেতে পার। তোমার খাওয়া উচিত, কারণ ওখানে অনেক সুস্বাদু খাবার আছে। তোমার ইস্তিরির দরকার হলে রক্ষিকাকে বলো। ও'র নাম দুন্যা পিসী। এখন বিজলী এসে গেছে, সুতরাং, তুমি বিজলী ইস্তিরি ব্যবহার করতে পার। যদি তুমি ইনস্টিটিউটে আস এবং আমাদের সঙ্গে দেখা করতে চাও, তাহলে জেনো আমরা ৬২ নং বক্তৃতা গৃহে থাকব। স্ভেতা ও ভারিয়া।'

হ্যাঁ, সম্ভবতঃ তার ইস্তিরির প্রয়োজন হবে। আজকের দিনটিকে রৌদ্রোজ্জ্বল দেখাচ্ছে, সুতরাং সে সাদা ব্লাউজটাই পরতে পারবে, ওটা হয়ত স্যুটকেশের ভিতর খুব বেশী কুঁচকে গেছে। আর স্ভেতা আর ভারিয়ার দেরাজের খাবার... জানতে কৌতূহল হয় সুস্বাদু খাবারগুলো কি? লোকে সত্যিই যখন কিছু দিতে চায় তখন সেটা নিতে না চাওয়া অন্যায়। কিন্তু পরে, মেয়েরা যখন ছাত্রাবাসে ফিরে আসবে তখন নুতেনেউত পিসীর তৈরী পিঠা সে তাদের খেতে দেবে।

তখনো হাতে ধরা সেই চিঠিটা, তেগ্রীনে ধুপ করে তার বালিশের উপর শুয়ে পড়ল এবং আনন্দের সঙ্গে শরীরটাকে টান করল।

কি অদ্ভুত পর্দা! সবটাই কেমন ফুট্‌ফুট্‌ দাগ-

ওয়ালা... আর ঐ ফুটকিগুলো সরে সরে যাচ্ছে! নক্‌সা কাঁপছে এবং বদলে যাচ্ছে আরো বেশী কালো আর ফিকে হয়ে... তেগ্রীনে ভ্রূ কোঁচকাল এবং তার মুঠো দিয়ে শিশুর মত চোখ কচলাল। ও-না, ওগুলো ফুটকি নয়, ও হল রাস্তা থেকে আসা ছায়া। নিশ্চয়ই এরা...

এবং হঠাৎ তেগ্রীনে বুঝে ফেলল এগুলো কি। সে এ জিনিষ একবার চলচ্চিত্রে দেখেছিল, বাতাসে কম্পমান পল্লব ভেদ- করা সূর্যালোকের টুকরো ওরা।

খালি পায়ে কেবলমাত্র রাতের পোষাকে, তেগ্রীনে ছুটে গেল জানলায় এবং ওটাকে একেবারে খুলে দিল। দুটো উঁচু বার্চ গাছ ওর দিকে তাদের শাখা বাড়িয়ে আছে। সবুজ, স্নিগ্ধ পল্লব, ওদের আঙ্গুল দিয়ে স্পর্শ করা যায়, চিবুকে, ঠোঁটে চেপে ধরা যায়...

তেগ্রীনে নীচের দিকে চাইল। হ্যাঁ, এটা দোতলা। সুতরাং, গত রাত্রিতে যখন সে নীচে ওখানে দাঁড়িয়েছিল আর দুন্যা পিসী গিয়েছিলেন চাবি আনতে... কিন্তু সত্যি ওখানে সুমেরু আইডারের বিরাট দল আসবে কি করে! সে সবসময়েই কেবল ভেবেছে যে গাছেরা মাটির কাছাকাছি মর্মর ধ্বনি করবে, তার মাথার খুব উঁচুতে নয়। ও হল এই বার্চ গাছ যা গত রাতে তার মাথার ঠিক উপরে ফিসফিস করে কথা বলেছে, এ হল বার্চ গাছের স্বাগত সম্ভাষণ।

সবশেষে হাসেন বৃদ্ধ মেমীল

শনিবারের সন্ধ্যা। শনিবারের সন্ধ্যায় ক্লাব-ঘর বিশেষ করে লোকে ভর্তি থাকে। একটি চলচ্চিত্র সত্বর দেখান হবে, ভ্রাম্যমান ছায়াছবির সাজসরঞ্জাম ইতিমধ্যেই এসে গেছে। ছবির পর নাচ হবে।

'উত্রো' যৌথখামারের সমস্ত যুবকযুবতী ক্লাবে হাজির হয়েছে। আর কেবল তারাই নয়। যে যে দিনে ভ্রাম্যমান ছায়াছবি আসার কথা, সেদিন বস্তুতঃ সকাল থেকেই বাচ্চারা সমুদ্রের দিকে উঁকি মারতে থাকে। আর যেই ছবি-চালক এত্তেলেনের মোটরচালিত কায়ুকখানাকে ঢেউয়ের মাঝে দেখা যায়, তারা কলরব করে তীরের দিকে ছুটে যায়। কায়ুক থেকে ছবির আধারগুলোকে ক্লাবে বয়ে আনা কাজটাই একটা গৌরবের ব্যাপার। কিন্তু, উপরন্তু, কেউ যদি ছবির আধার হাতে

এক্তেলেনের সঙ্গে যায়, তাহলে ক্লাবে কার্যরত এমন হৃদয়হীন কি কেউ আছে যে তাকে ভেতরে যেতে দেবে না?

প্রাচীনেরা, স্বভাবতঃই, পরে আসেন — ছবি আরম্ভ হবার প্রায় এক ঘণ্টা কি বড় জোর দু' ঘণ্টা আগে, অবশ্য উৎসাহী চলচ্চিত্র দর্শক শিকারী মেমীল এবং যৌথখামার সম্পত্তির পরিচালক গেমালকোত ছাড়া। এঁরা একটু আগে এসে থাকেন। তাঁরা একহাত সতরঞ্চ খেলেন, এবং তারপর এক্তেলেনের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন, জেনে নেন ছবিটার নাম কি এবং তার বিষয়-বস্তুই বা কি। অতঃপর তাঁরা সর্বোৎকৃষ্ট আসনে বসেন এবং বসে বিশ্রম্ভালাপ করেন। মেমীল সবসময়েই কিছু না কিছু বলতে পারেন, যেকোন বিষয়েই আলাপ হোক না কেন। তিনি দীর্ঘায়ু ব্যক্তি, দেখেছেন অনেক কিছু, তবু তাঁর প্রসন্ন বয়স্ক চোখদুটিতে ঠিক সেই কৌতূহলী দৃষ্টি, যা ছিল তাঁর যৌবনের দিনগুলিতে।

ক্লাব-ঘরের পরেই আর একটি ঘর, কিছু ছোট। এটি গ্রন্থাগার বলে পরিচিত। এতে আছে চুকচি ও রুশ গ্রন্থ-বোঝাই তিনটি আলমারি। এছাড়াও এখানে আছে ডোমিনো (পাশা জাতীয় ক্রীড়া বিশেষ), সতরঞ্চ ও দাবার সাজসরঞ্জাম।

একটা টেবিলে দুজন সতরঞ্চ খেলতে বসে আর তার চারপাশে একদল লোক ভিড় জমায়। একটা প্রতিযোগিতা

চলেছে যার নাম 'ভাগাড়ে যাও', অর্থাৎ বিজয়ী খেলোয়াড় টেবিলেই থাকে আর বিজিত ব্যক্তি পরবর্তীকে তার আসন ছেড়ে দেয়। ইতিমধ্যে শিকারী কেনিরির কাছে পাঁচজন খেলোয়াড় 'ঘায়েল হয়েছে', কিন্তু নিজে সে একটি খেলাতেও হারেনি। এর পর কে? এর পর যিনি কেনিরির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামছেন, তিনি হলেন বৃদ্ধ মেমীল।

গনোম, যে একখানা নূতন প্রাচীর-পত্রিকা টাঙগাচ্ছে, তার পাশেও বহুলোকের ভিড়। কেউ বাক্স আর পেরেক ধরে আছে, কেউ দেওয়াল থেকে সদ্য-নাবান পুরোনো সংখ্যাটিকে গোটাচ্ছে। কেউ বা নূতন প্রাচীর-পত্রিকার প্রবন্ধে কি আছে পড়বার চেষ্টা করছে, সেটাকে এখনও টাঙ্গান হয়নি।

'একটু অপেক্ষা কর, পড়বার সময় পাবে', বলে গনোম, 'এ ধারটা একটু ধর ত, উনপেনের!' গনোম উল্টোদিকের দেওয়ালটায় চলে যায় এবং ঘরের মধ্যে আড়াআড়িভাবে দাঁড়িয়ে নির্দেশ দেয়:

'ডান পাশটা একটু নীচু কর। ঠিক আছে। এবার সিধে হয়েছে।'

শেষ পর্যন্ত পত্রিকাটা টাঙগান হলে, কেনিরি আর মেমীলের পাশে সমবেত 'খেলাভক্তের' মধ্যে, সেও গিয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এখানেও সে তত বেশী খেলার দিকে মন দেয় না যত

বেশী লক্ষ্য করে পাঠকবর্গের উপর প্রাচীর-পত্রিকার প্রতিক্রিয়া। শত হলেও এটা ত তারই পরিশ্রমের ফল এবং তা এমন কিছু কম পরিশ্রমও নয়।

গনোম ছাড়াও সম্পাদকমণ্ডলীতে আছে আরও দু'জন সদস্য: শিক্ষক এইনেস্ এবং শিকারী রিণতুভ্গি।

রিণতুভগি প্রবন্ধ সংগ্রহের কাজে সাহায্য করে আর এইনেস্ সাহায্য করে সম্পাদনার কাজে। কিন্তু তবুও প্রধান কার্যভার গনোমের উপর ন্যস্ত, এতে অবাক হবার কিছু নেই যে সে যৌথখামারের প্রথম শিকারী দলের সাধারণ সদস্য হয়েও প্রধান সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছে। সে সবকিছুর জন্যই দায়ী -- প্রবন্ধ সংগ্রহ করা তথা সেগুলিকে সম্পাদন করা, পত্রিকার বিন্যাসও সে করে থাকে, কারণ এইনেস্ অথবা রিণতুভগি কেউই চিত্তাকর্ষকভাবে শিরোনামো রচনা করতে পারে না। গনোম নিজে শিরোনামা বেশ ভালো রচনা করতে পারে, কিন্তু ছবি সে মোটেই আঁকতে পারে না, এগুলিকে ওরা সচিত্র পত্রিকা থেকে পছন্দ করে কেটে নেয়। কেবল এই সংখ্যাটিতে, বহুদিন বাদে এই প্রথম ওরা একটি ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছে — পত্রিকাটি শেষ পর্যন্ত একজন শিল্পীকে আবিষ্কার করেছে।

প্রাচীর-পত্রিকার কাছে লোকগুলি হো হো করে হাসছে। গনোম কান খাড়া করল।

'কেন, ও ত কেনিরি!' উনপেনের হাসতে হাসতে বলল, 'নিশ্চয়ই তাই! কেনিরি, এস এখানে!'

কেনিরি উঠে দাঁড়াল, তার চোখ তখনও খেলার উপর। কিন্তু তার ভাববার কিছু নেই, বৃদ্ধ মেমীল কোণঠাসা হয়েছে, পরের চাল কি হবে সে পাঁচ মিনিট ধরে ভেবেছে এবং অতটা না হলেও আরও বেশ কিছুক্ষণ তাকে ভাবতে হবে।

কেনিরি পত্রিকার দিকে এগিয়ে আসতে হাসি বন্ধ হয়ে গেল... তারপর শেষটায় মেমীল কিন্তু তাঁর চাল দিলেন এবং 'খেলাভক্তের'দল কেনিরিকে ডেকে আনল। শিকারী ফিরে এল, সতরঞ্চের দিকে তাকাল এবং বিড় বিড় করে বলল, 'হুঁ, হুঁ, বেশ মজার...' আর কয়েক চাল, ব্যস হেরে গেল সে।

কেনিরি অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরবর্তী খেলোয়াড়কে, যে বৃদ্ধ মেমীলের সঙ্গে কিভাবে চাল দেবে ভাবছে, জায়গা ছেড়ে দিল, 'খেলাভক্তেরা' হাসতে হাসতে বলল, 'তুমি ভাগাড়ে যাও'।

কেনিরি, যে না কি যৌথখামারের সর্বশ্রেষ্ঠ সতরঞ্চ খেলোয়াড়, তাকে কারও পক্ষে হারান — খুবই বিরল ব্যাপার। এবং যদিও আমি আমার চোখের সামনে সংঘটিত ঘটনা সম্পর্কে লিখছি, তবুও আমি আমাদের সর্বজিতের পরাজয়ের কোন

ব্যাখ্যাই খুঁজে পাচ্ছি না। কারও মতে এর কারণ হল মেমীলের চতুর চাল, যা ঠেকান সম্ভব হয়নি; কেউ কেউ বা নিশ্চিত যে পর পর ছ' হাত খেলে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আবার আর এক দল পত্রিকায় ব্যঙ্গচিত্রটিকেই তার পরাজয়ের কারণ বলে নির্দেশ দিচ্ছে। আমি নিজে সতরঞ্চ খুব ভাল খেলি না এবং কোন মত যে সত্যের সর্বাপেক্ষা কাছাকাছি, তা নির্ধারণের চেষ্টাও করব না।

গনোম ধূমপানের জন্য বাইরে গেল। ইতিমধ্যেই অন্ধকার হয়েছে এবং সে অন্ধকার, উজ্জ্বল আলোকিত ক্লাব-ঘরের জন্য আরও বেশী মনে হচ্ছে। মিনিটখানেক বাদে গনোমের পিছন দিক থেকে কে এসে বলল:

'কে তোমাকে লোকেদের বোকা বানাবার অধিকার দিয়েছে? তুমি কি মনে কর এ জন্যেই তোমাকে নির্বাচিত করা হয়েছে? বেশ, তুমি যদি তাই কর তাহলে তুমি ভুল করছ, গনোম! তুমি এ রকম করে এত সহজে পার পাবে না, বলে দিচ্ছি! এটা একটা অপমান! ডাহা অপমান এবং অপবাদ!'

বক্তাটি অবশ্যই কেনিরি।

'ভয় দেখিও না কেনিরি, তুমি আমাকে ভয় দেখাতে পারবে না। পত্রিকা কাউকে বোকা বানায় না। এ কেবল শ্রমশৃঙ্খলার উন্নতিকল্পে, সমাজতান্ত্রিক সহযোগিতা উদ্বুদ্ধ করার জন্য,

একনিষ্ঠ সংগ্রাম চালায়। যারা সমাজতান্ত্রিক কর্তব্যের খেলাপ করে তাদের বিরুদ্ধে পত্রিকা প্রতিবাদ করে।'

সংবাদপত্রসুলভ বাক্য প্রয়োগের দুরারোগ্য আসক্তি আছে গনোমের, অন্য বিষয় নিয়ে বিব্রত না থাকলে কোনিরি ওর এই আসক্তিকে বিদ্রূপ না করে ছাড়ত না।

'যেকোন বিষয় নিয়ে ইচ্ছে তুমি লড়াই করতে পার, কিন্তু মানুষকে অপমান করা তোমার উচিত নয়। এমন কোন অধিকার নেই তোমার!'

'পত্রিকায় অপমানের কোন ব্যাপার নেই! লোকে যদি তোমাকে ঠাট্টা করে সে তোমার দোষ। নিষ্কর্মা হয়ো না বা দলের লোককে ডুবিও না। তুমি দায়িত্বজ্ঞানহীন, তুমি হলে এমনি লোক!'

'কি? তুমি বলছ দায়িত্বজ্ঞানহীন? আমি নিষ্কর্মা, না?'

'প্রথম কথা, কেবল আমিই এ রকম মনে করি না। সম্পাদকমণ্ডলীর সবাই তাই মনে করে। আর তাছাড়া যৌথখামারের যেকোন লোকই এ কথা জানে। যখন আমাদের দলের যেকোন লোককে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ "আমাদের সেই নিষ্কর্মা লোকটা কই?" যেকোন লোকই বুঝতে পারে তোমার কথা বলা হচ্ছে।'

'লোকে কি বলে তাই নিয়ে তুমি মাথা ঘামিও না,

লোকে জিভ নেড়ে যা খুশী তাই বলতে পারে। কোনকিছু বলা এক জিনিষ আর কাউকে পত্রিকায় অপবাদ দেওয়া—সম্পূর্ণ অন্য জিনিষ।'

'আচ্ছা, তুমি নিশ্চয়ই মনে কর না যে পত্রিকা সাধারণ মন্তব্য নিয়ে চলে। সমালোচনা বাস্তব হওয়া দরকার, তথ্যাদিও হাতে থাকা চাই। এছাড়া শ্রমিক শৃংখলার জন্য লড়াই করা চলে না। যেকোন নিষ্কর্মা এবং ফাঁকিবাজকে আমাদের আঘাত হানতেই হবে!...

গনোম ভাবাবেগের দ্বারা চালিত হয়। সে ভুলে যায় যে সে কোন সভাতে বক্তৃতা দিচ্ছে না পরন্তু উঠোনে দাঁড়িয়ে। কথা বলছে ঠিক সেই নিষ্কর্মা ও ফাঁকিবাজ কোনিরির সংগে যাকে তাদের 'আঘাত হানতেই হবে'। কিন্তু আশ্চর্য এই যে পূর্ববর্তী অন্যান্য কথার চাইতে এটা কোনিরিকে অনেক বেশী আঘাত করল। আত্মপক্ষসমর্থনে সে কোন যুক্তিই খুঁজে পায় না। কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপ করে থাকে।

'বেশ, কেউ যদি সত্যিই দোষী হয়, তুমি সমালোচনা করতে পার। কিন্তু সবাইকে অপমান করার অধিকার তোমার নেই', কোনিরি পুনরাবৃত্তি করে।

'কোন অপমানই করা হয়নি সেখানে।' আবার বলে গনোম।

সে সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দিল, সেটাকে পা দিয়ে চেপে ঘরে ঢুকল। কার্যরত লোকটি ওদের তাড়াতাড়ি ঘরে পাঠিয়ে দিল, পাঁচ মিনিটের মধ্যে ছবি আরম্ভ হবে। কেনিরিও ভিতরে গেল।

গনোমের কাছে কোন বসবার আসন নেই, সুতরাং, কেনিরি তার পিছনে বসল, যদিও ঘণ্টাখানেক আগে সে অনেক ভাল আসন রেখেছিল। কোনও কারণে গনোমের কাছাকাছি থাকতে চায় সে, তার সঙ্গে কথা চালিয়ে যাওয়ার জন্য। প্রথম ব্যঙ্গচিত্র দেখার পর যে তিক্ততা তাকে পেয়ে বসেছিল তা ইতিমধ্যেই কিছু প্রশমিত হয়ে এসেছে, কিন্তু এখন আবার তা মাথা চাড়া দিল। গনোমের কানে একটা ক্রুদ্ধ ফিসফিস আওয়াজ ভেসে এল।

'সমালোচনা সম্পর্কে আবোল-তাবোল বলা সহজ। বরং তোমার দিকটাই বিবেচনা কর। সমালোচনা ত তোমার উদ্দেশ্য নয়, তুমি বন্ধুর প্রতি কেবল হীন মনোভাব দেখাচ্ছ। ফুর্তিবাজ চমৎকার শিল্পী তুমি, তাই নও কি?'

'কিন্তু আমি তোমাকে বলছি, আমি ওটা আঁকিনি।'

'তুমি নও? তবে সে কে? এইনেস?'

'না, এইনেসও নয়।'

'তবে কে সে? নিশ্চয়ই তুমি রিণতুভীগকে দায়ী করবে না, আমি জানি সে আঁকতে জানে না।'

'আমি কাউকেই দোষ দিতে চাইনে। কিন্তু তুমি কেন অনুমান করছ যে আঁকিয়েটি সম্পাদকমণ্ডলীরই কেউ একজন হবে? আমাদের কাজে ত বাইরের লোকও আছে।'

কার্যরত লোকটি আলো নিভিয়ে দিল, কিন্তু কোনিরি তবু গনোমের কানে ফিসফিসাতে লাগল।

'এ তোমারই হাতের কাজ, আর কারও নয়। তোমার নিজের বলে স্বীকার করতে ভয় পাচ্ছ।'

'কিসের জন্য ভয় পাব আমি? যে কেউ আঁকুক না কেন, কিছুই আসে যায় না তাতে, সম্পাদক হিসাবে যেকোন জিনিষের জন্য আমিই দায়ী। সে যাই হোক, আমি ওটা আঁকিনি। ওটা জনৈক স্তেনকোরের* আঁকা।'

'তুমি কি বলতে চাও? কোন স্তেনকোর? কোথেকে তুমি তাকে বার করলে? আমাদের বসতিতে স্তেনকোর বলে ত কোন লোক নেই। এ তোমার দমবাজি, এ হল ঠিক তাই।'

গনোম না হেসে পারল না। এক্তেলেন ছবি দেখাতে সুরু করেছে, পর্দার উপর দিয়ে সুন্দর তরঙ্গ বয়ে চলেছে। এটা

---

* স্তেনকোর—রুশ ভাষায় সংক্ষিপ্ত বাক্য, যার মানে প্রাচীর-পত্রিকার সংবাদদাতা।

সমুদ্র নয় কিম্বা জলও নয়। এগুলো হল দক্ষিণা রৌদ্রে পক্কমান যৌথখামার শষ্যক্ষেত্রের সোনালী তরঙ্গ।

'তোমাকে এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে', কেনিরি গজরাতে থাকে। 'এর জন্য এমন কঠিন সাজা পাবে যে তোমার সমস্ত লম্বা চওড়া বুলি ভুলে যাবে।'

'দেখ, আর তিতিবিরক্ত করো না। আমার হারজিতের কোন কিছুই নেই। আমরা তথ্যাদি পরীক্ষা করে নিয়েছি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমাকে ভুগতেই হবে, একটু সবুর করো।'

'এই চুপ ওখানে', গেমালকোতের গলা শোনা গেল। 'তোমরা কি লোকদের শান্তিতে ছবি দেখতে দেবে না।'

কেনিরি অবশেষে চুপ করল। চুকচি শিকারীরা কুবান কসাকদের সম্পর্কে একটি ছবি দেখতে লাগল।

* * *

শিকারী কেনিরির নিজের সম্পর্কে অতি উচ্চ ধারণা ছিল। অপরে এ ধারণা পোষণ করে কি না তা নিয়ে তার বিন্দুমাত্র মাথা ব্যথা নেই। সে আদপে তা গ্রাহ্যই করে না। যখন সবাই তাকে তিরস্কার করতে সুরু করে, তখন সে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে যে তার বুদ্ধির প্রতি ঈর্ষা

অথবা বিষয়টিকে ঠিকভাবে বিচার করার শোচনীয় অক্ষমতাই এর কারণ।

'ধরলাম, তুমি যা বলছ তাই ঠিক', ওর দলপতি কীমীন হয়ত ওকে বললেন। 'ধরলাম, তুমিই এখানে সবচাইতে চালাক আর দলের সবাই মূর্খ, হিংসুটে বোকার দল। কিন্তু তাহলে এটা কি করে হয় যে মূর্খরা চতুর লোকটার চাইতে বেশী ভাল কাজ করে? এটা কি করে হয় যে তুমি যেকোন লোকের চাইতে কম কাজ কর? তোমার সন্তানদের জামাকাপড় কেন সব জায়গায় তালি মারা? এমন কি বৃদ্ধ ওন্না, যিনি তোমার পিতৃতুল্য, কেন তোমার চাইতে বেশী কাজ করেন?'

কিন্তু এক্ষেত্রেও কেনিরির এক গাদা তৈরী যুক্তি আছে যাকে সে তর্কাতীত বলে মনে করে।

'প্রথমতঃ', সে যুক্তি দেখায়, 'শিকার করা কারখানার কাজ নয়। একজন শিকারী ভাগ্যবান হতে পারে, আর একজন হয়ত নয়। এর সবটাই দৈবের ব্যাপার। সামান্য এক বালক একটা ভল্লুক শিকার করতে পারে আবার হয়ত দক্ষ শিকারীকে খালি হাতেই বাড়ী ফিরতে হয়। এবং আরও একটি জিনিষ আমি নিশ্চয়ই বলব, তা হল এই যে লোকদের ঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে। তুমি যদি কাউকে এমন কাজ দাও যাতে

তার মন বসে না, তাহলে তার কাছ থেকে খুব বেশী কাজ আশা করতে পারে না...'

কিন্তু কি ধরনের কাজ যে কেনিরির পছন্দসই, তা যৌথখামার-কর্মীরা কখনও বার করতে পারেনি। যাই হোক, কেনিরির প্রতি সুবিচার করে একথা বলা উচিত হবে না যে সে কখনও ভাল দিকের পরিচয় দেয় না। সে চতুর, সমর্থদেহী এবং ভাল শিকারী। কোন কাজে যদি বেশী সাহসের প্রয়োজন না হয়, অথবা খুব পরিশ্রম না থাকে, তাহলে কেনিরি অন্যান্য সকলের মত সে কাজ বেশ ভালই করতে পারে।

এবং সাধারণভাবে তার ভাবসাব ভালই। সে কখনও তার সন্তানদের ধমক দেয় না, সংখ্যায় তারা ইতিমধ্যেই চার, বিশ্বাস করুন চাই নাই করুন দু'জোড়া যমজ। ভদকা এমন জিনিষ যা সে প্রায় কখনই স্পর্শ করে না। কিন্তু অপরে যে মাত্রায় মদ খায় সে সেই মাত্রায় আলস্যে সময় কাটায়।

কিন্তু তবু তার সহকর্মীদের চোখে কেনিরির কোন গুণ তাকে ক্ষমা করার জন্য যথেষ্ট নয় — না তার সতরঞ্চ বা দাবা খেলার দক্ষতা বা সেরা ফুলবাবু হিসেবে তার খ্যাতি। বাস্তবিক সেইই সর্বপ্রথম ফেল্ট টুপিকে মর্যাদা দান করে। একমাত্র যে তার আগে ফেল্ট টুপি কিনেছিল সে হচ্ছে

যৌথখামারের বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন-কেন্দ্রের যন্ত্রী কেলেভগি। কিন্তু শেষোক্ত ব্যক্তি কেবল বৃষ্টির সময় এটিকে পরত। কেলেভগি ভেবেছিল যে ফেল্ট টুপি হল এক ধরনের বৃষ্টি-নিবারণকারী মাথার ঢাকনা যার কিনারার বিশেষ উদ্দেশ্য হল জল চুঁইয়ে পড়ার হাত থেকে গলদেশকে বাঁচান। কোনিরি ওকে বিদ্রূপ করেছিল এই প্রমাণ করে যে নরম ফেল্ট টুপির ব্যবহারের একমাত্র উদ্দেশ্য হল যাতে ব্যবহারকারীকে সুশ্রী ভদ্রলোকের মত দেখায়। 'কেবল জানা দরকার, কি কায়দায় এটিকে ব্যবহার করতে হয়।'

দলপতি কীমীনের সতরঞ্চ খেলা ভাল লাগত না, আর যেকোন মস্তকাবরণের মধ্যে তিনি পছন্দ করতেন কান-ঢাকা লোমশ টুপি। কীমীন কোনিরির কাছ থেকে যে কাজ চাইতেন, তাঁর দলের অন্যান্য লোকদের কাছ থেকে তিনি ঐ একই কাজ দাবী করতেন। তিনি যা চাইতেন তা হল মন দিয়ে কাজ করা। কিন্তু কোনিরি নিজেকে খাটাতে চাইত না। তার মতে কীমীন কাজের জন্য খুব বেশী চাপ দেয়। এবং এই হল সেই ঘটনার কারণ যা পত্রিকায় ব্যঙ্গচিত্রের বিষয়বস্তু জুগিয়েছে।

বসতি থেকে বেশী দূরে নয়, দলটিকে একটি বরফ-ঘর তৈরীর কাজে লাগান হয়েছে। কাজটা সহজ নয়, কদাচ বরফ-না-গলা মৃত্তিকার উপর গাঁতি চালাতে হবে, কোদালিপ্রমাণ

মাটি তোলার জন্য তাদের গ্যালনখানেক ঘর্মপাত করতে হবে, অথবা আরও বেশী হয়ত। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও কাজটা গুরুত্বপূর্ণ এবং যৌথখামারকে এটা বানাতেই হবে। গ্রীষ্মেও বরফ-না-গলা এই মাটিতে যৌথখামারের জন্য প্রচুর মাংস জমিয়ে রাখা যায়। যেকোন উপায়ে কোনিরি কাজটাকে এড়াবার চেষ্টা করতে লাগল যতক্ষণ না সে জনরব শুনতে পেল, যৌথখামার সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক গেমালকোত এম্মোনাল (বিস্ফোরক জাতীয় পদার্থ বিশেষ) নিয়ে এসেছে। মাটি ফাটান হবে। তখন সে স্বেচ্ছায় দলে ভিড়ল। বিস্ফোরকের কথা জানে না এমনি ভান করে সে কীমীনকে বলল, 'শোন দলপতি, আমাকে একটা কাজ দাও, আমি মাটি খুঁড়তে এসেছি।'

কোনিরি যেমনটি ভেবেছিল, কীমীন সম্পূর্ণ বিস্মিত ও আনন্দিত বোধ করলেন। কিন্তু কার্যতঃ কোনিরি যা আশা করেছিল তা ঠিক নয় বলে প্রমাণিত হল। বিস্ফোরক তার কাজ করল বটে কিন্তু তখনও অন্যান্য বহু কাজ করার ছিল। বিস্ফোরণে পাথর-ভারী, বরফ-জমা মৃত্তিকার চাপ বিদীর্ণ হল, কিন্তু তাদের গভীর গর্ত থেকে তুলে ফেলা তখনও বাকি।

একদিনের এমনি পরিশ্রম— আর কোনিরি তার পায়ে, হাতে এবং পিঠে একটা ভারি ব্যথা অনুভব করতে লাগল।

বসতি থেকে দু কিলোমিটার দূরে সুমেরু স্টেশনে সটান চলে গেল সে এবং হাজির হল সহকারী চিকিৎসক আলেক্সেই ভাদিমিচের সামনে। সহকারী চিকিৎসক বন্ধুভাবে গ্রহণ করল তাকে। শত হলেও, কেনিরি সেখানে যেত ঘন ঘন এবং সতরঞ্চ খেলার চমৎকার সঙ্গী সে। যত্ন সহকারে 'রোগীকে' পরীক্ষা করে এবং তার যাবতীয় রোগের বিবরণ শুনে সহকারী চিকিৎসক বলল:

'বুঝেছি, বুঝেছি। পেশীর ব্যথা। দৈহিক কাজের অভ্যাস না থাকলে এটা সাধারণ ব্যাপার। আর একদিন সমানে কাজ কর, দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে। আসল কথা হল, কাজ বন্ধ না করা। তা না হলে তুমি সত্বর ভুঁড়ি বাগাতে সুরু করবে। কি, এক হাত সতরঞ্চ হবে না কি?'

কেনিরির খেলার খুবই ইচ্ছে, কিন্তু শরীর খারাপ জানিয়ে বিরসভাবে সে খেলতে অমত করল। 'এটা আফশোষের ব্যাপার, খুবই আফশোষের ব্যাপার', বলল অপরজন এবং সম্ভবতঃ অজানিতেই তাক থেকে সতরঞ্চের বোর্ড নাবিয়ে ছকগুলোকে সাজাতে লাগল।

তারা পাঁচ হাত 'রীতিমত' সতরঞ্চ খেলল আর দু' হাত 'যেমন তেমন' আরাম করার জন্য, আর কেনিরি, যে

কখনই বেশীক্ষণ বিষণ্ণ থাকতে পারে না, দিব্যি খুশী মেজাজে বাড়ী ফিরল। তার মনোভাবকে মেঘ-মুক্ত আকাশের সঙ্গে তুলনা করা চলে, কিন্তু একটি ছোট্ট মেঘ এই ভাবটিকে মাটি করে দিল। এই মেঘ হল সেই চিন্তা যে আগামীকাল আবার বরফ-জমাট মাটির ভারী চাপড়াগুলোকে তুলবার জন্য তাকে হাঁফাতে হবে।

পরের দিন সকালে, সবাই যেখানে বরফ-গৃহ তৈরী করছিল সেখানে এল সে এবং ধীরে ধীরে গর্তের ভিতর নাবল। তার দলের সঙ্গীরা বেশ কিছুক্ষণ আগে থেকেই কাজে লেগেছে। ঘণ্টাখানেক সেও তাদের সঙ্গে কাজ করে কাটাল। তারপর সে দলপতির কাছে, মনের ভাব প্রকাশ পায় এমন ভাবে পেটের উপর হাত রেখে বলল যে তাকে 'কিছুক্ষণের ছুটি দিতে' হবে। কীমীন মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। তখন পেটের উপর হাত চেপে কেনিরি সমুদ্রের দিকে কয়েক শত গজ দূরে হেঁটে গেল এবং একটা পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হল। ঘুরে এসে আবার একটু কাজ করল এবং আবার দলপতির কাছে গেল এবং ক্লিষ্ট মুখভঙ্গী করে আবার বলল, 'আমার পেটে কিছু গড়বড় হয়েছে, আমাকে আবার পাহাড়ের দিকে যেতে হবে।' সেদিন সমস্ত সময় ধরে কেনিরিকে প্রতি ঘণ্টাতেই 'অনুপস্থিত' থাকতে হল

এবং পাহাড়ে যেতে হল, প্রত্যেক বারেই অন্ততঃ মিনিট বিশেক কাটিয়ে এল সে। কীমীন নিজে পরামর্শ দিলেন তার বাড়ী যাওয়া উচিত, কিন্তু কোনির স্থির করল সে থাকবে। 'আজ এখানে খুব বেশী কাজ করতে পারব না', বিনীতভাবে বলল সে, 'কিন্তু কিছু কাজ ত অন্ততঃ করব। যতটা পারি কাজে ল্যাগাব নিজেকে।'

এ রকম কৌশল কোনিরির কাছে অত্যন্ত চাতুর্যপূর্ণ মনে হল। এখন, তাকে কেউ নিষ্কর্মা বলুক দেখি! তারা সবাই দেখতে পাবে কোনির সত্যিই কি ধরনের লোক! এমন কি, অসুস্থ হয়েও সে কাজ ছাড়ে না!

সে ইতিমধ্যেই সমর্থনসূচক হর্ষধ্বনি শুনতে পাচ্ছে বলে কল্পনা করল। এবং এই কল্পনা তার এত বেশী ভাল লাগল যে সে বিশ্বাস করে বসল যে তার কল্পনা সত্য; প্রকৃতপক্ষে, তার পেটই যে কেবল তখন ব্যথা করছিল না তাই নয় সহকারী চিকিৎসকের আশা মত তার পেশীর ব্যথাও অনেক আগেই চলে গিয়েছিল।

সে সকলের অলক্ষ্যে চলে যেত পাহাড়ে, ওরই কোন একটার পিছনে বসে বিশ্রাম করত এবং তাকিয়ে থাকত সমুদ্রের বা পাহাড়ের দিকে, পৃথিবীর কোন চিন্তাই তার মাথায় নেই।

এবং শেষটায় যখন সে আলস্য-জনিত ক্লান্তি বোধ করত, তার শিকারের ছোরাখানা নাড়াচাড়া করে আমোদ পেত, ওখানাকে শূন্যে ঘোরাত এবং মাটির মধ্যে বসিয়ে দিত। যে কোনভাবেই হোক, তাকে কারও দেখার কথা নয়। কেউ যদি গর্ত থেকে তার দিকে তাকিয়ে দেখে, তাহলে পাহাড়ের উপর তার মাথা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। আর সমুদ্র থেকে ... সমুদ্রতীরে কাউকেই দেখা যাচ্ছে না, একমাত্র কে একজন দূরবর্তী সমুদ্র-সংলগ্ন ভূমির উপর জাল নিয়ে ব্যস্ত। ও বোধ হয় বৃদ্ধ মেমীল। প্রথম দল ঐ ভূমির উপর জাল শুকায় এবং এর ভারপ্রাপ্ত লোক হল ঐ বৃদ্ধ। বেশ ত, সেও কেনিরিকে অত দূর থেকে দেখতে পাবে না। আর যদিও বা দেখে, চিনতে পারবে না।

*   *   *

এবার হয়ত কেনিরির হিসাব ঠিকই হত যদি সে দুটো বিষয়কে খেয়াল করতে ভুলে না যেত।

প্রথমতঃ, মেমীলের কাছে ছিল একটা দূরবীণ। মাত্র গতকাল তাঁর কন্যা তেগ্রীনে ছুটিতে খাবারভস্ক থেকে এসেছে এবং বাবার জন্য এনেছে একটি তিন গুণ বিবর্ধন শক্তিসম্পন্ন সামুদ্রিক দূরবীণটি। যন্ত্রটা সেকেলে ধরনের সত্য, এনেছে

পুরোনো জিনিষের বেচা-কেনার দোকান থেকে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা ছিল নির্ভরযোগ্য।

তেগ্রীনে ভাল মেয়ে এবং সে তার বৃদ্ধ পিতার কথা ভুলে যায়নি।

এই তথ্য কেনিরির জানা ছিল না এবং অবশ্যই পূর্ব দৃষ্টের সম্ভাবনা ছিল না।

দ্বিতীয় বিষয় এই যে মেমীল যুবকেরই মত সম্পূর্ণ কর্মঠ এবং সতর্ক। তাঁর নজর সবকিছুর উপর এবং তিনি যৌথখামারের যাবতীয় বিষয়ে আন্তরিক উৎসাহী।

কেনিরি এ কথা জানত, কিন্তু নিছক অমনোযোগিতার জন্য এটা তার খেয়াল হয়নি।

*   *   *

সেদিন সকালে বৃদ্ধ মেমীল সমুদ্রতীরে একটু আগেই রওয়ানা হলেন। সন্ধ্যায় দলটি মাছ ধরতে যাবে, সুতরাং জাল প্রস্তুত করা এবং সম্পূর্ণ ঠিক করা দরকার।

প্রথমতঃ, তিনি সুতোর মধ্য দিয়ে সযত্নে আঙ্গুল চালালেন। জালটা শুকনো, রোদ আর বাতাস তাদের কাজ ভালভাবেই করেছে। কিন্তু উপরের দড়িতে বার্চ গাছের ছাল দিয়ে তৈরী দুটো ফাত্না নেই। সৌভাগ্যক্রমে, বৃদ্ধ মেমীল বুদ্ধি করে সঙ্গে কিছু বাড়তি এনেছিলেন।

বৃদ্ধ তাঁর দূরবীণ টেনে বার করলেন। প্রথমটায় সমুদ্রের উপরটাকে সম্পূর্ণ নির্জন মনে হল, কিন্তু পরে নীচের দিকে, ঠিক জলের উপর এক ঝাঁক পাতিহাঁসকে উড়ে যেতে দেখলেন। দূরে, বহুদূরে একটা ছোট্ট ফোয়ারা দেখা দিল। 'একটা তিমি', ভাবলেন বৃদ্ধ। 'খুব বেশী দূরে, সম্ভবতঃ, দূরবীণ ছাড়া দেখাই যেত না।'

অনিচ্ছাসহকারে তিনি কাঁচদুটোকে নামিয়ে একটা আধারে তাদের পুরে ফেললেন এবং তাঁর ক্যানভাস ব্যাগ থেকে বাড়তি ফাতনা বার করে কাজে লেগে গেলেন।

এইখানে, এই ঠাণ্ডা সমুদ্রের পারে তিনি প্রায় তাঁর সমস্ত জীবনটা কাটিয়েছেন। তাঁর সেই জীবন কত অশান্ত আর কত উদ্বেগময় ছিল! মেমীল তাঁর স্মৃতির কাহিনী বলতে সুরু করলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেওয়া যায়! অন্য কোন সময় আমি বৃদ্ধ মেমীলের কাছ থেকে যা শুনেছি তার বিষয়ে আরও কিছু বলব। কিন্তু এখন শুধু প্রধান ঘটনাগুলোর কথা বলব তা না হলে প্রাচীর-পত্রিকার ঘটনাটা বোধগম্য হবে না।

বৃদ্ধ মেমীল তাঁর জীবনের বেশীর ভাগ দীনাতিতম দীনের মধ্যে কাটিয়েছেন। তাঁর যৌবন এত সব দুঃখের মধ্যে কেটেছে যে তার অর্ধেকও আর দশ জনকে জীবনব্যাপী হতাশার মধ্যে টেনে আনার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু মেমীল

সে জাতের লোক নন। তাঁর কথা শুনলে মনে হবে তিনি সর্বাপেক্ষা সুখী জীবন যাপন করেছেন।

তিনি 'উত্রো' যৌথখামারের অন্যতম স্থাপয়িতা এবং প্রথম সভাপতি। এবং ওদের হয়ত নূতন কোন ব্যক্তিকে সভাপতি নির্বাচিত করার প্রয়োজন হত না যদি না বৃদ্ধ মেমীল নিরক্ষর হতেন।

প্রকৃত তথ্য এই যে বৃদ্ধ মেমীল লিখতে বা পড়তে জানতেন না। তাঁর যৌবনে শিক্ষার পথ ছিল রুদ্ধ, যেমন ছিল আর আর দরিদ্র চুকচিদের। এবং শেষে যখন সেই উজ্জ্বল পথ খুলে গেল মেমীল খুবই কর্মচঞ্চল হয়ে উঠলেন। চুকোতকাতে সোভিয়েত বিধি প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি সাহায্য করলেন, শামান* এবং কুলাকদের সঙ্গে সংগ্রাম করলেন এবং যৌথখামারের পক্ষে প্রচার কার্য চালাতে লাগলেন। অন্যান্য বহু প্রচেষ্টার মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করাও ছিল একটি। কিন্তু নিজে ছিলেন অতি ব্যস্ত, তখন পড়াশুনার সময় তিনি পাননি।

যৌথখামারের বিষয়সমূহ পরিচালনা করা বৃদ্ধ মেমীলের পক্ষে কণ্টকর ছিল, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ খুব শীগ্‌গিরই

* শামান — বিশেষ উপজাতিদের মাধ্য প্রচলিত ভৌতিক ধর্মের ধ্বজাধারী প্রতিষ্ঠাপন্ন হাতুড়ে চিকিৎসক।

নূতন মানুষের সৃষ্টি হল, তারা এর দেখাশুনার ভার নিতে সমর্থ হল। যখন ভামচেকে সভাপতি নির্বাচিত করা হল মেমীল বিন্দুমাত্রও অসন্তুষ্ট হলেন না। বরং তার বিপরীত! শেষ পর্যন্ত, এ সবই ত অংশত তাঁরই প্রচেষ্টার ফল। ঠিক এই জিনিষের জন্যই ত তিনি সংগ্রাম করেছেন যাতে ভামচের মত লোকের উদ্ভব হয়। মেমীল নিজে একদা ভামচেকে পড়াশুনা করার জন্য প্ররোচিত করেছেন এবং আনাদীরে পাঠিয়েছেন শিক্ষাক্রমের জন্য।

নূতন সভাপতির আমলে যৌথখামারের কাজকর্ম আরও দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হল। আর মেমীল, তিনি এখনও পর্যন্ত প্রতিবারেই যৌথখামার পরিচালন পর্ষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

একসময় বৃদ্ধ মেমীল পড়াশুনোর দিকেও মন দিয়েছিলেন এবং নিরক্ষরতা-বিরোধী মণ্ডলীতে হাজিরা দিতে সুরু করেন, কিন্তু এতে কোন ফলই হয়নি। মণ্ডলীর আর আর প্রত্যেকেই অনেক দূরে এগিয়ে গিয়েছিল, মেমীল ভাবলেন তাঁর আর ওদের ধরা সম্ভব নয়, সঙ্গে সঙ্গে দমে গেলেন তিনি।

শিকারী দলের কাজে অনেক সময় ও শক্তি লাগত। বৃদ্ধ মেমীল ওদের দেখাতে চাইতেন যে দীর্ঘদিন সভাপতিত্ব করেও তাঁর বন্দুক বা দাঁড় ধরবার দক্ষতা নষ্ট হয়নি। এবং

সাধারণতঃ তিনি শক্তসমর্থদেহে বসে থাকার মত লোক ছিলেন না। তারপর গৃহে ছিল যথেষ্ট দুশ্চিন্তা: মেমীল অল্প বয়েসেই বিপত্নীক এবং তাঁকে একাকী কন্যাকে লালন-পালন করতে হয়েছে। এর সঙ্গে আবার সহজেই ভাবাবেগের দ্বারা চালিত হতেন তিনি। হয় তিনি সমস্ত অবসর সময় কাটিয়ে দিতেন মাটি বোঝাই একটা ছোট্ট বাক্স নিয়ে, ওর মধ্যে মাথা তুলেছে কয়েকটি সবুজ পেঁয়াজকলি (পেঁয়াজ! যার নাম কেউ পূর্বে শোনেনি বসতিতে), অথবা তাঁর হয়ত গজদন্ত খোদাই করার আসক্তি দেখ দিল, সিন্ধুঘোটকের দাঁত দিয়ে ছোট্ট মজার মূর্তি বানাতে লাগলেন। সংক্ষেপে, খুব শীগ্গিরই তিনি নিরক্ষরতা-বিরোধী পরিষদ ত্যাগ করলেন এবং যখনই তাঁর সই দরকার হত, তিনি একটা দেশলাই বাক্স থেকে ওটিকে নকল করতেন।

সভাপতির পদে যখন আসীন, তখন তিনি এই পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তিনি তাঁর কন্যাকে বলেন দেশলাই বাক্সের খালি পিঠে 'মেমীল' শব্দটি লিখতে এবং যখনই তাঁর নাম সই করার প্রয়োজন হত তিনি দেশলাই বাক্সটি সামনে রেখে সযত্নে তার থেকে নামটি নকল করতেন।

এ কথা বেশ বুঝতে পারছি যে আমি যা যা বলছি তার থেকে পাঠকবর্গ সহজে এ কথা বিশ্বাস করবেন না যে বৃদ্ধ মেমীল উৎকৃষ্ট ডজনখানেক উপন্যাসের সম্পূর্ণ বিষয়বস্তুকে

এবং শ'খানেক উত্তম গল্প ও কাহিনীকে তাঁর মস্তিষ্কে ধরে রাখতে পারেন! আমি এটা উপলব্ধি করছি যে এ কথাটা সম্পূর্ণ সত্য বলে মনে হচ্ছে না, কিন্তু এ না করে আমার উপায় নেই, কারণ আমি এই কঠোর নিয়ম করেছি যে একমাত্র নির্জলা সত্য ছাড়া আমার চুকচি ভাইদের সম্পর্কে কিছুই লিখব না, তা সে যতই চমকপ্রদ বলে বোধ হোক না কেন।

যেদিন থেকে তেগ্রীনে পড়তে শিখেছে সে তার প্রতিটি বই এবং প্রতিটি স্কুলপাঠ্য পুস্তকের পাতার বিষয়বস্তুকে বাবার কাছে পুনরায় বলার অভ্যাস করেছে। প্রথমটায় বৃদ্ধ মেমীল স্কুলে তাঁর কন্যার কতদূর উন্নতি ঘটছে দেখার জন্য এই রীতির প্রবর্তন করেন কিন্তু ক্রমেই তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক গ্রন্থ-প্রেমিকের মত কন্যার গল্প বলার ভক্ত হয়ে দাঁড়ালেন। অবশ্য আমাদের স্কুল শিক্ষকদের না ধরে, এ কথা বলা চলে যে আমাদের এই সমগ্র বসতির মধ্যে এমন কেউ একজনও নেই যে বৃদ্ধ মেমীলের চাইতে বেশী বইয়ের গল্প জানে। যদি না এই শোচনীয় তথ্য জানা থাকত যে তাঁর একটি অক্ষর পরিচয়ও ছিল না, তাঁকে অনায়াসে একজন সুপণ্ডিত বলা চলত। এই হল সেই বিরল প্রকৃতির মানুষ আমাদের মেমীল!

* * *

সুতরাং, বৃদ্ধ ব্যক্তি বাড়তি ফাত্নাগুলোকে ব্যাগ থেকে বার করে জাল সারাতে আরম্ভ করলেন। তিনি বার্চ গাছের ছাল দিয়ে তৈরী তিনটি ফাত্না জুড়ে দিলেন কিন্তু যখন চতুর্থটি জুড়তে গেলেন সেটি পড়ে গেল এবং ফাত্নাটি সমুদ্রের দিকে গড়িয়ে যেতে লাগল। বৃদ্ধ ওটাকে জলের কিনারায় ধরলেন। ফিরবার সময় তিনি তীরের উপরটায় চোখ বুলোলেন এবং দেখতে পেলেন কে একজন বসে আছে পাহাড়ের পিছনে।

কে হতে পারে এই লোকটি? বৃদ্ধ মেমীল দূরবীণ তুলে ধরলেন চোখে এবং কেনিরিকে চিনতে পারলেন। নিশ্চয়ই কেনিরির দলের লোক এই পাহাড়গুলো থেকে দূরে নয়, একটা বরফ-ঘর তৈরী করছে। কিন্তু তবে কেন নিষ্কর্মা কেনিরি আলসেমি করে বসে আছে এবং কাজ না করে বুড়ো আঙ্গুল মটকাচ্ছে? নাকি ওদের এখন সাময়িক বিরতি? তাহলে কেনিরি কেন একা বসে? বাকি আর সব কোথায়?

কিছুক্ষণ বাদে কেনিরি উঠল এবং আলস্য ভরে ধীরেসুস্থে গর্তের দিকে এগুতে লাগল, মেমীলের চিন্তাধারা বইল অন্য খাতে। পরের দিন সকালে, তেগ্রীনে তখনো ঘুমিয়ে থাকবে, তিনি বেরিয়ে যাবেন এবং কিছু টাটকা মাছ ধরে আনবেন তাঁর খাবাভ্যেকের ছাত্রীটিকে খাওয়াবার জন্য:

এখানকার চুকোত সমুদ্রের মত আমুরে এরকম সাদা স্যামন মাছ পাওয়া যায় বলে মনে হয় না। তিনি যদি বড় রকমের ভাল স্যামন পেয়ে যান, তাহলে গেমাউগে ও ইনরীনকেও ডাকতে হবে খাবার জন্য।

ফাত্না লাগিয়ে বৃদ্ধ মেমীল নীচের দড়িটাকে পরীক্ষা করলেন এবং দেখতে পেলেন দু'জায়গায় সীসক-পিন্ড ছিঁড়ে গেছে। তিনি সমুদ্রতীর ধরে হাঁটতে লাগলেন যাতে এমন পাথরের টুকরো পাওয়া যায় যাকে সীসক-পিন্ড হিসেবে ব্যবহার করা চলে; এমন সময় আবার তিনি পাহাড়ের পাশে একজনকে বসে থাকতে দেখলেন। তাঁর দূরবীণের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে বৃদ্ধ ওকে কোনিরি বলে চিনতে পারলেন।

কিছুক্ষণ বাদে আবার তৃতীয়বার একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি, ঘন্টাখানেক বাদে চতুর্থবার এবং তারও পরে আবার পঞ্চমবার।

পৃথিবীতে এমন কি কাজ থাকতে পারে যা এই নিষ্কর্মা ওখানে বসে করছে? এমন হতে পারে স্বাভাবিক কারণবশতঃই ও এরকম করছে। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে বৃদ্ধ মেমীল স্পষ্টই বুঝতে পারলেন যে এরকম কোন কারণ অনুপস্থিত। কোনির যা সব করছে তা হল বসে থাকা, আর শিকারের ছোরা নিয়ে খেলা করা, অথবা আরামে ঘাসের উপর শয়ন করে ধূমপান করা...

মেমীল তখন ধরে ফেললেন কাজে ফাঁকি দেওয়ার জন্য কোনিরি কি ধরনের হাল্কা চাল আবিষ্কার করেছে। বৃদ্ধ মানুষটি রাগের চোটে এমন কি কোনিরিকে কিলও দেখালেন। 'বেশ, অপেক্ষা কর, গোল্লায়-যাওয়া প্রবঞ্চক! তোমার এই ভেল্কীবাজী কী করে ছাড়াতে হয় দেখাবো!'

এরা দুজন আলাদা ধরনের মানুষ, বৃদ্ধ মেমীল আর কোনিরি, প্রত্যেকটি বিষয়েই পৃথক। কিন্তু প্রকৃতি বা আকৃতিতে তত বেশী পৃথক নয় যত বেশী নূতন জীবনের প্রতি তাদের মনোভাবে।

মেমীলের কাছে এই নূতন জীবন রূপ নিয়েছে 'উত্রো' যৌথখামারে, রূপ নিয়েছে মহান সোভিয়েত পিতৃভূমিতে, তাঁর কন্যা তেগ্রীনের মধ্যে, যে পড়ছে ইনস্টিটিউটে, ভামচে, উনপেনের এবং আরও শত শত চুকোতকার সন্তানদের মধ্যে যাদের অদৃষ্ট তাদের পিতাদের তুলনায় কত বেশী পৃথক রূপ নিয়েছে; তাঁর নিজের সুখী বার্ধক্যের জীবন। কারণ জীবন যদি নূতনের দিকে মোড় না নিত, তাহলে বৃদ্ধ মেমীলকে হয়ত বহুদিন আগেই জীবনের কাছে বিদায় নিতে হত যেমন একদা বিদায় নিয়েছেন তাঁর স্থবির পিতৃদেব, যেমন বিদায় নিতে হয়েছে দরিদ্র পরিবারের বঞ্চিত কত শত বৃদ্ধ মানুষদের। এখন যদি 'স্বেচ্ছা মৃত্যুর' নিষ্ঠুর প্রথার কথা বলা যায়, তাহলে যুবক

সম্প্রদায় এমন কি তা বিশ্বাসও করবে না... তেগ্রীনে বলে যে তার নাতি-নাতনীদের দেখার জন্য মেমীলকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে। সেটা খুব শীগ্‌গির হবার সম্ভাবনা নেই মনে হয়, কারণ তেগ্রীনের ত এখনও বিয়েই হয়নি। কিন্তু শেষোক্ত অবস্থা বেশী দিন বজায় থাকার কথা নয়, বৃদ্ধ মেমীল নিজেও জানেন এবং তাঁর কন্যাও ভাল করেই জানে তাঁর নাতি-নাতনীদের পিতা কে হবে। এ হল ইনরীন, তাঁর বন্ধু গেমাউগের পুত্র। কিন্তু পুতিদের জন্য অপেক্ষা করা? বেশ ত, মেমীল আদৌ অনিচ্ছুক নন। তাঁর মত সুন্দর জীবন তাড়াতাড়ি ছেড়ে যেতে কেউ ইচ্ছুক হবে না।

কেনিরিও নূতন জীবনের ভক্ত, কিন্তু প্রথমতঃ সে পুরাতন, প্রথম অবস্থার জীবন কি ছিল জানে না, সুতরাং উভয়ের তুলনা তার পক্ষে কষ্টকর এবং দ্বিতীয়তঃ, নূতন জীবনে সে যাকিছু ভালবাসে তা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ নয়। সে যা চায় তা হল সমস্ত সন্ধ্যা ধরে ক্লাবে সতরঞ্চ খেলে কাটাবে আর ভাল পোষাক পরে লোক দেখাবে। 'এমন কি চলচ্চিত্রেও', বৃদ্ধ মেমীল বলেন, 'তার যা দেখা উচিত তার চাইতে সম্পূর্ণ অন্য জিনিষ সে দেখে। কোন দিকে টুপি নোয়ান যায়, এই নিয়ে সে সবচাইতে ব্যস্ত।'

একাধিকবার বৃদ্ধ মেমীল কেনিরিকে পথে আনতে, যৌথখামারের কাজকর্মে তাকে উৎসাহী করতে চেষ্টা করেছেন।

সম্ভাব্য সকল রকম পন্থাই তিনি চেষ্টা করে দেখেছেন, রসিকতা, উপরোধ, সমালোচনা। সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ ধরেছেন তার সামনে কিন্তু সবকিছুই কেনিরির মজ্জাগত অবিবেচনার কাছে নিষ্ফল প্রমাণিত হয়েছে। এবং কড়া প্রকৃতির, কাজ আদায়কারী ভামচের মত লোকও ঐ নিষ্কর্মার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। বহু বিষয়ে ভামচে কৃতকার্য হয়েছেন, প্রকৃতপক্ষে বৃদ্ধ মেমীলের চাইতে অনেক বেশী। কিন্তু কেনিরিকে যৌথখামারের একজন সৎ কর্মী বানাতে ভামচেও ব্যর্থকাম হয়েছেন।

কেনিরি বৃদ্ধ মেমীলকে যখনই পারত এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করত। বৃদ্ধের বিরুদ্ধে তার রাগ ছিল এবং তাঁর পিছনে তাঁকে 'বাঁকা আঙ্গুল মেমীল' বলে ডাকত। সত্যি কথা, বৃদ্ধের ডান হাতের তর্জনী আঘাত পাওয়ার ফলে বেঁকে যায়, এবং কথা বলার সময় তাঁর যুক্তির সমর্থনে তিনি যখন ডান হাত নাড়েন, কেনিরির ওটাকে মনে হয় কোন শিকারী পাখীর মত, যা তাঁরই হাত থেকে বেরিয়ে আসছে এবং ফিরে যাচ্ছে, বাঁকান ঠোঁট ঠিক ওরই মুখের উপর রাখা। যাই হোক, কেনিরি ছাড়া আর কারও এরকম মনে হত না। আর সবাই মেমীলের খুব ভক্ত। মেমীল যখন তাঁর গল্প বলা সুরু করেন, সবাই সারা রাত ধরে তাঁর গল্প শুনতে প্রস্তুত।

সমস্ত দলটিকেই অমন চাতুর্যসহকারে ধাপ্পা দিতে পেরেছে বলে বর্বরোচিত উল্লাস নিয়ে যখন সেদিন সন্ধ্যায় বরফ-ঘরের কাছ থেকে সে ফিরে এল, বৃদ্ধ মেমীল কীমীনকে প্রশ্ন করলেন এবং তাঁর অনুমানের সত্যতা সম্পর্কে শেষ পর্যন্ত দৃঢ়প্রত্যয় হলেন। পরবর্তী সমস্ত দিন ধরে নিষ্কর্মা কোনিরিকে কিভাবে শিক্ষা দেওয়া যায় তার কথা চিন্তা করলেন।

তিনি কি ভামচেকে জানাবেন? কিন্তু ভামচের ত এমনিতেই যথেষ্ট উদ্বেগ আছে। একটা সভায় কি কথাটা তুলবেন? কিন্তু পরের সভা কবে? তিনি কি পরিচালন পরিষদে কোনিরিকে ডেকে আনাবেন? এরকম যে তাঁরা কতবার করেছেন তার সীমা সংখ্যা নেই এবং তা সত্ত্বেও কোন ফলই ফলেনি।

সুতরাং, মেমীলই প্রাচীর-পত্রিকায় কোনিরি সম্পর্কে লিখবেন বলে স্থির করলেন। এ হল এমন এক পন্থা যা আগে পরীক্ষা করে দেখা হয়নি। মেমীল তাঁর পুরোনো বন্ধু গেমাউগের সঙ্গে পরামর্শ করলেন এবং গনোমের কাছে হাজির হলেন। 'বেশ ত', গনোম বলল, 'আজকে একবার স্কুলে আসুন। আমরা আজকেই বর্তমান সংখ্যাটিকে শেষ করব। সেখানে রিণতুভ্গি ও এইনেস্ও থাকবে—সমস্ত সম্পাদকমণ্ডলী।'

এবং সেখানে সেই স্কুলের একটা ঘরে মেমীল প্রাচীর-পত্রিকার কাজ নিয়ে তাঁদের ব্যস্ত দেখতে পেলেন। মেঝের উপর বড় সাদা কাগজখানাকে মেমীলের কাছে মনে হল সমুদ্রের দিকে ভাসমান বরফের মত আর কাগজটার চারিদিকে পেটের উপর ভর দিয়ে হামাগুড়ি দেওয়া পত্রিকার সদস্যদের মনে হল শীল মাছের মত, যারা জল থেকে ভাসমান বরফের উপর উঠবার চেষ্টা করছে।

দৃঢ় পরিষ্কার অক্ষরে এইনেস্ বিষয়বস্তুকে দফাওয়ারিভাবে লিখছিলো, শিরোনামা রচনার সময় গনোম রঙ্গীন কালি ব্যবহার করতে বাকি রাখল না, রিণতুভ্গি সচিত্র পত্রিকা থেকে কাটা ছবিগুলিকে আঁটা দিয়ে সাটছিল। রিণতুভ্গি মেমীল আসায় বিশেষভাবে খুশী হয়। ওঁর আসার ফলে তার পক্ষে কঠিন ও অস্বাভাবিক এই কাজকে বন্ধ করার ওজর পেল সে। যে লোক বন্দুক চালাতে ও দাঁড় বাইতে অভ্যস্ত তার পক্ষে কাঁচি চালান ও তুলি ব্যবহার অভ্যাস করা কোনপ্রকারেই সহজ নয়। রিণতুভগি কাগজে যাতে আঁটার দাগ না লাগে অথবা কোন ছবিকে যাতে ভুল না লাগায়, সেজন্য এত যত্ন নিতে লাগল যে তার সমস্ত কপালে ঘাম দেখা দিল।

মেমীল কোনিরির কার্যকলাপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলেন এবং পরে যোগ করলেন:

'অবশ্য আমি এ ব্যাপার নিয়ে লিখতে পারব না, সুতরাং তোমাদের নিজেদেরই এই প্রবন্ধ লিখতে হবে। কিন্তু মনে হয় আমি একখানা ছবি হয়ত আঁকতে পারি।'

ওরা ওঁকে একটা ডেস্কে বসাল, গোটাকয়েক পেন্সিল, কাগজ এবং একখানা রবার দিল, তারপর আবার মেঝের উপর উপুড় হয়ে বসল। খুব শীগ্গিরই বৃদ্ধ মেমীল উপলব্ধি করলেন যে চিত্রাঙ্কন ও সিন্ধুঘোটকের দাঁত খোদাই — দুটো আলাদা জিনিষ। আগে তাঁর ধারণা ছিল ছবি আঁকা অনেক সহজ। কোনকিছু ভুল হলে তাকে ঘষে মুছে ফেলা যায়। তাছাড়া রবার কি জন্য? কিন্তু বাটালী যদি ভুলভাবে চালান হয়, রবার কোন কাজেই লাগবে না... তাই এখন মনে হল যে ছবি আঁকার নিজস্ব অসুবিধা আছে। হয় পেন্সিল ভাংবে কিম্বা আপাতঃ প্রতীয়মান কোমল আঁচড়ে ঘন কাগজটি কেটে যাবে, কাগজ আস্ত থাকলেও দাগগুলি কখনো কখনো এত গভীর হবে যে রবার দিয়েও কিছু করা যাবে না।

ডজনখানেক কাগজ নষ্ট করার পর মেমীল শেষটায় নিজেকে উক্ত অস্বাভাবিক ভঙ্গুর পদার্থটির সঙ্গে খাপ

খাওয়ালেন। এক ঘণ্টার ভিতরে চিত্রটি প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গেল। বৃদ্ধ ব্যক্তিটি তাঁর কাজে এত মগ্ন যে তিনি খেয়াল করেননি কেমন করে এইনেস, গনোম এবং রিণতুভগি তাঁর কাছে এসে হাজির হয়েছে। ওরা সবাই ছবি দেখে হো হো করে হেসে উঠতে তিনি মাথা তুলে চাইলেন।

'অদ্ভুত!' বিস্ময় প্রকাশ করল এইনেস্। 'কেন খুড়ো মেমীল, তুমি ত সত্যিকারের প্রতিভা! আমরা এই সংখ্যাতেই এটা লাগাব। হুররে কমরেডস, আমরা এখন আমাদের নিজস্ব কুক্রীনিক্সী *কে পেয়ে গেছি!'

বৃদ্ধ মেমীল কুক্রীনিক্সী সম্পর্কে কিছুই জানতেন না কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন এটা খুবই প্রশস্তিসূচক কিছু একটা হবে।

* * *

এই ভাবেই হল ব্যঙ্গচিত্রের অবতারণা, গনোম যার নাম দিয়েছে 'বাস্তব সমালোচনা' এবং কেনিরি যাকে বলেছে 'অপমান এবং অপবাদ'। কিন্তু কেনিরির চাইতে কে বেশী

---

* কুক্রীনিক্সী — সোভিয়েত শিল্পী কুপ্রিয়ানভ, ক্রীলভ এবং নিকলাই সকলোভ কর্তৃক ব্যবহৃত ছদ্মনাম এবং তাঁদের আসল নামের আদি অক্ষরের দ্বারা রচিত।

বুঝতে পেরে থাকবে যে এটা মোটেই অপবাদ নয়, পরন্তু নির্জলা সত্য... যাই হোক, সে বোধটা কেনিরির কাছে কোন জিনিষকেই উজ্জ্বল করে তুলল না। সে পর্দার দিকে তাকিয়ে আছে, কিন্তু কিছুই গ্রহণ করছে না। এখন তার মেজাজ 'কুবান কসাক' দেখার মত নয়, না, কোন চলচ্চিত্র দেখার মতই মানসিক অবস্থা নেই তার...

'ওরা কি করে ব্যাপারটা জানতে পারল?' সে অবাক হয়ে ভাবছে। 'কামীন ত কই সন্দেহ করেছে বলে মনে হয়নি। সে এমন কি আমাকে বাড়ী যেতে বলেছিল আর বাকি সবাই, তারাও ত কিছু সন্দেহ করেনি। বলেছিল, ওরা আমার জন্য দুঃখিত, অনেক রকম প্রতিষেধক বাৎলিয়েছিল।'

কেনিরি একটা জিনিষ বেশ ভাল বুঝতে পারে, সে যতখানি করুণা উদ্রেক করিয়েছিল তার দলের লোকদের মধ্যে, সত্য প্রকাশিত হলে ততখানিই তার প্রতি তাদের মনোভাব আগের চাইতে বেশী কঠিন হবে। 'কি করেই বা ওরা এটা জানতে পারল? স্তেনকোর নিজে থেকে কিছুই দেখতে পায়নি। সে ঐ সময় ওখানে ছিল না। সেখানে একমাত্র 'বাঁকা আঙ্গুল' ছাড়া আর কেউ ছিল না। তা হলে বোধ হয়, ঐ 'বাঁকা আঙ্গুলই' আমাকে ধরে ফেলেছে? নিশ্চয়ই ঐ বুড়ো শয়তান! সে না হলে আর কে হবে? আমাকে ধরে ফেলেছে এবং

স্তেনকোরকে সব বলেছে। এবং ঐ স্তেনকোরই গিয়ে এটা এ'কেছে।'

চলচ্চিত্রের অর্ধেকটা ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে এবং কৌনরি মিনিটখানেকের বিরামকে কাজে লাগাবার জন্য বাইরে যাবার দরজার দিকে ধীরে ধীরে এগ্‌তে লাগল। ঠিক এখন তার সিনেমাতে বসার মত মেজাজ নেই। কে যেন তাকে ডাকল:

'কি কৌনরি, আবার পাহাড়ে যাবে নাকি?'

কথাটার সঙ্গে সঙ্গে সবাই মিলে হেসে উঠল। এ কি সম্ভব যে সবাই কাগজটা পড়েছে? অবশ্য কৌনরি ঠাট্টার কোন জবাব দিল না, কিন্তু কর্তব্যরত লোকটিকে জোরে বলল:

'দয়া করে গ্রন্থাগারটা খ্‌লে দেবেন কি? আমার ট্‌পি ওখানে ফেলে এসেছি।'

ওরা দ্‌'জনে গ্রন্থাগারে ঢ্‌কল। হ্যাঁ, ট্‌পিটা ওখানেই, একটা পেরেকে ঝ্‌লছে — কৌনরি গনোমের পিছ্‌ পিছ্‌ যাওয়ার সময় ভুলে গিয়েছিল। সে ওটা নিল এবং ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও দরজার দিকে যেতে যেতে আবার প্রাচীর-পত্রিকার কাছে থামল ব্যঙ্গচিত্রটিকে দেখবার জন্য আর নীচের প্রবন্ধটাকে আবার পড়বার জন্য।

ঐ ত সেই বড়, ধ্‌সর-সব্‌জ পাহাড় এবং তার পাশে বসা

মজার, দুমাথা-ওয়ালা মোটা ছোট্ট লোকটা। একটা মাথা পাহাড়ের দিকে ঘোরান, পাহাড়টা প্রায় ওর চিবুক স্পর্শ করেছে। মুখটার মধ্যে একটা অসহ্য ব্যথার ভাব। আর একটা মাথা ঈষৎ বাঁকান এবং পাহাড়ের পিছনে লুকান। পাহাড়ের উল্টোদিক থেকে সেটা আদৌ দেখা যায় না। এই মুখে আত্ম-তুষ্টির এক প্রশস্ত দন্তবিকশিত হাসি। এই কষ্টদায়ক মুখবিকৃতি ফোটাবার জন্য শিল্পী কতখানি কৌতুকাবহ প্রচেষ্টাই না করেছেন! এবং একই সঙ্গে প্রায় দেখা যায় না এমনি কয়েকটি পেন্সিলের আঁচড়ে পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে দুঃখটা কৃত্রিম। এবং ঐ হাসিটা কতটা অহমিকায় পরিপূর্ণ, মানুষের নিজ চাতুরীর শক্তিতে কি পূর্ণ বিশ্বাস! এই বিশ্বাস আরও কৌতুকাবহ এই কারণে যে ছলনাটা দর্শকের কাছে ইতিমধ্যেই পরিস্ফুট এবং চাতুরীও ইতিমধ্যেই উদ্ঘাটিত।

কেনিরির মতে এই মোটা ছোট্ট লোকটি আদৌ তার মত নয়, কিন্তু তবু কি কারণে যেন প্রত্যেকেই বলছে এটা কেনিরির ঠিক প্রতিমূর্তি। যে কোনভাবেই হোক, ওরা দেখামাত্রই চিনতে পেরেছে। ব্যঙ্গচিত্রের নীচে প্রবন্ধটি লিখেছে গনোম। এতে কোন রসিকতা নেই। এর শিরোনামা হল 'পীড়ার ভানকারীকে ধিক'।

'বরফের ঘর তৈরীর সময়', প্রবন্ধে বলা হয়েছে, 'কীমীনের সমস্ত দলটি স্তাখানভ-পন্থীদের মত কাজ করেছে। বিশেষ করে বিবেচনাপূর্ণ ছিল, তার বার্ধক্য সত্ত্বেও, শিকারী ওন্নার মনোভাব এবং ঐ সঙ্গে তরুণ মোটরচালক ইনরীনের। এরা এবং স্বয়ং দলপতি প্রত্যেকের সামনে ভাল কাজের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এবং প্রত্যেকেই তা অনুসরণ করে । দলের একটিমাত্র লোক এরকম করেনি। সে কাজ করতে চায়নি, সে চেয়েছিল অপরের কাজের ফল ভোগ করতে। বাকি সবাই কাজে ব্যস্ত ছিল কিন্তু সে বার বার শ্রমশৃংখলা ভঙ্গ করেছে, পালিয়ে গেছে পাহাড়ে, একেবারে বিনা কারণে। সে সেখানে ঘুরে ফিরে বৃথাই সময় নষ্ট করেছে এবং যারা সব সময় ধরে স্বার্থহীনভাবে কাজ করেছে তাদের এবং তার সহকর্মীদের লক্ষ্য করে গোপনে হেসেছে। প্রকৃত তথ্য এ কথা প্রমাণ করেছে যে সত্যিকারের কোন কারণ না থাকা সত্ত্বেও সে এরকম করেছে, মতলব ছিল কাজে ফাঁকি দেওয়া এবং অসুখের ভান করা। যাতে এরকম ঘৃণ্য আচরণ আর কখনো না হয়, তার চেষ্টা আমাদের করতেই হবে।'

কেনিরি শেষ পর্যন্ত পড়ল এবং ঘৃণা সহকারে দাঁত কড়মড় করল। কিন্তু তারপর কর্তব্যরত লোকটির দিকে

আড়-চোখে তাকিয়ে সে হাসল এবং একটা গান গাইতে গাইতে চলে গেল। যাই হোক, একটু দূরে যাওয়ামাত্রই সে গান এবং হাসি দুইই বন্ধ করল।

*   *   *

যে ভূখণ্ডের উপর বসতি বিস্তৃত তা উজ্জ্বল রৌদ্রে প্লাবিত। উষ্ণ আবহাওয়া। অল্প অল্প হাওয়া দিচ্ছে বটে কিন্তু সেটা আসছে দক্ষিণ দিক থেকে — তাতে ঠাণ্ডা ভাব খুবই অল্প। ভূখণ্ডের উপর ঠিক বসতির উপরে বিরাট এক ঝাঁক পাতিহাঁস উড়ছে, কিন্তু আশ্চর্যের কথা, এমন কি ওরা যখন খুব নীচু দিয়ে উড়ে যাচ্ছে কেউ ওদের গুলি করছে না। কেবল কখনো সখনো পাঁচ-লেজওয়ালা চাবুক সপাং করে আকাশে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে, তাতে কোন পাখী জড়িয়ে গিয়ে পাথরের টুকরোর মত মাটির বুকে এসে পড়ছে।

এখন কেউ গুলি করে না, বিশেষ করে দক্ষিণা বাতাসের সময়, কারণ বসতির কাছে একটা ক্ষুদ্র দ্বীপে সিন্ধুঘোটকের আস্তানা দেখা গেছে, বন্দুকের শব্দ বাতাসে সেখানে পৌঁছতে পারে। বসতির শিকারীরা তাদের বর্শায় শান দিচ্ছে, তারা চামড়ার ঢাকনায় চকচকে বর্শা-ফলকগুলিকে পুরে রাখছে।

কায়ুকের চামড়াগুলোকে নূতন করা হচ্ছে। সমুদ্রতীরে

এখানে ওখানে লোকেরা এই কাজে রত। প্রত্যেকটি দল কায়ুকে নূতন চামড়া লাগাচ্ছে।

বৃদ্ধ মেমীল সেই পাহাড় থেকে ফিরলেন যেখানে দাঁড়িয়ে তিনি সিন্ধুঘোটকের আস্তানা লক্ষ্য করেছিলেন।

তাঁর মাথা খালি, গলা থেকে ঝুলেছে দূরবীণটা। বৃদ্ধের কপালে উজ্জ্বল স্বেদবিন্দু, ক্ষুদ্র ধারায় সেগুলি নেমে আসছে মুখের ভাঁজ বেয়ে।

প্রথমে মেমীল থামলেন তরুণ শিকারী দলের কায়ুকের কাছে। যে দু'জন লোক ওখানে কাজ করছে তারা হল রিণতুভ্‌গি ও তার দলপতি গেমালকোতের পুত্র উনপেনের। মেমীল তাদের সংগে সামান্য কথাবার্তা বললেন এবং আস্তানাটার অবস্থা তাদের জানালেন। যে বিস্তারিত বিবরণ তিনি দিলেন তা একমাত্র সত্যিকারের শিকারীরা বুঝতে পারে। উনপেনের ও রিণতুভ্‌গি আসল শিকারী এবং তারা বৃদ্ধের কথার তাৎপর্য বুঝতে পারল।

মেমীল আরও কয়েক শ' ফিট এগিয়ে গেলেন এবং কীমীনের দলভুক্ত কায়ুকটার পাশে উবু হয়ে বসলেন। এখানে তিনি কেনিরিকে কাজ করতে দেখলেন।

'শুভপ্রভাত, কেনিরি!'

'শুভপ্রভাত!'

'তুমি একা একা কাজ করছ কেন? এত খুব অসুবিধের ব্যাপার।'

'দলপতি আমাকে সাহায্য করার জন্য ইনরীনকে দিয়েছিল, কিন্তু ইনরীনের তুরপুন একেবারেই ভোঁতা। আমি ওকে ওটা ঠিকভাবে ধার দেবার জন্য পাঠিয়েছি।'

কোনিরি এ কথা বলল স্পষ্ট আনন্দের সংগে। 'বাঁকা আংগুল' দেখুক যে কায়ককে চামড়া লাগাবার মত গুরুত্বপূর্ণ কাজ আর কাউকে নয় স্বয়ং তাকে দেওয়া হয়েছে শিকারী কোনিরিকে। নিষ্কর্মা, আলসের হদ্দ, যাই বলুক না কেন তাকে, যখন কায়ক সারাবার সময় আসে, তখন সমস্ত দলের মধ্যে এ কাজে তাকেই বেছে নেওয়া হয়। এমন যে ইনরীন, যে একজন স্তাখানভ-পন্থী, তাকেও কোনিরির নির্দেশ মত কাজ করতে হয়। এবং এ কথা মানতেই হবে যে অন্য কোন দলের যে কোন লোকের চাইতে কীমীন তাঁর নিজ দলের শিকারীদের অনেক বেশী ভাল করে জানেন।

'যে কাজ করছে সে কাজটা কীমীন জানে', কোনিরিকে দেখতে দেখতে ভাবলেন মেমীল। 'কায়কের পুনর্গঠন এমন এক কাজ যাতে কোনিরি কাউকে পথে বসাবে না। সে তার কাজ জানে। এ ত আর শিকার, কিম্বা বরফের ঘর বানান নয়, এতে সাহসের প্রয়োজন নেই বা সমস্ত শক্তিরও দরকার হয় না।

এখানে যা দরকার তা হচ্ছে কৌশলী হাত আর নির্ভুল কাজ, এ গুণগুলি কেনিরির অবশ্যই আছে। ঐ যে চেয়ে দেখ সে কিভাবে কাজ করছে।'

'হ্যাঁ, এইভাবেই করতে হয়', কায়ুকের পাশে ভেজা, হলুদে রঙের সিন্ধুঘোটকের চামড়া সেলাইয়ের জন্য বাঁকান তুরপুন চালাতে দেখে, কেনিরির দক্ষতাকে প্রশংসা করে তিনি বললেন। চামড়ার ভিতর দিয়ে ঈষৎ সূর্যের আলো ঝিকমিক করে উঠল।

কিন্তু এখন বৃদ্ধের যে ধারণা হল তা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। কায়ুকের উপর সিন্ধুঘোটকের চামড়া সেলাইয়ের কাজে চতুর ও নির্ভুল হাত ও এ কাজ সম্পর্কে ভাল জ্ঞান ছাড়াও আরও একটা জিনিষ প্রয়োজন—তা হল অচঞ্চল দৃঢ়তা। এক প্রস্থ চামড়াকে সোজা এফোঁড় ওফোঁড় করা দরকার, কিন্তু আর একটি, যেটি বাইরের দিকে, তার শুধু মাঝখানটায় তুরপুনকে প্রবিষ্ট করাতে হবে এবং সূতোকে চামড়ার ভিতর দিয়ে টেনে আনতে হবে তার উপরিভাগে, সমান্তরালভাবে। বাইরের চামড়ার সবটার ভিতরেই যদি তুরপুন চালান হয়, তাহলে নৌকোয় জল ঢুকবে। যে লোকের শ্বাসপ্রশ্বাস চঞ্চল তার দ্বারা কখনও, কায়ুকের ঢাকনা সেলাইয়ে যেভাবে ফোঁড় দেওয়া দরকার, তা করা সম্ভব নয়। এবং হৃদয়ের মধ্যে যখন ঝড়

গজরে উঠছে, তখন লোকের শ্বাসপ্রশ্বাস কিভাবে দৃঢ় হতে পারে?

প্রশংসায় বিগলিত হয়ে কৌনারি তার কাজ থেকে মাথা তুলে চাইল এবং মেমীলের গলা থেকে দূরবীণ ঝুলছে দেখতে পেল। এই দৃশ্যই ওকে অপ্রকৃতিস্থ করে ফেলল। মেমীলই যে ওকে ফাঁস করেছেন সে সম্পর্কে শেষ সন্দেহটুকুও তার লোপ পেল।

'একটু বিশ্রাম নাও, কৌনারি, তাঁর প্রশস্ত কপাল থেকে ঘাম মুছে বৃদ্ধ বললেন, 'খুব গরম। তুমি এত বেশী ঘামছ যে তোমার সাবধান হওয়া দরকার, নইলে রৌদ্রে হয়ত চর্বির দলার মত একেবারেই গলে যাবে।'

কথাগুলোর মধ্যে মঙ্গলেচ্ছা ছাড়া কিছুই ছিল না, তারা অকপটভাবে সহানুভূতিশীল। কিন্তু কৌনারি ওদের অন্যভাবে নিল। বিশ্রামের পরামর্শকে — সে যে কাজের সময় বিশ্রাম পছন্দ করে, এরই প্রতি ইঙ্গিত বলে মনে করল। চর্বির দলার সঙ্গে তুলনাও তাকে সান্ত্বনা দিতে পারল না।

'আমার জন্যে তোমাকে দুশ্চিন্তা করতে হবে না', সে বলল, 'আমি মোটেই গরম বোধ করছি না। বরং বল পত্রিকায় আমার ছবি কে এঁকেছিল। কাকে তুমি আমার সম্পর্কে গল্প বানিয়ে বলেছিলে?'

'কেন আমি কারও কাছে তোমার কাহিনী বলতে যাব? আমি কাউকে গল্প বলতে যাইনি। আমি যা বলেছি তা সত্য। আর আমিই তোমার ছবি এঁকেছি পত্রিকায়। আমি কারও পরামর্শ নিতে যাইনি।'

'তুমি নিজে?!' হতভম্ব কৌনির কথাটার পুনরাবৃত্তি করে।

'হ্যাঁ, অবশ্যই আমি নিজে,' আগেরই মত শান্তভবে জবাব দিলেন মেমীল।

তিনি যে ছবি এঁকেছেন সেটা লুকোবার কথা এমন কি তাঁর মাথাতেও আসেনি। এমন কি সেইসব দিনে যখন ইতর কলাকরা তাঁর উপর নিষ্ঠুর প্রতিশোধ নেবে বলে শাসিয়েছে, তখনও তিনি মন খুলে কথা বলেছেন। না, বৃদ্ধ মেমীল ভীরু স্বভাবের লোক নন। ব্যঙ্গচিত্রেও যে নাম সই করা যায় এ কথা তিনি আদপেই জানতেন না এবং এখন পর্যন্ত কেউ তাঁকে সে কথা বলেনি। এই কারণেই বৃদ্ধ মানুষটি এত সরলভাবে স্বীকার করছেন যে তিনি ছাড়া আর কেউ ব্যঙ্গচিত্রটি আঁকেনি। ইত্যবসরে, তাদের সমস্ত কথাবার্তার মধ্যে, যে ক্রোধ তাকে ভিতরে ছিঁড়েখুড়ে খাচ্ছিল, কৌনির তাকে চেপে রাখতে পারল না।

'তাহলে এই ব্যাপার, সত্যি? খুব সুন্দর', কম্পিত

হাতে চামড়া সেলাই করতে করতে বলল কেনিরি। 'খুবই চমৎকার শুনতে। কিন্তু স্তেনকোরের ব্যাপার কি? তুমি কি জান সে কে?'

'কোন স্তেনকোর?'

'গনোম ত বলেনি যে সে হচ্ছ তুমি। গনোম বলেছে, স্তেনকোর আমাকে এঁকেছে।'

বৃদ্ধ মেমীল নিঃশব্দ হাসিতে ফেটে পড়লেন। হাতের মুঠি বন্ধ করে কেনিরি তার বিস্মিত দৃষ্টি বৃদ্ধের চোখের উপর নিবদ্ধ করল। মেমীল যদি এতটা বৃদ্ধ না হতেন, তাহলে কেনিরি হয়ত আত্মসংযম হারিয়ে ফেলত।

'তুমি ওর কথা ঠিক বুঝতে পারনি, কেনিরি। স্তেনকোরের অর্থ সংবাদদাতা। প্রাচীর-পত্রিকার সংবাদদাতা এমন ব্যক্তি যে প্রাচীর-পত্রিকার জন্য লিখে থাকে। বুঝলে? আমাকেই গনোম স্তেনকোর বলেছে। গনোম এ রকম শব্দ খুব ভালবাসে। সে আমাকেও এই কথাই বলেছে। "আপনি", সে বলেছে, "আমাদের যথার্থ পাকা সংবাদদাতা হবেন"।'

'বুঝলাম...' কেনিরি বিড় বিড় করে বলল এবং তারপরই একটা জঘন্য অভিশাপের সঙ্গে হ্যাঁচকা টান মেরে হাত পিছনে সরিয়ে আনল। কিন্তু দেরী হয়ে গেছে। তুরপুন চামড়ার ঢাকনাটাকে একেবারে ছিঁড়ে দিল। কায়ুকের ঢাকনা সেলাইয়ের সময় স্নায়ুসমূহ স্থির রাখা দরকার।

ত্বরিৎ গতিতে মেমীল পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং কেনিরির কাছে ছুটে গেলেন। কয়েক মুহূর্ত তারা দু'জনেই কায়ুকের উপর হেঁট হয়ে রইল, আঙ্গুলে দিয়ে দেখল ছেঁদাটাকে এবং হতাশ ভাবে মাথা নাড়তে লাগল।

'একটা গর্ত', দীর্ঘশ্বাস ফেলে কেনিরি।

'বড্ড খারাপ', সহানুভূতি নিয়ে সায় দেন মেমীল।

কেনিরি ভয়ঙ্কর মুষড়ে গেল। হায়, পুরো একদিনের উপার্জন গোল্লায় গেল। চামড়াটাকে, মনে হচ্ছে, একটু উপরে তুলে দিতে হবে যাতে ক্ষতিগ্রস্ত জায়গাটা ঢাকনার উপরের দিকে থাকে এবং ভিতরে না পড়ে। এর জন্য ইতিপূর্বে সে যতগুলি সেলাই করেছে সবগুলিকেই খুলতে হবে।

কিন্তু সেটাই একমাত্র সমস্যা নয়। আরও শোচনীয় ব্যাপার এই যে এমন একটা কাজে সে বিফল হয়েছে যাতে সে তার ভাল দিকটা প্রকাশ করতে পারত। এবং এখন, কেনিরির বর্তমান পরিস্থিতিতে, এটা মোটেই ভাল ব্যাপার নয়। এখন, কীমীন কেনিরিকে কায়ুকের পুনর্গঠনের কাজে লাগিয়েছে বলে, নিঃসন্দেহে আফশোষ করবেন। বাস্তবিক এটা একটা দুর্ভাগ্য।

আর ভাব একবার, এসব কিছুই ঘটল বৃদ্ধ মেমীলের সামনে! একটু আগেই সে গর্ব করে বৃদ্ধকে বলছিল যে কীমীন তাকে মেরামতের ভার দিয়েছেন...

মেমীলও অত্যন্ত বিব্রত বোধ করলেন। তিনি কোনিরির জন্য দুঃখিত, এমন কি নিজে কিছুটা লজ্জা বোধও করছেন। শত হলেও, তিনিই ত তার কথাবার্তার দ্বারা কোনিরির মনকে বিক্ষিপ্ত করেছেন এবং অপ্রীতিকর বিষয় স্মরণ করিয়ে তাকে বিপর্যস্ত করেছেন। তাঁর মত বৃদ্ধ ছাড়া আর কারই বা বেশী জানা উচিত যে যখন কেউ এ ধরনের কাজ করে তখন কোনভাবেই তাকে বিপর্যস্ত করা উচিত নয়! আর এরই বা কি মানে, যে কোনভাবে, রাস্তায় যার সঙ্গেই দেখা হোক না কেন, তার কাছে অভ্যাসমত থামতেই হবে? তাঁর ত বাড়ী যাবার সময়ও অনেকক্ষণ হয়ে গেছে, আরও বিশেষ এই কারণে যে ভলিবল খেলতে গিয়ে পায়ের গাঁট মচকে বাড়ীতে একা পড়ে আছে তেগ্রীনে।

'একটু অপেক্ষা কর, কোনিরি', বললেন মেমীল। 'আমাকে ঐ তুরপুনটা দাও।'

বিনম্রভাবে কোনিরি তুরপুনটা তাঁর হাতে তুলে দিল। মেমীল তাঁর শিকারের ছোরাখানা বার করে একটুকরো চামড়া কেটে নিলেন, তারপর গর্তটাকে বোজাবার জন্য টুকরোটাকে ঠিকভাবে লাগিয়ে সেলাই করতে সুরু করলেন। ও রকম তালি লাগান বড় সোজা ব্যাপার নয়। জল যাতে না ঢুকতে পারে, এজন্য সেলাই হওয়া চাই ঘন ঘন, একই সঙ্গে আবার বাইরের

চামড়ার মাঝামাঝির চাইতে গভীরে গেলে কিছুতেই চলবে না। কিন্তু বৃদ্ধ মেমীল যখন একবার ভার নিয়েছেন তখন কাজটাকে ঠিক হতেই হবে। চামড়াটাকে উপরে তোলার দরকার হবে না এবং মিনিট তিরিশের মধ্যে সবকিছুই ছিমছাম হবে।

'এটা আমার সৌভাগ্য যে দুর্ঘটনার সময় মেমীল কাছে ছিল', কেনিরি ভাবল। 'বসতিতে আর কেউ, তার চাইতে ভালভাবে আমাকে এই ধরনের বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারত না।'

... এখানেই আমার গল্প শেষ করবার কত ইচ্ছা! নিষ্কর্মা কেনিরি বিবেকের দংশন অনুভব করছে, যে বৃদ্ধ মেমীল তাকে ফাঁস করে দিয়েছেন, তিনিই এখন তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করছেন; কেনিরির হৃদয়ে যে তিক্ততা ইদানিং টগবগিয়ে উঠেছিল তা পরিবর্তিত হয়েছে কৃতজ্ঞতায় ... এ সবকিছুই গল্পের পরিণতির পক্ষে কেমন সঙ্গত মনে হচ্ছে।

কিন্তু না, আমি প্রলোভনের বশবর্তী হব না। আমি শপথ করেছি কোন বিষয়েই সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করব না। এবং আমাকে যদি সত্যাবলম্বী হতে হয়, আমাকে অবশ্যই বলতে হবে যে নূতন জীবনের পথে মেমীলের সঙ্গে কেনিরির

বিরোধ, ভবিষ্যৎ বরফ-ঘরের ব্যাপার নিয়ে যে বিরোধের সূত্র, কায়ুকের পুনর্গঠনে তার প্রকৃত পরিসমাপ্তি ঘটেনি। অপরপক্ষে, সেদিন সন্ধ্যায়, কায়ুকের ঢাকা আবার লাগানের ব্যাপারে মেমীলের সাহায্যের ঠিক কয়েক ঘণ্টা বাদে, এমন একটা ঘটনা ঘটে যা সমস্ত গল্পটিতে এক সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত মোড় এনে দেয়।

* * *

এটা ঘটল ক্লাবে, যে ঘরটাকে গ্রন্থাগার বলা হয় সেখানে। আমাদের বসতির গ্রন্থাগারিকের কাজ সম্পন্ন হয় আইমীনার দ্বারা, এটা তার কমসোমলের কাজ। প্রত্যেক সপ্তাহে তিন সন্ধ্যা সে দু'ঘণ্টা করে এখানে থাকে, বই দেয় এবং পাঠকদের সঙ্গে কথা বলে। শেষোক্ত ব্যাপারটি বহু তরুণ শিকারীকে আকর্ষণ করে, এমন কি যারা পূর্বে কখনো পড়াশুনোর প্রতি এমন বিশেষ আসক্তি দেখায়নি, তাদেরও। এদেরই একজনের নাম — দলপতি উনপেনের, অধুনা যে কেবল পাঠক তালিকাতেই বিশেষ স্থান পেয়েছে তাই নয়, পরন্তু গ্রন্থাগারিকার হৃদয়েও স্থান পেয়েছে। এটা কারও কাছে গোপন নেই, কিন্তু কেবল যেহেতু জনৈকা সুন্দরী বালিকা তোমার প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধুর প্রতি

আকৃষ্ট হয়েছে, এজন্য বই পড়া ছেড়ে দেওয়া নির্বুদ্ধিতার কাজ হবে।

যে টেবিলে সে অনেকগুলি বই এবং সাময়িক পত্রিকা রেখেছে, সেই টেবিলেই আইমীনা বসে আছে। তার পাশে বসে আছে যৌথখামারের কোষাধ্যক্ষ রূচগীনা। 'মরুভূমির চেহারা' নামে সে একখানা বই এনেছে এবং 'ঐ জাতীয় বই আরও' চাইছে।

তার পিছনে লাইন করে দাঁড়িয়ে আছে পাঠকের দল: স্কুলবালক ইয়োরেলিওর হাতে গাইদারের একখানা বই, বৃদ্ধ মেমীল একখানা চিঠি নিয়ে, কেনিরির কাছে 'দিকাঙ্কার নিকট খামারে এক সন্ধ্যা' এবং যন্ত্রবিদ্ কেলেভ্গি দাঁড়িয়ে আছে 'তরুণ প্রহরী' বইখানা নিয়ে।

পার্শ্ববর্তী সুমেরু স্টেশন থেকে আসা তিনজন রুশ কেলেভ্গির পিছনে জায়গা নিয়েছে। তাদের একজন সাময়িকভাবে প্রাচীর-পত্রিকা পড়তে গেছে, অপর দুজন সতরঞ্চ খেলছে। পাশের টেবিলে চারজন তরুণ শিকারী 'ছাগ মারা!' ডোমিনো খেলছে। তাদের কেউ যখন পাশা চালছে, সে ওটাকে টেবিলের উপর এত জোরে আঘাত করছে তাতে মনে হচ্ছে যেন আঘাতের জোরের উপরই খেলার জয় নির্ভর করছে। এরকম আঘাত কেবল ছাগলই নয়, শীল মারার পক্ষেও যথেষ্ট।

কোষাধ্যক্ষ রচগীনা একখানা বই পেল, নাম 'সূর্য প্রস্তর'। স্কুলছাত্র ইয়োরেলিও নিল গোর্কির 'আমার ছেলেবেলা', এবার আইমীনার পাশে বসার পালা বৃদ্ধ মেমীলের।

তিনি একখানা চিঠি বার করে দিলেন।

'তেগ্রীনে পাঠিয়েছে', তিনি বললেন। 'ও অসুস্থ, হাঁটতে পারছে না।'

'প্রিয় আইমীনা', চিঠিতে লেখা, 'আমি মচকান গাঁট নিয়ে পড়ে আছি। আমি সুমেরু স্টেশনে ভলিবল খেলছিলাম এবং একটা দুর্ভাগা ঝাঁপ মেরেছিলাম সেখানে। আলেক্‌সেই ভাদিমিচের মতে আমাকে অন্ততঃ হপ্তাখানেক বিছানায় থাকতে হবে। এই সময়টা পড়ে কাটাতে চাই। তোমার কাছে কি ডিকেন্সের কোন বই আছে? ''অলিভার টুইস্‌ট্'', ''ডম্বি ও পুত্র'' এবং ''ডেভিড কপারফিল্ড'' আমার সাহিত্যের দ্বিতীয় বৎসরের পাঠের জন্য পড়তেই হবে। তোমার কাছে যাই থাকুক না কেন, দয়া করে আমার বাবার কাছে দেবে।'

'একটু অপেক্ষা করুন', আইমীনা বলল, 'একটু অপেক্ষা করুন, খুঁজে বার করি বইগুলো, মেমীল খুড়ো।'

সে একটা টুলের উপর দাঁড়াল এবং বইয়ের সর্বোচ্চ তাক থেকে একখানা বই নাবাল।

'এই যে ''ডম্বি ও পুত্রের'' প্রথম খন্ড। দ্বিতীয়টি এখন এখানে নেই; কিন্তু সত্বর ফিরে পাব। আমি স্কুলের

গ্রন্থাগার থেকে ওকে ''অলিভার টুইস্ট্'' আনিয়ে দেব, ওদের একখানা আছে। আর এর জন্য...' সে চিঠিখানা পড়ল, ' "কপারফিল্ডের" জন্য আমি কিছু বলতে পারছি না। আমি সুমেরু স্টেশনকে জিজ্ঞেস করব। অথবা সীমান্ত চৌকিকে জিজ্ঞেস করব, যদি থাকে। যেভাবেই হোক, কাল আমি তেগ্রীনের সঙ্গে দেখা করব, নিজে তাকে সবকিছু বুঝিয়ে বলব।'

'সে বেশ ভাল হবে', মেমীল বললেন, 'আমি এমন কি ওগুলোর নামও মনে রাখতে পারব না। বরং তোমার নিজের বলাই ভাল।'

বড় গ্রন্থালয়ে যেমন রাখা হয়, আইমীনা সেরকম পাঠকদের পরিচয়-পত্র রাখে না। তার বদলে তার আছে একটি বড় হরফের নিবন্ধী-করণ খাতা। আইমীনা ইতিমধ্যে তার খাতায় 'ডিকেন্স, ''ডম্বি ও পুত্র'' ১ম সংখ্যা' তুলে নিয়েছে।

'মেমীল খুড়ো, এখানে আপনার নাম সই করুন।'

'বেশ।'

মেমীল তাঁর পকেট থেকে একটি তামাকের পেটিকা টেনে এনে তার থেকে একটা দেশলাই বার করলেন। মাথা নীচু করে এবং চোখ কুঁচকিয়ে দেশলাইয়ের উপর থেকে ধুলো এবং তামাকের টুকরো ফুঁ দিয়ে ঝেরে ফেললেন। তারপর

ওটাকে টেবিলে রেখে তিনি তাঁর নাম নকল করতে আরম্ভ করলেন।

তিনি খুব আস্তে এবং যত্ন নিয়ে এটা করতে লাগলেন, চেষ্টা করতে লাগলেন যাতে নিবে না কাগজটা ছিঁড়ে যায় বা কালি ছড়িয়ে পড়ে এবং নিবন্ধী-করণের খাতায় সই যাতে হুবহু দেশলাই বাক্সের উপরকার সইয়ের মত হয়। একটা দাঁড়ি এবং তারপর আর একটা...

নিশ্চয়ই তৃতীয় একটাও আছে একটা সমান্তরাল রেখা, যেটা মাথার উপর বাকি দুটিকে সংযোগ করে, কিন্তু এটা মাঝখান থেকে ভেঙ্গে গেছে এবং প্রায় একেবারে নীচে নেবে গেছে... এইভাবে মেমীল তাঁর নামের প্রথম অক্ষর নকল করলেন। এতে তাঁর এত সময় লাগল যে দুবার তাঁকে দোয়াতে কলম ডোবাতে হল।

নিঃশ্বাস নেবার জন্য থামার পর আবার তিনি আরম্ভ করবার জন্য প্রস্তুত হলেন, কিন্তু দেশলাইয়ের উপর তাঁর বাকি সই প্রায় উদ্ধারই করা যায় না। বিশেষ করে দ্বিতীয় অক্ষরটি। তামাকের টুকরো ওটাকে প্রায় মুছে ফেলেছে। 'আমাকে আবার তেগ্রীনেকে বলতে হবে আর একটা দেশলাইয়ের উপর নামটা লিখে দিতে', ভাবলেন বৃদ্ধ। 'ঠিক আজকেই। পুরোনোটা দিয়ে আর কাজ চলবে না।'

হ্যাঁ, জল নিরোধকারী শীল চামড়ার পেটিকা, শিকারীর পক্ষে অবশ্যই অমূল্য জিনিষ। এটা দেশলাই রাখার জন্য একটি চমৎকার নিরাপদ স্থান, যেকোন সমুদ্রের সংকটাবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হোক না কেন, রক্ষা করে তাকে। কিন্তু সত্যি বলতে গেলে, কারও সইয়ের নমুনা রাখার পক্ষে এটা বিশেষ উপযুক্ত জায়গা নয়।

'আমাকে সই করতে দাও', অধৈর্য হয়ে বলল কেনিরি। 'তুমি লোকদের দেরী করাচ্ছ।'

'আরে, কিছু ভেব না, আমি নিজেই সামলাতে পারব। একটু অপেক্ষা কর।'

এবং তারপর সইটা সম্পূর্ণ হল শেষ পর্যন্ত। কিন্তু যে সরু পঙক্তিতে আইমীনা মেমীলকে সইয়ের নির্দেশ দিয়েছে সেটা অত্যন্ত ছোট মনে হল। বস্তুতঃ তিন তিনটে সই হতে পারে এতখানি স্থান সেটা দখল করল।

কিন্তু এটা তেমন কিছু ব্যাপার নয়। সর্বাপেক্ষা শোচনীয় এই যে সইয়ের মধ্যে একটা বানান ভুল আছে এবং তাও আবার বিশ্রী ধরনের।

এটা কি করে ঘটল যে ঠিক অক্ষরের পরিবর্তে একটা ভুল অক্ষর বসে গেল যার ওখানে আসার আদৌ কোনই আবশ্যক ছিল না! কিন্তু ভুলটা হয়ত দেশলাই বাক্সের উপরের সইয়ে

বরাবরই ছিল। এটা ঠিক যে তেগ্রীনে যখন খাবারভৃস্কে চলে গিয়েছিল, বৃদ্ধ একাধিকবার এক দেশলাই থেকে অন্য দেশলাইয়ে নামটা নকল করেছিলেন। হয়ত টুকবার সময় তিনি ভুল করেছেন, কিম্বা হয়ত তিনি যখন দেখলেন যে লোকদের অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছেন তখন বৃদ্ধ মেমীল তাড়াহুড়োয় অক্ষরগুলোকে গুলিয়ে ফেলেছেন?

ভুলটা প্রথমেই কেনিরির নজরে পড়ে, সে ছিল লাইনে ঠিক বৃদ্ধ মেমীলেরই পিছনে। এখন সে অবশ্যই এ ব্যাপারে চুপ করে থাকতে পারত। কারণ, আর যাই হোক, বৃদ্ধ ব্যক্তিটি অত নিপুণতার সঙ্গে কায়ুকের ঢাকনায় তালি লাগিয়ে দিয়েছেন, তার জন্য সে বৃদ্ধ মেমীলের কাছে কৃতজ্ঞ। অথবা, যে কোনভাবে, কেনিরি বৃদ্ধ মেমীলকে এক পাশে টেনে এনে একান্তে বলতে পারত নাম সইয়ে কি বিশ্রী ভুল তিনি করেছেন।

কিন্তু কেনিরির ভিতর কৃতজ্ঞতা বোধের চাইতে প্রতিশোধের স্পৃহা অনেক বেশী বলবৎ। এটাও সত্য যে এই ঘরের ভিতর পত্রিকার সেই সংখ্যা এখনও টাঙ্গান... যাতে অত নির্দয়ভাবে মেমীল কেনিরির সঙ্গে আচরণ করেছেন, সমগ্র যৌথখামারের কাছে তাকে অপদস্থ করেছেন। কি করে কেনিরি সেটা মেমীলকে ফিরিয়ে দেবার সুযোগ নষ্ট করবে, যখন বৃদ্ধ নিজেই তা ডেকে এনেছেন?

এও হয়ত সম্ভব যে কোনিরি এরকম কিছু ভাবেনি। কে বলতে পারে! সম্ভবতঃ সে বৃদ্ধ মেমীলের সই দেখে হাসি সংবরণ করতে পারেনি যেমন ওর ক্ষেত্রে অনেকেই পারত না। সে যাই হোক না কেন, সে হাসিতে ফেটে পড়ল, ডান হাতে খাতাখানা ধরল এবং বাঁ হাত দিয়ে মেমীলের লেখা শব্দটার উপর টোকা মারতে ল্যাগল, কথা বলার চেষ্টা করছে আর অদম্য হাসিতে তার দম আটকে আসছে।

পরে যে হাসতে সুরু করল সে কেলেভাগ। এবং এমন কি ডোমিনো খেলারত শিকারীরা কি ঘটেছে দেখবার জন্য খেলা বন্ধ করল। যে কেউ খাতার দিকে তাকায় সাধারণের উল্লাসের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত না করে পারে না।

ফ্যাসাদ হল এই নিয়ে যে 'মেমীলের' পরিবর্তে বড় বড় হরফে যা লেখা হয়েছে তার উচ্চারণ... 'মীমীল'!*

মানুষকে বহু নামে ডাকা যায় এবং তা কারও কাছে কৌতুককর বলে মনে হয় না। কিন্তু কোন লোক যদি তার প্রকৃত নামের পরিবর্তে এরকম অদ্ভুত নাম দস্তখৎ করে, তাহলে

---

* এখানে অনুবাদের অসাধ্য শব্দের খেলা। চুক্‌চিতে মেমীল শব্দের অর্থ — শীল মাছ, যে প্রাণীটিকে শিকারীরা অত্যন্ত প্রিয় বলে মনে করে আর 'মীমীল' এর অর্থ — উকুণ।

না হেসে থাকা কঠিন। আইমীনা তীক্ষ্ম, ধ্বনি-মুখর হাসিতে ভেঙ্গে পড়ল। তরুণ শিকারীরা একটা প্রচন্ড হাসির দমকে ফেটে পড়ল। ছোট্ট ইয়োরেলিও সাধারণের উল্লাসে অত্যধিক উল্লসিত হয়ে ঘরময় দৌড়ে, সর্বশক্তিতে পা দাপিয়ে, হাততালি দিয়ে 'মীমীল! মীমীল! মীমীল!' বলে চিৎকার করে যতটা সম্ভব হৈ চৈ করবার চেষ্টা করল।

'চুপ কর, ইয়োরেলিও, চুপ কর! এরকম করা তোমার উচিত নয়।' আইমীনা ওকে লক্ষ্য করে চিৎকার করল এবং হাত নাড়তে নাড়তে আবার ধ্বনি-মুখর হাসিতে ভেঙে পড়ল।

'হায় অদৃষ্ট, কি মজার ঘটনা', কেনিরি অসহায়ভাবে গোঙগরাতে থাকে, 'মীমীল! কল্পনা কর, একটা অক্ষর কি না করতে পারে! একটি মহত্তম প্রাণীকে জঘন্যতম কীটে পরিণত করে! ... ওঃ ... আঃ ... বন্ধ কর, করলে? আমি আর এসব সইতে পারছিনে।'

'আপনি যেন কিছু মনে করবেন না, মেমীল খুড়ো', হাসতে হাসতে বলল আইমীনা! 'আমাদের উপর চটবেন না, কিন্তু এটা ... এটা ... আঃ ... আপনি বুঝতে পারছেন?'

'আমি বুঝতে পারছি, ওরে ক্ষুদে বিদ্রূপকারিণী, আমি

বুঝতে পারছি। কেন আমি মনে করতে যাব? এ ত আমার নিজেরই ত্রুটি। হাসির কাণ্ড করলে লোকের হাসি ঠেকাবে কি করে?'

সুমেরু স্টেশন থেকে আসা লোকদুটি প্রত্যেকের দিকে অবাক হয়ে তাকায়। দেখতে পেয়ে বৃদ্ধ মেমীল নিজেই এগিয়ে গিয়ে তাঁর ভুলটাকে রুশ ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন। ওরাও হাসতে আরম্ভ করল এবং সেই হাসিতে মেমীল যোগ দিলেন। 'নিরক্ষর হওয়া বড় খারাপ, অত্যন্ত খারাপ। কেন, শীগ্গিরই ভল্লুকরা আমাদের জিজ্ঞেস করতে আরম্ভ করবে, আমরা লেখাপড়া জানি কি না। "জান কি জান না?" তারা প্রশ্ন করবে, "যদি জান, গুলি চালাও, যদি না জান বাড়ী ফিরে যাও"।'

ইত্যবসরে, আইমীনার খাতা হাত থেকে হাতে ফিরতে লাগল। কখনও হাসি বন্ধ হয়ে আসে দুষ্ট ইয়োরেলিওকে দারুণ হতাশ করে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার নূতন উৎসাহে ফেটে পড়ে, এ রকম উল্লাসময়, দিলদরিয়া ও বিশুদ্ধ হাসি কেবলমাত্র মেমীলের বদলে কতিপয় মূর্খের কাছেই অপমান-জনক মনে হতে পারে। আর আমাদের মেমীল, তিনি ত খুবই বুদ্ধিমান বৃদ্ধ ব্যক্তি।

* * *

একদা ট্রেনে করে মস্কো থেকে খাবারভ্স্কে যাবার সময় আমি দু' জন বেলজিয়ানের সঙ্গে একই কামরায় যাচ্ছিলাম, এঁরা স্বামী ও স্ত্রী। এঁরা সুদূর উত্তরের জাতিগুলির জীবনধারা সম্পর্কে গভীরভাবে ঔৎসুক্যপরায়ণ ছিলেন, যদিও নিজেরা লেনিনগ্রাদের চাইতে অধিক উত্তরে যেতে সাহস করেননি। অন্যান্য জিনিষের ভিতর তাঁরা আমাদের জিজ্ঞেস করেছিলেন, মেরুবৃত্তের মধ্যে বসবাসকারী লোকেরা কিভাবে আনন্দ করে। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস যে 'ভূমধ্যসাগরের তীরই হল হাসির জন্মস্থল', এবং 'উত্তরাঞ্চলের লোকদের মনোভাব প্রকাশিত হয় উত্তুরে প্রকৃতির শৈত্য ও কঠোরতাতে'।

উক্ত ভদ্র বিদেশীরা আমাকে আঘাত না দেবার জন্য যতটা সম্ভব চেষ্টা করলেন, কিন্তু এটা পরিষ্কার হল যে চুকচিদের হৃদয় ভাসমান বরফ-স্তূপের মত বা, খুব বেশী হয় ত সিন্ধুঘোটকের হৃদয়ের কাছাকাছি উষ্ণ। 'ও হ্যাঁ', মহিলাটি বিস্ময় প্রকাশ করে বলে উঠলেন, 'আমি এ কথা ভালই বুঝতে পারছি মেরুবৃত্তের ওধারে দু' একবার হাসি দেখা যেতে পারে। কিন্তু নিশ্চিতই তা দক্ষিণ দেশবাসীর হাসি থেকে আলাদা হবে যেমন তুন্দ্রার শৈবাল গ্রীষ্মমণ্ডলের প্রগল্ভ সবুজ থেকে আলাদা কিম্বা যেমন উত্তরের কঠোর, শীতল রঙ্গ দক্ষিণের উজ্জ্বল — সম্ভবতঃ খুব বেশী উজ্জ্বল — বর্ণের খড়ের গদির চেয়ে পৃথক।' আমি যখন জানালাম যে চুকচি ভাষায়

'মৃদু হাসি' কথাটি আছে, উক্ত মহিলার স্বামী তা বিশ্বাস করা বড়ই কষ্টসাধ্য মনে করলেন এবং উক্ত ভাষায় যে 'হাস্য' কথাটিও আছে এটা তিনি কিছুতেই মানতে রাজী হলেন না। তিনি বার বার জানতে চাইলেন যে আমাদের দক্ষিণা প্রতিবেশীদের ভাষা থেকে এই শব্দটি ধার করা হয়েছে কি না।

এটা দুর্ভাগ্যের কথা যে উক্ত বেলজিয়ানরা সেই সন্ধ্যায় আমাদের ক্লাবে উপস্থিত ছিলেন না যখন বৃদ্ধ মেমীল গ্রন্থাগারের নিবন্ধী-করণের খাতায় দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর নামের ভুল বানান লিখেছিলেন। তাঁরা যদি আমাদের তরুণ চুকচি শিকারীদের সানন্দ হাসি শুনতেন তাহলে তাঁদের মত বদলাতে বাধ্য হতেন।

আমার মনে হয় যে উষ্ণতর রৌদ্রালোক বাসীদের মধ্যে সবচাইতে বেশী হাসি শ্রুত হয় না — তা বেশী শ্রুত হয় সেই মানুষদের মধ্যে যাদের জীবন অধিকতর আনন্দময় ও উজ্জ্বল।

* * *

সেদিন সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে মেমীল সেখানে ইনরীনকে দেখতে পেলেন। ও এসেছে তেগ্রীনেকে দেখবার জন্য। বৃদ্ধ তাঁর কন্যার হাতে বইখানা দিলেন এবং ক্লাবে যা যা ঘটেছে বললেন। একটু বাদে তিনি গেলেন গজদন্ত-খোদাইকারী গেমাউগের কাছে, এ হল ইনরীনের বাবা ও বৃদ্ধ মেমীলের পুরোনো বন্ধু।

এঁরা অনেক বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বললেন, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ক্লাবের ঘটনাও আছে। বৃদ্ধ মেমীল নিছক কথাপ্রসঙ্গে ও রসিকতা করে এই ঘটনার কথা বললেন যেন এটা একটা কৌতুককর ঘটনা মাত্র যার উপর তিনি কোন গুরুত্বই আরোপ করেন না।

এটা মনে করা কিন্তু ভুল হবে যে মেমীল আঘাত পাননি। যারা তাঁর ভুলে হেসেছিল, তাদের বিরুদ্ধে তাঁর যে কোন তিক্ত মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছিল তা নয়, কিন্তু তাসত্ত্বেও তিনি আঘাত পেয়েছিলেন ঠিকই।

অনুভূতিটাকে তলিয়ে দেখার জরুরী প্রয়োজন ছিল তাঁর, সব জিনিষটাকেই শান্তভাবে ভেবে দেখা দরকার। প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটা কি ঘটেছিল? কিন্তু গেমাউগের কাছ থেকে ফিরে তিনি সংগে সংগে বিছানায় শুয়ে পড়লেন এবং যথাসম্ভব সত্বর ঘুমিয়ে পড়বার চেষ্টা করলেন। পরের দিনও, কাজ করার সময় তিনি আবার মন থেকে ঘটনাটি মুছে ফেললেন। আসল ব্যাপার এই যে বৃদ্ধ মেমীলের একটি প্রিয় জায়গা ছিল যেখানে প্রতিবারই শান্তভাবে ও ধীরেসুস্থে চিন্তা করার জন্য চলে যেতেন।

জায়গাটা হল একটা পাহাড়ের শীর্ষদেশ, সেই পাহাড় যেখান থেকে তিনি সিন্ধুঘোটকের আস্তানা লক্ষ্য করেছিলেন। এবং কাজ শেষ করে সেখানেই তিনি যাত্রা করলেন।

আহা, কি চমৎকার এখানটায়, এই পাহাড়ের উপরে! বৃদ্ধ মেমীল জুলাইয়ের রৌদ্রে উত্তপ্ত মাটিতে বসে পড়লেন। এখান থেকে যতদূরে খুশী দেখা যায় — ঐত ওখানে পর্বত, সমুদ্র, তুন্দ্রা, আমাদের আদি বসতির ভূমিখণ্ড, ঐত সরু উপহ্রদ, ভূখণ্ড যাকে সমুদ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। মেমীল ছোট বেলায় প্রথম এই পাহাড়ের উপরে উঠেছিলেন, সে প্রায় ষাট বছর আগের কথা। এবং তারপর থেকে অনুরাগ ভরে জন্মভূমির অঞ্চলের দিকে চেয়ে দেখতে কখনো তাঁর ক্লান্তি আসেনি।

যখন উত্তরে তাকান যায় সম্মুখে দেখা যায় ক্ষুব্ধ চুকোত সমুদ্র, পূবে ঘুরলে, দক্ষিণে নজরে পড়ে দূরস্থিত পর্বতরাজি যাদের নিম্নস্থ কৃষ্ণ-নীল পাহাড়গুলি সমুদ্রের তীর পর্যন্ত বিস্তৃত। পিছনে সেই দক্ষিণ পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে তুন্দ্রা এবং আরও দূরে তার সীমানা পেরিয়ে আর একটি পর্বতমালা যার সর্বোচ্চ শিখর হল রেউনেই — তিমি-পাহাড়। কল্পনার বল্গা ছেড়ে দিলে, উক্ত পর্বতমালাকে প্রকৃতপক্ষে তুন্দ্রার মাঝখানে পথ-হারান দৈত্যাকার তিমির মত কল্পনা করা চলে, সেটা পরিণত হয়েছে পাথরে এবং অনাদি কাল থেকে ওখানেই পড়ে আছে।

আর পশ্চিমে তাকালে, একেবারে চোখের সামনে ভেসে ওঠে নীচে অবস্থিত সমগ্র বসতি।

প্রসঙ্গক্রমে, আমার মনে হয় পাঠকবর্গকে আমাদের বসতি সম্পর্কে অধিকতর বিশদ ধারণা দেওয়ার সময় হয়েছে। অনেকেই হয়ত 'উত্রো' যৌথখামারের কথা শুনে থাকবেন। কিন্তু তাসত্ত্বেও এটা জানা অধিকতর আনন্দের বিষয় হবে যে বিখ্যাত যৌথখামারটির চেহারাটা কিরকম। সবচাইতে ভাল হয় যদি পাঠকেরা একদল কুকুর বা বল্গা-হরিণকে গাড়ীতে জুতে আমাদের কাছে আসেন, আমাদের ক্লাব, আমাদের যৌথখামার-কর্মীদের ঘরগুলি ও ইয়ারাঙ্গা দেখেন, আমাদের বিখ্যাত শিকারী কীমীন, রিণতুভ্গি এবং উনপেনেরের সঙ্গে পরিচয় করেন, বৃদ্ধ মেমীলের গল্প ও আতীকের সঙ্গীত শোনেন, গজদন্ত-খোদাইকারী গেমাউগের কাজ এবং সূচিশিল্পী রুলতীনের কারুশিল্প দেখেন... গরমের সময় কায়ুকে করেও আমাদের এখানে যে কেউ আসতে পারেন।

কিন্তু আমি জানি যে এটা আদৌ সহজ প্রস্তাব নয় — প্রত্যেকেরই নিজ নিজ কাজকর্ম দেখাশুনা করতে হয়। এবং তা-ছাড়া...

এবং তাছাড়া, আমার গল্প যদি রুশ ভাষায় অনূদিত হয় তবে? খুলে বলাই ভালো: আমরা যারা সোভিয়েত লেখক — উক্রাইনীয়, জর্জীয়, এস্তোনীয় অথবা অন্য যেকোন ভাষাতেই লিখি না কেন, আমাদের এই সীমাহীন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে

এমন কোন্ লেখক আছে যে গোপনে স্বপ্ন দেখে না যে তার পুস্তক রাশিয়ার মহান ভাষায় অনূদিত হোক? প্রত্যেকেই, যত বিনয়ীই হোক না কেন, যখনই তার কলম তুলে ধরে, চায় যে তার বই পঠিত হোক মুরমান্স্কে, সেভাস্তোপলে, লেনিনগ্রাদে, ভ্লাদিভস্তোকে, স্তালিনগ্রাদে এবং আমাদের দেশের মহান রাজধানী মস্কোতে। আমি এ কথা লুকোতে চাই না যে আমিও এ রকম গৌরবময় ইচ্ছা পোষণ করি। আমি তোমার জন্য লিখছি, হে আমার জন্মভূমি চুকোতকা, কিন্তু আমার কণ্ঠ যদি খুব দুর্বল না হয়, তাহলে আমি তোমার কথা সমগ্র পাঠকের কাছে, সমগ্র সোভিয়েত দেশের কাছে বলব...

আমার স্বপ্নকে এরকম বল্গাবিহীন করেছি বলে, প্রিয় পাঠকবর্গ, আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি যা বলতে চেয়েছিলাম তা এই যে যদি কেউ, যেমন একজন কুবান কসাক, চুকচি শিকারীদের সম্পর্কে আমার কাহিনী পাঠ করে এবং 'উত্রো' যৌথখামার দেখার প্রেরণা অনুভব করে, তার ইচ্ছা পূর্ণ করা তত সহজ ব্যাপার হবে না। যেকোন পন্থাতেই হোক সে আমাদের কাছে তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারবে না, সে যদি বল্গা-হরিণ, কায়ূক অথবা বিশ্বস্ত কুবান ঘোড়ায় চেপেও আসে,

তব্ও নয়। এমন কি বিমানে করে হলেও, এক সপ্তাহের বিমান ভ্রমণও এখানে আসার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

আমরা বরং মনে মনে পাহাড়ে উঠি এবং মেমীলের পাশে বসি যাতে আমাদের বসতিকে ভালো করে দেখতে পাই।

পাহাড়ের ঠিক পাদদেশের কাছ থেকে আরম্ভ হয়েছে আমাদের বসতিসহ ভূখণ্ড। প্রথমে উত্তরে চলে এটা দ্রুত পশ্চিমে মোড় নিয়েছে, সমুদ্র তীরের সমান্তরালভাবে আরও কিছু দূরে অগ্রসর হয়েছে, সমুদ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে একটি সরু উপহ্রদের দ্বারা।

সমস্ত বসতি একটি লম্বা রাস্তা, ভূখণ্ডের উপর দিয়ে দেড় কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। এর বাঁ দিকে যে দিকটা উপহ্রদের অধিক নিকটে—সেখানে বেশীর ভাগ কাঠের বাড়ী, যেমন যৌথখামার পরিচালকবর্গের ভবন, গ্রাম্য সোভিয়েত, ক্লাব-ঘর, দোকান এবং স্কুল; এই স্কুলটি বসতির মধ্যে সবচাইতে বড় বাড়ী। স্কুল ছাড়াও আরও দুটি বাড়ী আছে যেগুলো তৈরী হয়েছে আমাদের শিক্ষকদের জন্য। দক্ষিণে এখনও বেশ কতকগুলি ইয়ারাঙ্গা আছে কিন্তু এখানেও ইতিমধ্যে দশ দশটি কাঠের বাড়ী দেখা যাচ্ছে। প্রতিটি বৎসরে সংখ্যায় বর্ধমান যৌথখামার-কর্মীরা স্থির করে যে তারা তাদের পৈত্রিক বসত বাটী, ইয়ারাঙ্গাকে বিদায় দেবে।

বসতির প্রান্তদেশে অবস্থিত যৌথখামারের বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র, তার পাশে বয়ে-মোটরের ধাতব মাস্তুল। এখান থেকে ভূখন্ড স্পষ্টতঃ সরু হয়ে গেছে। সমুদ্রের তীরে কায়ুকগুলো ইতস্ততঃ পড়ে আছে এবং মেছো জালগুলি বিভিন্ন জায়গায় টাঙগান রয়েছে শুকোবার জন্য। ভূখণ্ডের একেবারে শেষটায়, বসতি থেকে অনেক দূরে, সুমেরু স্টেশনের বাড়ীগুলিকে পৃথকভাবে লক্ষ্য করা যায়।

বসতির রাস্তায় কাউকে দেখা যাচ্ছে না। যৌথখামার-কর্মীরা কাজ থেকে সবে ফিরেছে। তাদের এখন ডিনার খাওয়ার কথা... মেমীলের চোখে কিন্তু সমস্ত চিত্রটিই প্রাণময়, প্রতিটি ক্ষুদ্র বস্তুও তাঁর কাছে অর্থঘন।

সেই পুরোনো দিনে বসতি ছিল সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। তিন ডজন শোচনীয় চেহারার ইয়ারাঙ্গা আর জনৈক মার্কিন ব্যবসাদারের একটি দোকান ছাড়া এখানে আর কিছুই ছিল না। সমুদ্রতীরে কায়ুকও ছিল মাত্র কয়েকটি এবং তাদের একটাতেও মোটর লাগান ছিল না।

বৎসরগুলো থিতিয়ে চলত কিন্তু বসতির চেহারার কোন পরিবর্তন হত না। এক সময় মেমীল ভাগ্য-তাড়িত হয়ে জন্মভূমির তীর ত্যাগ করেন; ক্যানাডা ও আলাস্কায় তিনি বহুবছর দুঃখের জীবন কাটান। অবশেষে যখন ফিরে আসেন,

সবকিছুই সেই আগের মত, যেন একটি বৎসরও পার হয়নি। কেবল অধিবাসীর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। কদাচিৎ এমন বৎসর গেছে যখন ধ্বংসাত্মক মহামারী দেখা দেয়নি।

কিন্তু এখন বসতির লোক সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে এবং আগেকার সেই যাযাবরদের তাঁবুর যাবতীয় চিহ্ন বহুদিন আগেই বিলুপ্ত হয়েছে। একবার চেয়ে দেখ, ইতিমধ্যেই এখানে কত কাঠের ঘর উঠেছে! এদের মধ্যে কিছু সাম্প্রতিক কয়েক বৎসরের মধ্যে তৈরী, এরা ইতিমধ্যেই স্যাঁৎসেঁতে সমুদ্রের বাতাস লেগে কালো হয়ে গেছে। স্কুল-বাড়ীটি, এখানকার সবপ্রথম তৈরী কাঠের বাড়ী, দেখে মনে হয় যুগ যুগ ধরে এটা ঐখানেই দাঁড়িয়ে আছে। আর কতকগুলোর দেওয়ালে সতেজ সাদা কাঠ দেখা যাচ্ছে, ওদের দেখলে কতই না আনন্দ হয়, ওই যে গেমালকোত, কীমীন এবং কৌনিরির সদ্য নূতন ঘরগুলো। কৌনিরি অবশ্য নিষ্কর্মা কিন্তু তার স্ত্রী যখন দ্বিতীয়বার যমজ সন্তান প্রসব করে তখন আঞ্চলিক কার্যনির্বাহক সমিতি বিশেষ করে কৌনিরির পরিবারের জন্য বাড়তি কাঠ পাঠিয়ে দেন।

কাঠের বাড়ীগুলোর তুলনায় ঐ ছোট্ট ইয়ারাঙ্গাগুলোকে কি রকম শোচনীয় বলে মনে হয়। ওখানে বসবাসকারী আতীকের কথা ধরা যাক, তার মত ইয়ারাঙ্গার মালিক পূর্বে

হতে পারত কেবল কোন কুলাক যে ছিল হাজার পশু পালের মালিক। কিন্তু তাসত্ত্বেও, গেমালকোতের কাঠের বাড়ীর পাশে এটাকে মনে হয় রেউনেই পর্বতের কাছে যেন নামহীন ক্ষুদ্র পাহাড়টা।

ইয়ারাঙ্গার নিজের চেহারারও বদল হয়েছে। কোন কোনটায় জানালা বসেছে, আবার কোনগুলো সিন্ধুঘোটকের চামড়ার পরিবর্তে আবৃত হয়েছে ছাদ-ছাওয়া ফেল্টের দ্বারা, এবং গেমাউগের যে বাসগৃহ সম্ভবতঃ আর কোথাও দেখা যাবে না এমনি ধরনের ইয়ারাঙ্গা, এর ছাদ-ছাওয়া ঢেউ খেলান দস্তা-ঢাকা লৌহ দিয়ে!

এই অসাধারণ গঠনের ইতিহাস মেমীল আবার স্মরণ করলেন। সেই রক্তচোষক মার্কিন ব্যবসাদার যখন দেখল যে তার সময় শেষ হয়েছে, সে স্থির করল আমেরিকায় ফিরে যাবে। যাবার আগে সে তার দোকানে আগুন লাগিয়ে দিল। আগুনের শিখা গেমাউগের পার্শ্ববর্তী ইয়ারাঙ্গায় ছড়িয়ে পড়ল, সে তখন কাজ করছিল এই ব্যবসাদারেরই জন্য। দোকানটা অর্ধেক পুড়েছিল, তার বহু অংশ রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল ওরা এবং লোহার-তৈরী ছাদটার কোন ক্ষতিই হয়নি। আর গেমাউগের গৃহের সিন্ধুঘোটকের দগ্ধিভূত কালো চামড়া ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। সুতরাং, শিকারীরা সবাই

মিলে স্থির করল যে গেমাউঙে লোহার ছাদ লাগিয়ে তার জন্য একটা নূতন ইয়ারাঙ্গা তৈরী করুক।

যেখানে আগে ব্যবসাদারের দোকান ছিল সেখানে এখন বিরাট এক আধুনিক ধরনের দোকান যাতে গোলাপী-গাল কেরগীনা সবরকমের জিনিষ বিক্রি করে। ও একটা সাদা পোষাক পরে, কারও মনে হতে পারে যে সময়টা শীতকাল এবং কেরগীনা তুন্দ্রায় শিকার করতে যাবে বলে পোষাক পরেছে... লোকে বলে যে প্রায় দুপুর পর্যন্ত কেনিরি দোকানের চারপাশে ঘুর ঘুর করে এবং যারাই সেখানে আসে তাদেরকে মেমীলের বানান ভুলের কথা বলে।

বৃদ্ধ নিজে খেয়াল করেননি যে ঐ ঘটনার কথা কি করে তাঁর মনে ফিরে এল। এবং তৎক্ষণাৎ সবকিছুই তাঁর মনে বাসা বাধল এবং সমস্ত ঘটনাটি তাঁর কাছে সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে গেল। আশ্চর্য জায়গা, এই পাহাড়ের উপরটা!

মেমীল তাঁর পেটিকা থেকে হতভাগা দেশলাইটাকে টেনে আনলেন এবং বাকি কাঠিগুলোকে ঝাঁকুনি দিয়ে বার করলেন। অতঃপর চারদিকে একটা নুড়ি পাথর খুঁজে, ওজন বাড়াবার জন্য একটাকে ওর ভিতর পুরে এবং কারও উদ্দেশ্যে রহস্য ভরে চোখ টিপে ওটাকে পাহাড়ের নীচে ছুঁড়ে দিলেন। তাঁর মুখে হাসি, তিনি বসে বসে খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে বাক্সটার গড়িয়ে যাওয়ার শব্দ শুনলেন।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। নীচে বসতির দু'তিন বাড়ীতে বিজলী আলো জ্বলে উঠেছে। 'এই আলো', বৃদ্ধ ভাবলেন, 'রুশরা আমাদের কাছে নিয়ে এসেছে। এবং অন্যান্য জিনিষগুলিও, বায়ু-মোটর, কায়ুকের মোটর, বাড়ীর সাজসরঞ্জাম সবকিছুই রুশরা আমাদের দিয়েছে। খুব বেশী তারা করেছে চুকোতকার জন্য। তারা বিতাড়িত করেছে চোর ব্যবসায়ীদের, তারা আবাদের শাসক ও কুলাকদের বাদ দিয়ে বাঁচতে শিখিয়েছে এবং আমাদের যৌথখামার জীবন প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছে ...এবং আরও এক ধরনের আলো এনেছে তারা আমাদের কাছে, শিক্ষার আলো। তারা জ্ঞানগর্ভ পুস্তক দিয়েছে আমাদের। পূর্বে চুকোতকায় কোন শিক্ষার চর্চাই ছিল না। হাজার হাজার বছর ধরে আমরা ছিলাম অন্ধকারে। এবং কখনই নিজ থেকে চুকচিরা সেই অন্ধকার থেকে মুক্তি পেত না। কিন্তু লেনিন আমাদের কাছে সুধী ব্যক্তিদের পাঠান এবং তাঁদের বলেন, "চুকচিদের জন্য শিক্ষার পথ উন্মুক্ত কর"। এবং স্তালিন যোগ করেন, "চুকচিদের জন্য ব্যাকরণ প্রস্তুত কর যার সাহায্যে ওরা মাতৃ ভাষায় লেখাপড়া করতে পারবে। এছাড়া তাদের কাছে আলো পৌঁছবার আর কোন পথ নেই"। এবং তাঁরাও তাই করলেন, ঐ সব সুধী রুশ ব্যক্তিরা। তাঁরা আমাদের ভাষা অনুশীলন করলেন এবং আমাদের জন্য একটি ব্যাকরণ রচনা

করলেন। চুকোতকার সর্বত্র তাঁরা আমাদের সন্তানদের জন্য স্কুল তৈরী করলেন। আর দূর খাবারভ্স্কে তাঁরা শিক্ষা দিচ্ছেন তেগ্রীনে ও তার বন্ধুদের...'

এখন বৈদ্যুতিক আলো সমগ্র বসতিকে আলোকিত করেছে। পাহাড়ের উপর আবহাওয়া শীতল হয়ে আসছে। কিন্তু মেমীল যেতে চাইছেন না, তিনি তাঁর চিন্তা-প্রবাহকে ব্যধা দিতে চাইলেন না। 'চুকোতকার কাছে শিক্ষার মহান আলোক পৌঁচেছে', তিনি চিন্তা করলেন, 'এবং চুকচিরা তাদের চোখ খুলেছে। কেবল একটিমাত্র লোক তার চোখ বন্ধ করে আছে... কি মূর্খ সে! বহুদিন ধরেই তার চারপাশে আলো ছড়িয়ে গেছে, কিন্তু সে এখনও চলেছে চোখ বন্ধ করে। হাজার হাজার বছর ধরে ঐ চোখ ছিল বন্ধ এবং এখন সে তার চোখের ভারি পাতা তুলবার চেষ্টাও করতে পারছে না। এবং এই অদ্ভুত লোকটিকে আপনাদের কাকে বলে মনে হয়? এ হল 'উগ্রো' যৌথখামারের এক নির্বোধ বৃদ্ধ মানুষ। তার কি নাম বলে আপনারা বিবেচনা করেন? তার নাম হল বৃদ্ধ মেমীল।'

* * *

কেনিরি বিষণ্ণ। আবার তার দলের কাছে সে গোলমালে পড়েছে। সেবার প্রাচীর-পত্রিকায় ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশিত হবার

পর তাকে দু'বার 'শিক্ষা দেওয়া' হয়েছে, একবার তার দলীয় সভায় আর একবার যৌথখামারের সাধারণ সভায়, সেখানে সে জনসমক্ষে তিরস্কৃত হয়। পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় তার দলপতি কীমীন ঘোষণা করে যে গত সংখ্যায় 'পীড়ার ভানকারীকে ধিক্' নামক শিরোনামায় যে ঘটনা বিবৃত হয়েছে তা সম্পূর্ণ সত্য প্রমাণিত হয়েছে এবং শিকারী কেনিরি তার সহকর্মীদের কাছে চিরদিনের মত পীড়ার ভান করা বন্ধ করবে বলে শপথ করেছে এবং যৌথখামার কর্মীর সম্মানজনক নাম আর কখনও সে হেয় প্রতিপন্ন করবে না।

তারপর তিনমাস কেটে গেছে। এবং এই সংক্ষিপ্ত সময়ের ভিতর, ইতিমধ্যে, কেনিরিকে তার সহকর্মীদের কাছে দু'বার তিরস্কৃত হতে হয়েছে। একবার তারা ওকে তিরস্কার করে একটা সিন্ধুঘোটক আস্তানার উপর আক্রমণের ব্যাপারে মহা ভুলের জন্য। ওরা বলে শিকারীদের কাছ থেকে কতকগুলি জানোয়ার যে পালিয়ে যায় সেজন্য কেনিরি দায়ী। এবং এখন আবার ফ্যাসাদ, একেবারে অপ্রত্যাশিত গোলযোগঃ কীমীনের দলে কার্তুজের অত্যধিক ব্যয়। মোটর তেলের ব্যয় সংক্ষেপের প্রতিযোগিতায় এই দলটি প্রথম স্থান অধিকার করে এবং মোটরচালক ইনরীন, এমন কি, পুরস্কারও পায়। কিন্তু শিকারীদের গোলা বারুদ ব্যবহারের ব্যয় সঙ্কোচে দলটি

পিছিয়ে পড়েছে এবং ওরা বলে এটা ঘটেছে কৌনিরির জন্য, সে যৌথখামারের সম্পত্তিকে গ্রাহ্য করে না এবং নিজের প্রয়োজনে দলের কার্তুজগুলোকে ব্যবহার করে চলেছে।

সত্যি কথা, সে বহুবার তার বন্দুক নিয়ে গেছে তুন্দ্রায়, নিজে কার্তুজ কেনার কথা ভাবেনি। এমন কি এ কথা তার একবারও মনে হয়নি — কেন, শেষ পর্যন্ত সব কার্তুজই কি এক নয়? ওদের উপর ত লেখা নেই ওগুলো যৌথখামারের সম্পত্তি কি না। বৃদ্ধ সম্পত্তি তত্ত্বাবধায়ক থাকলে কেউ এটা লক্ষ্য করত না, হয়ত। এটা কেবল ধরা পড়ল গেমালকোতের উদ্ভট নূতন নিয়মের জন্য, প্রতিটি কার্তুজের জন্য রসিদ দিতে হবে আর খালিগুলো ফেরৎ দিতে হবে।

তাহলে তারা কিসের জন্য তাকে তিরস্কার করছে? সে কি অতগুলো খরগোশ মেরেছে নিজের জন্য? আদৌ তা নয়। সে তুন্দ্রায় বেশীর ভাগই ইঁদুর মেরেছে কেবল অভ্যাসেরই জন্য, আর কিছু নয়। অভ্যাস না করলে কেউ ভালো গুলি ছুঁড়তে পারে না। মনে ত হয়, শিকারীদের এটা জানা উচিত।

কিন্তু তবু সে তিরস্কৃত হচ্ছে এবং খুবই কড়াভাবে। কীমীন, এমন কি, তাকে দল থেকে বার করে দেবে বলে ভয় দেখাচ্ছে। কর্তৃপক্ষ কৌনিরিকে অন্য দলে বদলি করুক। কীমীনের ওকে নিয়ে যথেষ্ট ভুগতে হয়েছে।

কিন্তু এসব ছাড়াও তাকে নষ্ট করা কার্তুজের দাম ফিরিয়ে দিতে হবে, সেটা তিরস্কারের চাইতেও অনেক বেশী অপ্রীতিকর মনে হচ্ছে। কিন্তু কেই বা নিশ্চিত হতে পারে? দলীয় সভায় একটা আলোচনা হতে পারে এবং তারা হয়ত এ ব্যাপারে ভাবপ্রবণও হবে না। তাকে তাড়িয়ে দেবার ব্যাপারে কীমীন স্থিরসঙ্কল্প নাও হতে পারে। কিন্তু তা হলেও, অনেক কিছু গোলমাল দেখা দেবে।

যাই হোক, যা তাকে সবচাইতে বেশী অঙ্কুশবিশ্ধ করে তা হল এই যে ওরা কেবল পাহাড়ের সেই অভিশপ্ত ঘটনার উল্লেখ করে। সিন্ধুঘোটকের আস্তানায় আক্রমণের পর কেনিরি যখন সিন্ধুঘোটককে পালাবার রাস্তা করে দেয় এবং উক্ত জানোয়ার তার ভয়ঙ্কর দাঁত নিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, ওরা তখন আবার যেন তেন প্রকারে বরফ-ঘর তৈরীর কাণ্ডটার কথা তোলে। তা, বেশ ত, তারা তাকে গাফিলতি করা ও কাপুরুষের মত আচরণ করার জন্য তিরস্কার করুক না। কিন্তু ঐ অভিশপ্ত ঘটনার সঙ্গে এর কি যোগ আছে? কিন্তু তবু 'তুমি বড় বেশী নিজেকে বাঁচাচ্ছ, কেনিরি', শিকারী ওন্না বললে, 'প্রাণের ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছ, এই ত ব্যাপার। সে-বার বরফ-ঘরের সময় তুমি তোমার শরীর বাঁচিয়েছিলে। এখন তুমি জানোয়ারের কাছে ভয় পেলে এবং দৌড়ে পালালে। সে

সময় মাংস রাখার জন্য তুমি বরফ-ঘর তৈরী করতে চাওনি আর এখন তুমি বরফ-ঘরে রাখার জন্য মাংস আনতে চাইলে না। তুমি একটা জানোয়ারকে ফস্কাতে দিলে আর তুমি কি করলে না আরও দুটোকে তার পিছনে সমুদ্রের দিকে ধাওয়া করালে এবং ঐ সঙ্গে আরও বেশ কতকগুলো হয়ত পালিয়ে যেতে পারত যদি না কীমীন ওদের ধরে ফেলত। তুমি কেন ভাবছ যে কীমীন ভয় পায়নি? কৌনিরি, তোমার নিজের জন্য নিজে একটু কম যত্ন নাও, তাহলেই অপরে তোমার অনেক বেশী যত্ন নেবে'।

এবং এখন কার্তুজের ব্যাপারে সেই অতীতের ঘটনাটিকে আবার টেনে আনার ওদের কি প্রয়োজন পড়েছিল, যখন মনে হচ্ছিল এ ব্যাপার বহু দিন আগেই ভুলে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু তবু কীমীন বললো, 'চালাক হতে যেও না কৌনিরি, অত বেশী চালাক হবার চেষ্টা করো না। হাত পাকানোর জন্য তোমাকে কেউ নিন্দে করে না। নিজে নিজের জন্য কার্তুজ কেনো এবং যত খুশী হাত পাকাও। কিন্তু আমরা তোমাকে যৌথ সম্পত্তি নষ্ট করতে দেব না। তুমি নিজে এ কথা ভালো করে জান, তুমি শুধু ভান কর যে তুমি জান না। আবার তুমি তোমার সেই দু' মাথা-ওয়ালা জীবন চালাবার ইচ্ছে করছ, একটার মাথায় মুখোস আর একটা তোমার নিজের। কিন্তু লোকে

তোমার আসল রূপও দেখতে পায়! তুমি কাউকে ফাঁকি দিতে পারবে না। মেমীল তোমায় যেভাবে এঁকেছিলেন, তা দিব্যি ঠিক ঠিক হয়েছিল!'

সুতরাং, কেবল এইমাত্র ঘটে যে, বার বার সবকিছু সেই গোড়াতেই ফিরে আসে — মেমীলের সেই অভিশপ্ত অঙ্কন।

কেনিরির মনে হয় তার সমস্ত অশান্তির মূলে মেমীল। কিন্তু অপরপক্ষে মেমীল যদি কোন ভুল করে কেউ সেটা ভ্রূক্ষেপও করে না। উদাহরণ স্বরূপ, সেই সইয়ের ব্যাপারটা নেওয়া যাক। কেনিরি এই মনোবৃত্তিকে অত্যন্ত অন্যায় বলে মনে করে।

সে তখন আশা করেছিল ইয়োরেলিও মেমীলের ভুলের কথা তার স্কুল-সঙ্গীদের বলবে, সুমেরু স্টেশনের লোকেরা এ খবর জানাবে উক্ত কেন্দ্রের লোকদের এবং আইমীনা বলবে তার শ্বশুর গেমালকোতকে যে আবার পাল্টা এ কথাটা জানাবে যৌথখামারের পরিচালন পরিষদের কর্মীবৃন্দকে। কেনিরি এর আগাম আস্বাদন নিয়ে মনে মনে হেসেছিল, 'সমগ্র বসতি মেমীলকে ঠাট্টা করতে থাকবে!'

কিন্তু ওরকম কোনকিছুই ঘটল না। জিনিষটা যে কেবল কেউ জানল না — তাই নয়, সবাই ত এটা জেনে ফেলেছিল। এবং লোকে যে একে কৌতুককর বলে মনে করেনি — তাও

নয়, সত্যিই তারা ওরকমই মনে করেছিল। কিন্তু তারা মেমীলকে উদ্দেশ্য করে হাসেনি — ঘটনাটাকে উপলক্ষ্য করে হেসেছিল। কোনিরি এই মূল পার্থক্যকে বুঝতে পারল এবং এজন্য বড়ই হতাশ বোধ করল।

কোনিরির কল্পনা তার সামনে এই চিত্র তুলে ধরেছিল যে বসতির রাস্তা ধরে বৃদ্ধ মেমীল চলেছে, তার পিছনে পিছনে ছুটে চলেছে 'মীমীল!' বলে চিৎকার দিয়ে বিরক্ত করতে করতে যত ছেলের দল, তার এই কৌতুকজনক নাম বৃদ্ধের সঙ্গে এমন দৃঢ়ভাবে জড়িত হয়ে যাবে যে বসতিতে কেউ আর তাকে অন্য নামে ডাকবে না ... কিন্তু আগে যেমন ব্যঙ্গাত্মক নাম 'বাঁকা অঙ্গুল' তাঁর সঙ্গে জড়িত হয়নি, এখনও তেমনি কেউ তাকে 'মীমীল' বলে ডাকছে না। কোনিরি এ কথা উপলব্ধি করতে পারেনি যে ব্যঙ্গাত্মক নামটির প্রকৃত নামের সঙ্গে যতই সাদৃশ্য থাক না কেন, তা যদি সে ব্যক্তির উপযোগী না হয় তাহলে কখনও তা তার সঙ্গে জড়িত হবে না।

লোকের সঙ্গে কথা বলার সময় বহুবার কোনিরি মেমীলকে মীমীল বলে উচ্চারণ করেছে এবং প্রতিবারই অপর ব্যক্তি প্রশ্ন করেছে, 'কার কথা বলছ তুমি? কোন মীমীল?'

'কেন, তুমি কি জান না?' কোনিরি বিস্ময় প্রকাশ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে বলতে সুরু করে কিভাবে গ্রন্থাগারে মেমীল

তার নাম সইয়ে বানান ভুল করেছিল। কিন্তু প্রায় সব সময়েই অপর ব্যক্তি প্রথম কয়েকটি কথার পরই তাকে থামিয়ে দেয়ঃ

'ও, তুমি সেই কথা বলছ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি অবশ্যই জানি।'

সংক্ষেপে বলতে গেলে, কোনিরি কোন প্রকার সহানুভূতিই পেল না। মনে হতে পারে বৃদ্ধ মেমীল সবার উপরই মন্ত্র প্রয়োগ করেছে।

'বেশ তাহলে', কোনিরি ভাবল, 'বুড়ো আপদটা আমাকে যে অপমান করেছে তা যদি কেউ না ভোলে, আমি সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেব সে কিভাবে নিজেকে হেয় প্রতিপন্ন করেছে। সে আমাকে পত্রিকার ভিতর দিয়ে আঘাত করেছে, সুতরাং, আমিও পত্রিকারই ভিতর দিয়ে তাকে প্রত্যাঘাত করব। পরে সে তার ক্ষত স্থানে হাত বুলাক, পত্রিকার প্রবন্ধ কতকগুলি শব্দসমষ্টি মাত্র নয় যা যেকোন লোক বিদ্রূপ করে উড়িয়ে দিতে পারে। প্রতিটি সংখ্যা দু' সপ্তাহ ধরে ক্লাবে টাঙানো থাকবে এবং তারা পড়বার সময় পাবে। একমাত্র বৃদ্ধ মেমীল ছাড়া তাদের সকলে, শেষ লোকটি পর্যন্ত, কেউ আর অশিক্ষিত নেই, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আর তার পর তাকে জবাব দিতে হবে পরবর্তী সংখ্যায়, একটা জবাব চাই—এ হল তাদের অন্যতম নিয়ম। এবং উত্তরে সে কি বলতে পারে? এরকম কি ঘটেছিল?

হ্যাঁ, এরকম ঘটেছিল — যে কেউ এর সাক্ষ্য দিতে পারে। এবং এর অর্থ দাঁড়াবে:

'গত সংখ্যায় যেসব তথ্যের অবতারণা করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ প্রমাণিত হল!' ওই তথ্যগুলি কি অপমানজনক নয়? অবশ্যই তা অপমানকর। কেউ কি এখন পুরাতন ধারা আঁকড়ে থাকতে পারে এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণের বিরোধিতা করতে পারে? না! এবং তখন ঐ বৃদ্ধ ব্যক্তিকে দোষ মেনে নিতে হবে, গত সভায় যেমন সে নিজে, যাকে সে অপদস্থ করেছে, সব মেনে নিয়েছে।

এবং এইভাবে সে একদিন তার প্রবন্ধ লেখা সুরু করল। সে এই কাজে এত বেশী মগ্ন হল যে কিছুক্ষণের জন্য সব দুশ্চিন্তা ভুলে গেল।

অবশ্য সে যদি জানত যে মেমীল পাহাড়ের উপরে তাঁর প্রিয় জায়গাটিতে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, তাহলে সে হয়ত এটা কষ্ট করে লিখতে যেত না। যৌথখামারে কাজের শেষে বৃদ্ধ ব্যক্তিটি তাঁর সমস্ত অবসর সময় এখন পড়াশুনা করে কাটান। 'আমি ভাবতাম আমি ছুটি কাটাতে যাচ্ছি', তেগ্রীনে বলে, 'কিন্তু এখন বোধ হচ্ছে আমি এসেছি শিক্ষকতার ব্যবহারিক কার্যধারা শেষ করতে!'

অক্ষর পরিচয়ের ব্যাপারে তার বাবার দ্রুত উন্নতিতে আহ্লাদ সে চাপতে পারল না। যখন তার খাবারভূস্কে ফিরে

যাবার সময় হল সে তার ছাত্রের ভার স্কুল শিক্ষিকা ভালেন্তিনা আলেক্‌সেয়েভনার উপর দিয়ে গেল।

'এখন', তার কন্যার কাছে বিদায় নেবার সময় বৃদ্ধ মেমীল বললেন, 'তুমি আমাকে সবকিছু নিয়ে লিখতে পার। তোমার প্রেমের গোপন কথা আমাকে জানাতে পার, আর কেউ তা জানবে না। আমি তোমার সমস্ত চিঠি নিজে পড়ব এবং আর কাউকে আমার জিজ্ঞেস করতে হবে না। কিন্তু খেয়াল রাখবে, হাতের লেখা যেন পরিষ্কার হয়।'

পূর্বে মেমীলের প্রধান অসুবিধা খুব সম্ভবতঃ ছিল এই যে তিনি অক্ষরের উদ্দেশ্য কি তা উপলব্ধি করতে পারতেন না। তিনি শিখতে চেয়েছিলেন পড়তে এবং এক নিঃশ্বাসে জানতে, বইয়ের ভিতর কি আছে। কিন্তু তা না করে ওরা তাঁকে শিখিয়েছিল কেবল অক্ষরসমূহ যা তাঁর মনে হয়েছিল কেবল অর্থহীন, অসংলগ্ন শব্দমাত্র, আর কিছুই না। অক্ষরমালা, বই বুঝবার পক্ষে সহায়ক না হয়ে, তাঁর কাছে মনে হয়েছিল এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর যা সেই বিস্ময়কর পথে এগিয়ে যেতে বাধা দিয়েছে।

সই করার ব্যাপার তাঁকে বহু জিনিষ বুঝতে শিখিয়েছে। 'দেখতে পাচ্ছ, একটা অক্ষর কি করতে পারে', তখন কোনিরি

হাসতে হাসতে চিৎকার করে বলেছিল। এবং বৃদ্ধ মেমীল দেখতে পেলেন, সত্যিই এটা কিছু করতে সমর্থ। তুমি একটা অক্ষর বদলালে অমনি তা শব্দের সমস্ত অর্থ বদলে দিল।

এখন কিন্তু সেই দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেঙে গেছে এবং মেমীল তাঁর ধ্বংসাবশেষ অতিক্রম করেছেন, যেন ওটা একটা মাটির ঢিপিমাত্র।

মেমীল সানন্দে সমস্ত সময় পড়াশুনা নিয়ে কাটাতে পারতেন। তিনি অস্থিরভাবে মেয়ের জন্য অপেক্ষা করতেন, যতক্ষণই না তাঁর মেয়ে ইনরীনের সঙ্গে বাইরে থাকুক না কেন। যেমনি সে ঘরে ঢুকত মেয়ের কাছে সেই সন্ধ্যায় যা যা শিখেছেন সব খুলে বলতেন। তেগ্রীনের চোখ নিজে থেকে বন্ধ হয়ে না আসা পর্যন্ত তারা পড়াশুনো চালিয়ে যেত। তেগ্রীনের কাছে সত্যি এটা এক বিস্ময় যে, বৃদ্ধ কি করে এসব করেন, কারণ সে না জাগতেই বৃদ্ধ উঠে বেরিয়ে যেতেন পরের দিন সকালে তাঁর দলের সঙ্গে।

*   *   *

পুরো চার দিন ধরে কোনিরি তার প্রবন্ধ নিয়ে কসরত করল। প্রকৃতপক্ষে সে এটা তিন দিনে লিখেছিল, চতুর্থ দিনে সে মেমীলের একটা ব্যঙ্গচিত্র আঁকার চেষ্টা করে কাটাল। যখন বুঝল যে তার সমস্ত চেষ্টা কি বৃথা, সে স্থির করল

ব্যঙ্গচিত্র ছাড়াই চলবে এবং একমাত্র প্রবন্ধ নিয়েই সে সন্তুষ্ট হল।

'সকলের পঠনলিখন ক্ষমতার শত্রুকে ধিক!' কোনিরি এই আখ্যা দিল তার প্রবন্ধের। মুখবন্ধ নিম্নলিখিত রূপঃ

'আমাদের যৌথখামারের প্রত্যেকেই মেমীল নামে লোকটিকে জানে।' তারপরেই এল গ্রন্থাগারের ঘটনার বিবরণ।

প্রসঙ্গক্রমে, প্রবন্ধে এই কথা জানান হল যে উপস্থিত প্রত্যেকেই লজ্জায় মুখ ঢেকেছিল এবং প্রশ্ন করেছিল, 'আমরা আর কতদিন এরকম আচরণ বরদাস্ত করব?' এ নয় যে কোনিরি ইচ্ছে করেই মিথ্যে বলছিল—না, তা নয়, তার দৃঢ় বিশ্বাস যে এভাবে লিখলে তা কাগজের পক্ষে বেশী উপযোগী হবে। তার এ কথা লেখার মধ্যে বানান কিছু নেই কিন্তু তার মতে তথ্যের প্রকৃত বিবরণ অপেক্ষা উচ্চাঙ্গের শৈলীকে সংবাদপত্র বেশী পছন্দ করবে।

'আমাদের অনেক আগেই এ জিনিষ বন্ধ করা উচিত ছিল', প্রবন্ধ আরও দাবী জানাল। 'পর্ষদ্ সদস্যের কথা ছেড়েই দিলাম, এমন কি সাধারণের পক্ষেও এটা লজ্জার বিষয়। হ্যাঁ, সে পর্ষদের একজন সদস্য হতে পারে কিন্তু তার মানে এই নয় যে এ সম্পর্কে প্রত্যেকেই চুপ করে থাকবে।'

কোনিরি ভাবল গনোমের হাতে প্রবন্ধটা দেওয়া আশঙ্কার

বিষয়। গনোম ও মেমীল দু'জনেই এক মতের লোক। এবং সাধারণভাবে সে মনে করল যে সম্পাদকমণ্ডলীর যে কোন সদস্যকে পৃথকভাবে বিশ্বাস করা ঠিক নয়। সবচাইতে ভাল হবে এটাকে সরকারীভাবে সরাসরি সম্পাদকমণ্ডলীর সভায় দেওয়া। সে ক্ষেত্রে তারা এটা না প্রকাশ করে পারবে না।

কেনিরি রিণতুভগির কাছ থেকে জেনেছে যে সবচাইতে কাছাকাছি সভা বসবে দু'দিনের মধ্যে। কেনিরি সুমেরু স্টেশনে একটি লোককে জানত যার একটি ছোট্ট টাইপরাইটার আছে, সুতরাং, সে সেখানে গিয়ে তাকে প্রবন্ধটা টাইপ করে দিতে বলল। টাইপ করার পর প্রবন্ধটার আয়তন বিস্ময়করভাবে ছোট হয়ে গেল। হাতে লিখতে যা তিন পাতা লেগেছিল, টাইপে তা আধপাতার বেশী হল না। কিন্তু এসব সত্ত্বেও প্রবন্ধটিকে এখন অনেক বেশী জমকাল মনে হল।

* * *

স্কুলে এত বেশী নিস্তব্ধতা যে এমন কি নরম তরবাজা*র শব্দকেও ঢেকে রাখা যায় না। কেনিরির কাছে এটা অতি অদ্ভুত মনে হল কারণ তার মনে আছে স্কুল হল বিরাট

* তরবাজা — উত্তর মেরুবাসীদের হরিণের চামড়ার জুতো বিশেষ।

হৈচৈ'এর ব্যাপার। কিন্তু তা হলেও, সে চতুর্থ শ্রেণীতে উঠবার পর আর কখনও এমুখো হয়নি। আর সেও ত বহুদিনের কথা।

কিন্তু সম্ভবতঃ তার ছাত্রজীবনেও পড়াশুনার পর সন্ধ্যায় স্কুলগৃহ এখনকার মতই শান্ত ছিল, কেবল সে তখন এটা জানত না। কেনির বারান্দার মাঝখানে থামল। সে রিগতুভাগিকে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছে যে কোথায় ওদের সভা বসবে, কোন ক্লাশঘরে। সে উদ্দেশ্যহীনভাবে একটা দরজা বেছে নিল এবং ধাক্কা দিয়ে সেটা খুলল।

দরজার ঠিক উল্টো দিকে একটি কাঁচের আলমারি। এর তাকগুলো, দেখতে জীবন্ত, মরা পাখী দিয়ে সাজান। একটা বরফের মত সাদা সামুদ্রিক চিল কাঁচের ভিতর দিয়ে কেনিরির দিকে তাকিয়ে আছে।

ক্লাশঘরটি অন্ধকার, আলমারির উপর যে আলো পড়ছে তা আসছে বারান্দা থেকে। কেনির কৌতূহলী হল এবং ভিতরে ঢুকল। তার ছাত্রজীবনে এ রকম কোন বিস্ময় ছিল না।

সামুদ্রিক চিল ছাড়াও একটি নীল-কৃষ্ণ করমোরেন্ট-পাখী ছিল সেখানে। অপর তাকে ছিল আইডার এবং আর সব অন্যান্য সাগর পাখী। একদম উপরে রয়েছে সেই চটুল ছোট পাখীরা যাদের নাম পেকীচীন বা সামুদ্রিক কাদাখোঁচা

তাদের এমন দুষ্টু চেহারা যে মনে হচ্ছে ওরা এখখুনি উড়ে পালাবে এবং কোন ঢেউয়ের মাথায় গিয়ে বসবে, এটা তাদের প্রিয় খেলা।

কেনিরি প্রতিটি জিনিষকে অশেষ কৌতূহল নিয়ে দেখছে। এ রকম জিনিষ আগে দেখার সুযোগ তার কখনো আসেনি। হঠাৎ সে পিছিয়ে এল, তার মনে হল সে একটা ভয়ঙ্কর দানবকে কাঁচে প্রতিফলিত দেখছে। ধীরে ধীরে সে ঘুরে দাঁড়াল এবং বুঝতে পারল এটা আদৌ তার কল্পনা নয়, ঘরের অন্ধকার কোণে প্রকৃতই দাঁড়িয়ে আছে একটা নর-কঙ্কাল।

দানবটার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে, কেনিরি বারান্দায় বেরিয়ে এল এবং শিক্ষক এইনেসের গলা শুনতে পেল:

'তুমি কি আমাকে চাইছ, কেনিরি?'

কেবল তখনই কেনিরি স্মরণ করল তার আসার উদ্দেশ্য কি।

'শুভসন্ধ্যা, এইনেস্। হ্যাঁ, আপনাকেই চাইছিলাম। আমি সম্পাদকমণ্ডলীর সভায় এসেছি এবং আপনাদের পত্রিকার জন্য কিছু লেখা এনেছি... এখানে বেশ মজার জিনিষ আছে, দেখলাম।'

'হ্যাঁ, আমাদের কিছু কিছু জিনিষ আছে। এটা জীববিদ্যার ক্লাশ। এর পরিচালিকা হলেন ভালেন্তিনা

আলেক্‌সেয়েভনা। সম্পাদকমণ্ডলীর সভা পাশের ঘরে শিক্ষকদের কামরায়, চল, সেখানে যাওয়া যাক।'

তারা পাশের ঘরে গেল, দেখতে পেল রিণতুভগি আগে থেকেই টেবিলে বসে আছে। 'এটা ভালই হল', ভাবল কেনিরি, 'গনোম আসবার আগে এরা পড়বার সময় পাবে।'

সে একটা চেয়ারের উপর তার টুপি রাখল, একখানা চারভাঁজ-করা কাগজ পকেট থেকে বার করে এইনেস্‌কে দিল। শিক্ষক জোরে জোরে প্রবন্ধটি পড়লেন, রিণতুভগি শুনল, কেনিরি, বেশ সন্তুষ্ট হয়ে, এইনেসের গলার স্বরের সঙ্গে তাল রেখে মাথা নাড়তে লাগল, যেন প্রতিটি কথার সত্যতাকে সে প্রমাণ করছে। কিন্তু শিক্ষকমশায় পড়া শেষ না করতেই ঘরে এসে ঢুকল গনোম, মেমীল এবং জনৈকা রুশ মেয়ে, যাকে কেনিরি চেনে না।

'বেশ, এখন আমাদের সমস্ত মণ্ডলী এক জায়গায়', এইনেস্‌ বললেন। 'বসুন কমরেড্‌স, আপনাকে পরিচয় করিয়ে দিই। ভালেন্তিনা আলেক্‌সেয়েভনা, এই হল শিকারী কেনিরি, আমাদের নূতন সংবাদদাতা।'

কেনিরি করমর্দন করল, মেমীলের দিকে তাকাল বিরক্তি নিয়ে। বুড়োটা এখানে এসেছে কেন? আর ঠিক এমন সময়ে যখন তারা প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছে!

অপরপক্ষে কেনিরি এটাও খেয়াল করতে ভোলেনি যে এইনেস্ তাকে পরিচয় করিয়েছেন তাদের 'নূতন সংবাদদাতা' বলে। এর অর্থ, এইনেস্ খুশী হয়েছেন, তাঁর নিশ্চয়ই প্রবন্ধটা ভালো লেগেছে। কিন্তু এছাড়া আর কিইবা হতে পারত-- শিক্ষকমশায় একজন সমঝদার ব্যক্তি।

'শোন রিণতুভগি', কেনিরি জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের এখানে বাইরের লোক কেন?'

'বাইরের লোক কোথায় দেখছ? আমাদের মণ্ডলীতে এখন আমরা পাঁচজন।'

কিন্তু কেনিরি সংবাদটা হজম করার সময় পেল না।

'কমরেড গনোম', টেবিলের এক মাথায় বসা সভাপতির উদ্দেশ্যে এইনেস্ বললেন, 'কমরেড কেনিরি এখানে আমাদের জন্য একটি প্রবন্ধ এনেছেন। সম্ভবতঃ আমরা সেটা আরম্ভ করতে পারি?'

'তোমরা কি এটা নিজে পড়েছ?'

'হ্যাঁ এইমাত্র।'

'তোমাদের মত কি?'

'কমরেড রিণতুভগির কথা আমি বলতে পারি না, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি বিবেচনা করি যে আমরা কমরেড কেনিরিকে

ভবিষ্যতে আমাদের সংবাদদাতা হতে বলব। এ প্রবন্ধের কথা বলতে গেলে, স্পষ্টতঃই এটা খুব বেশী দেরী হয়ে গেছে।'

ইনি প্রবন্ধটা মেমীলের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। তিনি হাতটা যত দূরে পারলেন টান করে, বৃদ্ধরা যেমন করে থাকেন, ওটা নিয়ে ধীরে ধীরে উঁচু গলায় পড়তে লাগলেন:

'সকলের পঠনলিখন ক্ষমতার শত্রুকে ধিক।' কেনিরির দিকে ধূর্তভাবে আড়-চোখে তাকিয়ে বৃদ্ধ পড়ে চললেন যতক্ষণ না প্রবন্ধটি শেষ হল।

'কি দুর্ভাগ্য, এটা বড় বেশী দেরী হয়ে গেছে', তিনি বললেন এবং তাঁর সঙ্কুচিত চোখে ঝিকমিক করল হাসির ছোট্ট স্ফুলিঙ্গ। 'প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। বড়ই দুর্ভাগ্য, এটা একটা ব্যঙ্গচিত্রের পক্ষে কি চমৎকার বিষয়ই না হত, সত্যি নয় কি?'

কেনিরিকে এত হতবুদ্ধি মনে হল যে ব্যঙ্গচিত্রের কোন প্রয়োজন ছিল না—তার দিকে একবার তাকালেই হাসিতে ফেটে পড়ার পক্ষে যথেষ্ট। আবার সেই বৃদ্ধ মেমীলেরই জয়! কি করে এটা সে করল?

কেনিরি সম্পূর্ণ হতভম্ব। ধীরে ধীরে সে নিজের আসনে তলিয়ে গেল এবং অবাক হয়ে মেমীলের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

'উঠে বস কেনিরি', বললেন বৃদ্ধ মেমীল, 'তুমি বসেছ তোমার বিখ্যাত টুপিটার উপর...'

কেনিরি তৎক্ষণাৎ লাফ দিয়ে উঠল, কিন্তু বৃথাই সে তার টুপিকে সমান করবার চেষ্টা করল, টুপিটার চেহারা তার মালিকের মতই শোচনীয়।

সম্পাদকমণ্ডলীর সকলেই হাসতে লাগলেন। বৃদ্ধ মেমীল, যে অপরের চাইতে নিজের গাম্ভীর্য বেশীক্ষণ রক্ষা করতে পারেন, তিনিও হাসতে সুরু করলেন। কিছুতেই একথা মনে হবে না যে ক্লাশঘরে সম্পাদকমণ্ডলীর সভা বসেছে। বরং মনে করিয়ে দিচ্ছে হাসির ছবি দেখা আনন্দমুখর দর্শকদের। ভালেন্তিনা আলেক্‌সেয়েভনা এবং রিণতুভাগ আর সবার চাইতে বেশী দিল্‌দরিয়া হাসি হাসছে: এইনেস্‌ ইতিমধ্যেই তাদের বলেছেন কেনিরি জীববিদ্যার ক্লাশে কঙ্কাল দেখে কিভাবে পালিয়ে এসেছে।

* * *

দক্ষিণ দেশবাসীদের হাসি শুনবার সুযোগ আমার হয়েছে। তাদের হাসবার কায়দাটি চমৎকার, দিল্‌দরিয়া উচ্চ ধ্বনিসহ, অল্পে-উদ্দীপ্ত আন্তরিক ও আনন্দমুখর বহ্ন্যুৎসবের মত উজ্‌জ্বল সেই হাসি। কিন্তু তারা নিজেরাই আমাকে

বলেছে যে কোন কোন অত্যধিক রৌদ্রালোকিত অঞ্চলের লোকদের হাসির চাইতে অনেক বেশী ঘন ঘন ভ্রূ কোঁচকাতে হয়; তাদের জীবনে হাসির চাইতে কান্নার ঘটনাই বেশী। আহা, তাহলে কি চমৎকারই না হত যদি প্রতিটি স্থানে, পৃথিবীর সর্বত্র, এই আমরা, যারা সোভিয়েত রাষ্ট্রে বাস করি, আমাদের মত সংক্রামক, স্ফূর্তিবাজ হাসি হাসবার অধিক অবসর পেত! অথবা আমরা, যারা এই রাষ্ট্রের সুদূরতম উত্তরে বাস করি, তাদের মতও হাসতে পারত!

একটা মানুষের অদৃষ্ট

বরফ গলছে। সাদা থেকে নোংরা হল্‌দে রঙ ধরেছে বরফে; ইতিমধ্যে জায়গায় জায়গায় মাটি ফুটে বেরিয়েছে। আবহাওয়া গরম, আকাশ নীলে নীল। সংক্ষিপ্ত বসন্ত রাতে অন্ধকার ঈষৎ গাঢ় হয় এবং রাত্রি অধিকতর শীতল হয় কিন্তু বাসন্তী সূর্য আগেই ওঠে। আর তিন, চার দিন, বড় জোর এক সপ্তাহ, তারপর সূর্য আর অস্ত যাবে না। সূর্য ঠিক তার কিনারা দিয়ে দিগন্ত স্পর্শ করবে, অমনি আবার উদিত হবে এবং উষ্ণ সূর্যরশ্মি বরফের শেষ অবশিষ্টাংশকে গলিয়ে দেবে। সকাল হবে, দিন ও সন্ধ্যাও হবে, কিন্তু রাত্রি দেখা দেবে না আদৌ — সেই গ্রীষ্ম শেষ হবার আগে নয়।

কী মনোরম! বসন্তের মাসগুলিতে বস্তি আগেই জেগে ওঠে। কারও ঘুমোতে ইচ্ছে করে না — শীতকালে

অনেক ঘুমোন গেছে। যাই হোক না কেন, কে আশা করবে যে, বুনো হাঁসের বিরাট দল যখন বসতির মাথার উপর দিয়ে ভেসে চলেছে, তখন জাত শিকারী বিছানায় শুয়ে থাকবে। কিন্তু বুনো হাঁসের কথা ছেড়েই দিলাম, উনপেনের বলে, সে সিন্ধুঘোটকের চিৎকার শুনতে পেয়েছে। এবং উনপেনের এমন লোক যাকে বিশ্বাস করা চলে। কিন্তু এতে অবাক হবার কি আছে: বসন্তে যদি সাগর জন্তু না গর্জন করে ত কবে করবে? যে কোনভাবেই হোক, এই ত সিন্ধুঘোটক শিকারের সময়, এই ত সমুদ্রে শিকারের জন্য প্রাথমিক আক্রমণের কাল।

বরফ ঠিকই গলে চলেছে কিন্তু উপকূলবর্তী বরফের চওড়া বলয় এখনও যথেষ্ট দৃঢ়, এর উপর সর্বত্র ছড়িয়ে আছে স্থূল তুষারস্তূপ। এগুলোকে অতিক্রম করার বহু ফাটল আছে, তবু এরা আছে অবিকৃত। প্রতিদিন সমুদ্র, তীরের বলয় থেকে কিছু কিছু অংশ কেটে নিয়ে যাচ্ছে — ঢেউয়েরা দলের পর দল ভাসমান বরফরাশিকে নিয়ে চলেছে উত্তরে। কিন্তু তবু বন্ধনহীন জলরাশি থেকে সমুদ্রতীর বেশ দূরে, হয়ত পাঁচ অথবা ছয় কিলোমিটার বরফে তা ঢাকা।

জলের কিনারায় বরফের উপর বসে আছে শিকারী কেনিরি। বন্দুকটি হাঁটুর উপর এবং তার তীক্ষ্ণ চোখ খুঁজে বেড়াচ্ছে একটা শীল মাছকে অলক্ষিতে পাকড়াও করার জন্য।

তার মুখে একটি খুশীর ভাবঃ মাথায় গুলিখাওয়া দুটো জানোয়ার এর মধ্যেই পাশে পড়ে আছে। কেনিরির টিপ ভাল! একটু অপেক্ষা কর, ঢেউয়ের উপর একটা শীল তার গোল মাথাটা একবার দেখাক ...

রৌদ্র কেনিরিকে খুশী করেছে, ভাংগা তুষারস্তূপের উপর সূর্যের আলো চকচক করছে আনন্দে, এর স্পর্শ তাকে আদর করছে। বাতাস উষ্ণ ও প্রীতিপ্রদ, আদৌ শীতকালের মতো নয়, যখন কেনিরিকে কঠোর শীতে, ভাসমান-বরফ-ভেদকারী জলের কিনারে শীলের আশায় বসে থাকতে হয়। কেনিরি তার জায়গা ছেড়ে আদৌ নড়তে চাইছে না।

তার যাবার সময় হয়েছে অবশ্য। তার দলপতি তাকে সকাল আটটায় কাজে হাজির হবার জন্য সতর্ক করে দিয়েছেন। নৌকোয় মেরামতের কাজ করতে হবে। সে ভাবল সাতটা ইতিমধ্যেই বেজে গেছে কিন্তু সাতটা নাও হতে পারে।

ঐদিন সকালে কেনিরি খুব তাড়াতাড়ি উঠেছে। সমুদ্রতীরে আসতে কেউ দেখেনি তাকে। সে নিজ থেকে স্থির করে কিছুটা শিকার করবে এবং আটটা নাগাদ ফিরে যাবে। কিম্বা খুব বেশী হলে ন'টায় ... নৌকো ত আর শীল মাছ নয় — জলে দৌড়ে পালাবে না। মেরামতের কাজ ন'টাতেও আরম্ভ হতে পারে।

কিন্তু শিকার এমন জিনিষ যার থেকে অত সহজে উঠে আসা সম্ভব নয়, বিশেষ করে কেনিরির যেমন সৌভাগ্য ঘটছে তেমনি ভাগ্য যদি কারও দেখা দেয়। তার নিশ্চিত ধারণা যে সে তিন নম্বর শীল মাছের সাক্ষাৎ পাবে। ব্যস, তারপর সে চটপট চলে যাবে।

কিন্তু তিন নম্বর শীল মাছের আসার তাড়াহুড়ো নেই। বেশ ত, তাই যদি হয় কেনিরি অপেক্ষা করবে। সে বসে আছে তার নরম শীল চামড়ার থলের উপর, পিঠ খাড়া হয়ে আছে পুরোনো তুষারস্তূপের পিছনে। যে জায়গা বেছে নিয়েছে তা এত আরামপ্রদ যে সে না নড়েচড়ে সেখানে সারা দিন বসে থাকতে পারে। এবং শিকারীর পক্ষে এর চাইতে ভালো আর কিছুই নেই। একটুও নড়াচড়া নেই — বিন্দুমাত্র শরীর নেড়ে তার উপস্থিতি জানান দেওয়া হবে না — এই ত শিকারীর সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ম।

কেনিরি নিশ্চয়ই এই নিয়মকে খুব বেশী বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করছে,এত বেশী যে, বাস্তবিক, মৃদু রৌদ্রালোকে, কোমল বাতাস, ঢেউয়ের অলস প্রবাহ এবং তার নিজের চিন্তার অলস প্রবাহে লালিত হয়ে ঘুম ঘুম ভাব থেকে শেষ পর্যন্ত সে ঘুমিয়ে পড়ল। তার মাথা ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে আর তার ফলে সে জেগে উঠল।

'সুতরাং... আমার এখন অবশ্যই যাওয়া উচিত, মনে হয়', সে বিবেচনা করে, 'নইলে শীগ্‌গিরই আমার এত বেশী ঝিমুনি আসবে যে আমি ঘুমিয়েই পড়ব।'

সে কল্পনায় দেখতে পেল যে শিকার নিয়ে সে বাড়ী ফিরছে। ছেলেরা ছুটে আসছে তার কাছে। তাদের প্রত্যেকে — তার চার ছেলের প্রত্যেকে — একটি করে শীল চোখ পেয়েছে যা তাদের প্রিয় খাদ্য। কিন্তু তার স্ত্রী এবার শীল চোখের স্বাদ পেল না, সে নিজেও না। যদি আর একটা শীল দেখা দিত, এটা হলে তার পরিবারের পক্ষে যথেষ্ট হত।

সমুদ্রে বহুদূরে স্টীমার থেকে দুটো ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা দিল। 'ও, তাহলে ওরা নৌচলাচল সুরু করেছে, সত্যিই কি তাই', কেনিরি ভাবল। সে স্টীমার সম্পর্কে জল্পনা করতে লাগল — কোত্থেকে তারা আসছে আর কোথায় বা তাদের গন্তব্য এবং কত সময় ধরেই বা তারা আছে সমুদ্রে। কেনিরি আরও কিছুক্ষণ থাকবে বলে স্থির করল যতক্ষণ না স্টীমারের ধোঁয়া তার বরাবর হয়। তা হতে আধঘণ্টার বেশী লাগবে না। এবং যখন ডান দিকে মাথা ফিরিয়ে ধোঁয়া দেখার প্রয়োজন হবে না, তখন সে ঘরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে। ইতিমধ্যে যদি তিন নম্বর শীল দেখা দেয়, বহুৎ আচ্ছা, আর তা যদি নাও

হয়, এ নিয়ে সে আক্ষেপ করবে না। একবারে দুটো শীল শিকার, এমন কিছু খারাপ নয়।

এইভাবে প্রশ্নের সমাধান করে কেনিরি ঘুমোতে লাগল। এবার তার মাথা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল না কিন্তু ধীরে ধীরে কাঁধের উপর কাৎ হল। সে কল্পনা করতে লাগল তার শিকার করা জিনিষ নিয়ে সে বসতির রাস্তা দিয়ে চলেছে। রাস্তায় বহু লোকের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হচ্ছে, তার একজন হল বৃদ্ধ মেমীল। বৃদ্ধ লোকটি একটা শীল পরীক্ষা করল, পরে আর একটা এবং বলল, 'একেই আমি বলি খাসা শিকারী। দেখ, দু'বারই সে ওদের মাথায় মেরেছে এবং চোখগুলো আস্ত আছে। চালাক ছেলে!' কেনিরি ঘুমের মধ্যে হাসল। সব সময়েই প্রশংসা পাওয়া ভাল, বিশেষ করে বৃদ্ধ মেমীলের কাছ থেকে যে তাকে নিষ্কর্মা এবং হাড়-আলসে বলে গাল দিয়েছে। সে তাকে সব জায়গাতেই গালমন্দ করেছে— সভাতে এবং এমন কি প্রাচীর-পত্রিকাতে। এবং এখন— সে কেনিরিকে প্রশংসা করছে এবং তাকে চতুর ছেলে বলছে। তোমরা যাই বল না কেন, মেমীল বেশ ভাল বুড়ো! কেনিরি লজ্জিতভাবে প্রস্তাব করল এখন বিষয়ের পরিবর্তন করা যাক এবং জিজ্ঞেস করা যাক কটা বাজে। 'সাড়ে সাতটা', বৃদ্ধ মেমীলের পাশে দাঁড়িয়ে যৌথখামারের কোষাধ্যক্ষ রচগীন

উত্তর দিল। 'তাহলে এবার আমাকে যেতে হয়', কোনির বলল। 'শীলগুলোকে বাড়ী নিয়ে যাব এবং আটটা নাগাদ কাজে হাজির হব।'

পরে সে স্বপ্ন দেখতে লাগল, সে বাড়ীতে এসেছে। শীলের একটা চোখ সে তার ছোট্ট কোলকাকে দিচ্ছে। কোলকা দুহাত দিয়ে ওটাকে নিয়ে মুখের মধ্যে এক গালে পুরে দিল। গালটা ফুলে উঠল এবং বিরাট আকার ধারণ করল — প্রচণ্ডরকমের বড়। গাল ভেদ করে চোখটা দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার এবং আরও পরিষ্কার। না, এটা শীল চোখ নয়, এটা বৃদ্ধ মেমীলের চোখ। বৃদ্ধটি চোখ কোঁচকাল এবং কঠোরভাবে বলল: 'আবার ফাঁকিবাজি? তোমাকে ধিক! দলের সবাই তোমার জন্য অপেক্ষা করছে আর তুমি পালিয়ে এসেছ সাগর পারে।' কোনির কাঁপতে লাগল এবং তার চাউনিতে লজ্জা পেল, ফিরে পালাবার চেষ্টা করল সে, কিন্তু পারল না। সে বলতে চাইল দলে যোগ দেবার সময় তখনও আছে কিন্তু সে কথাও বলতে পারল না।

সৌভাগ্যক্রমে মেমীলের কোঁচকান চোখ অদৃশ্য হল। কোনির কল্পনা করল সে নৌকো চড়ে যাচ্ছে। মোটর বন্ধ করা হল এবং নৌকোটা ধীরে ধীরে সমুদ্রের ঢেউয়ের উপর দুলতে লাগল।

জেগে কোনিরি ভাবল তার সামান্য একটু তন্দ্রা এসেছিল — প্রথমবারের মত, সেকেন্ডখানেকের বেশী নয়। সে স্টীমারের ধোঁয়ার জন্য চারদিকে চেয়ে দেখল কিন্তু তা দেখতে পেল না। কোথায় গেল তা? তবে কি সে স্টীমার চলে যাওয়ার মত বেশী সময় ধরে ঘুমিয়েছে আর ধোঁয়া মিলিয়ে গেছে দিকচক্রবালে? কোনিরি উঠে দাঁড়াল, প্রাণ ভরে হাই তুলল, নিজেকে টান করল এবং দুপাশে হাত ঘসল। 'ঠান্ডা পড়ে এসেছে', সে ভাবল। 'রৌদ্র যতটা গরম ছিল ততটা নেই।' সে শীলদুটোকে বাঁধবার জন্য ঝুঁকে পড়ল, তখনই আবার হঠাৎ সেই ঘুমের মধ্যেকার মৃদু ঝিমুনি অনুভব করল। সে পুরো সটান হয়ে দাঁড়াল, তার চোখ ফেরাল তীরের দিকে। সে যা দেখল তাতে ভয়ে সে কাঠ হয়ে গেল। শীলদুটো তার হাত থেকে খসে পড়ল। বরফাবৃত উপকূল থেকে খসে আসা বরফখন্ডের উপর সে সমুদ্রে ভেসে চলেছে! তার সম্মুখে অবারিত জলের কালো বিস্তৃতি। দূরে, বহুদূরে আয়ত্তের বাইরে খাঁজ-কাটা বরফ-ঢাকা উপকূল আর বসতি আদৌ চোখে পড়ছে না।

কোনিরি ভাসমান বরফের কিনারে ছুটে এল এবং গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগল। সে চিৎকার করতে লাগল, জানোয়ারের মত বাক্যহীন, আশাহীন সেই চিৎকার, মাথার

উপর হাত নাড়তে লাগল আর পা দাপাতে লাগল। তারপর, হঠাৎ একসঙ্গে সমস্ত শক্তি হারিয়ে সে পড়ে গেল কিন্তু তার গলা থেকে তখনও ক্ষুব্ধ চিৎকার ধ্বনি কষ্টে সৃষ্টে বেরিয়ে আসছে।

যাই হোক, কয়েক মিনিটের মধ্যে হতাশার ভাব চলে গেল। কোর্নারি উঠে বসল এবং যেদিকে বসতি ছিল বলে ধারণা করল সেদিকে তাকাল। এখন তার কি করা দরকার?

কিন্তু যতই চেষ্টা করুক না কেন, সে কোন কিছুই ভেবে উঠতে পারল না। একমাত্র জিনিষ হচ্ছে — অপেক্ষা করা, এক উদ্ধারকারী দলের জন্য অপেক্ষা করা এবং যতক্ষণ পারে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা। তার আছে ঐ শীলদুটো আর আছে বারোটা কার্তুজ, বলা যেতে পারে সত্যি আরো বারোটা শীল মাছ। যে কোনভাবেই, দশটার কম নয়। খাদ্য তার অনেক দিন ধরেই চলবে, বস্তুতঃ, যতদিন সে ভাসমান বরফের উপর বেঁচে থাকার আশা করতে পারে তার চাইতেও বেশী।

সে যে ক্ষুধায় মরবে না, এটা নিশ্চিত। বিপদটা সে ব্যাপারে নয়। আসল বিপদ হল দিন দিন ভাসমান বরফ ক্ষয় পেতে থাকবে, অধিকতর পাতলা, ছোট এবং অপেক্ষাকৃত কম নির্ভরযোগ্য হতে থাকবে যতক্ষণ না এটা একেবারে গলে যায়, টুকরো টুকরো হয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়। যতক্ষণ ভাসমান বরফ

আস্ত আছে ততক্ষণে যদি ওরা তাকে রক্ষা করতে না আসে, কৌনিরি আর তার সন্তানদের, স্ত্রীকে এবং বন্ধুদের দেখতে পাবে না এবং এখানেই তার সব শেষ হয়ে যাবে।

অতঃপর কৌনিরি ভাসমান বরফে শিকারীর ভেসে-যাওয়ার যেসব ঘটনা জানত, সেগুলোকে স্মরণ করতে আরম্ভ করল। খোদাইকারী গেমাউগের পুত্র ইনরীন যখন বালক ছিল, একবার ভেসে গিয়েছিল। তখন সে পনের বছরের হবে। কৌনিরির একথা ভাল মনে আছে — সে নিজে ছিল উদ্ধারকারী দলের একজন। তারা ছেলেটি মরে গেছে বলে ভেবেছিল, কিন্তু দশ দিন বা ঐরকম সময়ের ভিতর পার্শ্ববর্তী বসতি থেকে শিকারীরা তাকে বাড়ী নিয়ে আসে — শ্রান্তিতে অজ্ঞান অবস্থায় বরফের উপর থেকে ওরা ওকে উদ্ধার করে।

লোকে বলে মেমীলও ভেসে গিয়েছিল। সে বহুদিন আগের কথা — এমন কি কৌনিরির জন্মও হয়নি তখন। সত্যি, মেমীল ভেসে গিয়েছিল বহুদূরে বিদেশের সমুদ্রতটে; ওরা বলে বিদেশে সে সাত বছর ঘুরে বেড়িয়েছে। কিন্তু শেষটায় সে ঠিকই ফিরে এসেছিল, যে কোনভাবেই হোক, ফিরে এসেছিল!

কিন্তু উভয়েই ভেসে গিয়েছিল শীতকালে সুতরাং তার বর্তমান অবস্থার সঙ্গে তার কোন তুলনা চলে না। শীতকালে

একখণ্ড ভাসমান বরফ একটি ভেলার সমান। ওতে করে একমাস, এমন কি প্রয়োজন হলে দু'মাস পর্যন্ত ভেসে যাওয়া যায়, গলবার কোন ভয়ই নেই। কিন্তু বসন্তকালে... গত বছরের আগের বসন্তে উস্ত্-আমগুয়েমা থেকে একজন শিকারী ভেসে গিয়েছিল — তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। বরফখণ্ড নিশ্চয়ই খুব ছোট ছিল। বসন্তকাল এমন সময় যখন বরফের উপর মানুষ বেশীদিন থাকতে পারে না। সূর্য একে উত্তপ্ত করবে এবং তরঙ্গ একে অল্পে অল্পে গ্রাস করবে এক গ্লাস চায়ের মধ্যে এক তাল চিনির মত।

কত আগ্রহ ভরে, কত প্রাণান্তকরভাবে এখন বাড়ী যাবার, সামনে এক মগ উষ্ণ চা নিয়ে টেবিলে বসার ইচ্ছা কেনিরির!... হাতদুটোকে গরম করার জন্য মগটাকে দু'হাত দিয়ে চেপে ধরা, উষ্ণ, সৌরভময় বাষ্পকে নিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করা, চা'টাকে ছোট্ট, ধীর চুমুকে পান করা ... আহা, মাত্র এক চুমুকও হত যদি!

যতই সে ভাবতে লাগল, ততই যেন তা স্পষ্ট হতে লাগল: তার উদ্ধার পাওয়ার সম্ভাবনা খুব, খুবই কম। সে তার সন্তানদের স্মরণ করল এবং তৎক্ষণাৎ এই চিন্তা এল... 'সম্ভবতঃ আমি আর তাদের দেখতে পাব না'। তার ভবিষ্যৎ ভাগ্যের অনুমান হঠাৎ পরিবর্তিত হল পরিষ্কার, নিষ্ঠুর

মৃত্যুর সম্ভাবনায়। প্রথমে যা সে উপলব্ধি করেছিল তা যদি হয় পশ্চাচিত ভীতি, বর্তমানে যে অনুভূতি তাকে আঁকড়ে ধরল তা হল চরম হতাশা যা তার মর্মস্থলকে বিদ্ধ করল।

ধীরে ধীরে কেনিরি উঠল এবং তার থলির কাছে গেল। এখন থেকে হাল্কাভাবে এবং সতর্কতার সঙ্গে তাকে পা ফেলতে হবে যাতে এই ক্ষুদ্র বরফের পাত, যার উপর তার জীবন নির্ভর করছে, তাকে যত দীর্ঘকাল সম্ভব টিকিয়ে রাখতে পারে। সে থলির উপর বসল এবং চিন্তা করতে লাগল। সূর্য বেশ নীচে নেবেছে।

সে তার গৃহ আর পরিবারের কথা ভাবতে লাগল; তার স্ত্রী ইতিমধ্যেই দুশ্চিন্তা করতে সুরু করেছে ... যদিও কেই-ই বা তা বলতে পারে, কেনিরি ত প্রায়ই খুব দেরী করে বাড়ী ফিরত। তার চারটি সন্তানের দুশ্চিন্তাই তার পক্ষে যথেষ্ট কঠিন — দুই জোড়া যমজ, বড় দু'টি চার বছরের এবং ছোট দু'টির প্রত্যেকে দু' বছর।

দলের লোকও প্রায়ই তার অনুপস্থিতিতে অভ্যস্ত ছিল। দলপতি হয়ত তার বাড়ীতে এসে থাকতে পারেন এবং কেনিরি বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে গেছে জেনে নিশ্চয়ই অভিশাপ দিয়েছেন, তারপর হাত নেড়েছেন এবং নিজের কাজে চলে গেছেন।

একটি প্রাণীও জানে না সে কোথায় গেছে। এখনও পর্যন্ত কেউ তার খোঁজ করেনি, কেউ তার অনুপস্থিতি সম্পর্কে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ নয়। পরের দিনের সকাল ছাড়া খোঁজ করার সম্ভাবনা নেই — যখন এটা জানাজানি হবে যে সে রাত্রিতে বাড়ী ফেরেনি।

সূর্য দিকচক্রবাল পর্যন্ত নেবে এল এবং সমুদ্রের উপরিভাগকে বিদীর্ণ করে একটা ঝিকিমিকি স্বর্ণাভ বর্ম -- ভাসমান বরফ থেকে প্রসারিত হয়ে সেই পর্যন্ত বিস্তৃত হল যেখানে জ্বলন্ত চক্রটি জল স্পর্শ করছে। এবং এখন সেই চক্রের নিম্নাংশ অদৃশ্য হয়ে গেল দিকচক্রবালের নীচে; তারপর সবটাই একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল — যেন ওটা সমুদ্রের মধ্যে ডুবে গেল। সোনালী পথটিও লুপ্ত হয়ে গেল, অন্ধকার ঘনাতে লাগল, কিন্তু কেনিরি জানত যে আধঘণ্টারও কম সময়ে সূর্য আবার আকাশে উঠবে এবং আবার বরফ গলাতে সুরু করবে। এটা ঠিক ওখানেই উঠবে, যেখানে অস্ত গেছে তার সামান্য দক্ষিণে।

* * *

কেনিরি বেশী সময় ধরে বিমর্ষ হয়ে থাকার লোক নয়। যদিও কোনও কিছুই ভালর দিকে যায়নি এবং গতদিনের চাইতে অধিকতর খুশী হবার মত কিছুই ঘটেনি — কেনিরি

গুম্‌ হয়ে চিন্তা করবে না। এমন কি বিষণ্ণতম, সর্বাপেক্ষা নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিও কেনিরিকে মাত্র সামান্য সময়ের বেশী বিষাদগ্রস্ত করতে পারে না। অবস্থার পরিবর্তন নাও ঘটতে পারে কিন্তু কেনিরির বিষাদ ভাব নিঃশেষ হবে, চলে যাবে।

সকালটা মেঘলা এবং কেনিরি এতে কিছু সান্ত্বনা পেল, কারণ মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ভাসমান বরফের পক্ষে রোদের চেয়ে ভাল।

স্রোত তাকে ক্রমশঃ উত্তরের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল, দূর থেকে আরও দূরে ঢুকোত সমুদ্রের ভিতরে। কিন্তু খুব ভালভাবে তীরের দিকে তাকিয়ে, একটা সরু, হাল্কা-রঙা প্রায় মেঘের-সাথে-মেশা ফালি তখনও চোখে পড়ছে। দূরত্বটা তার উদ্ধারকারীদের পক্ষে কিছুই না। নিঃসন্দেহে তারা মোটরবোট নিয়ে আসবে এবং তাদের সঙ্গে দূরবীণ থাকবে।

কেনিরি প্রথমে তার আয়ত্তে বরফের যতটা শক্ত বহির্ভাগ আছে তাকে গোলাকার করল। সে প্রত্যেকটি ফাটলকে আগাগোড়া খুঁটিয়ে দেখল, প্রকৃতপক্ষে বড় ধরনের একটাও নেই — একদম শেষ প্রান্তে সামান্য কয়েকটি ছেঁদা আছে মাত্র। একটিমাত্র ছোট টুকরো, শীলের চাইতে বড় নয়, রাত্রিতে খসে গেছে এবং ত্রিশ মিটার মত দূর দিয়ে ভেসে চলেছে।

তার ভাসমান বরফখণ্ড একটা পুরো ইয়ারাঙগাকে ধারণ করতে পারে। প্রায় একটি সরল রেখায় কয়েকটি তুষারস্তূপ উঠেছে, কোন কোনটা মানুষের সমান উঁচু, অন্যগুলো আর কিছুটা উঁচু। মাঝের দুটো স্তূপের মাঝখানে একটা টাটকা সলিলের জলা যাতে জল জমেছে দ্রবমান বরফ থেকে। উপকূলের তুষারবলয় থেকে বিচ্ছিন্ন, উপরে বরফস্তূপ, এবং একটা থেকে আর একটা বেশ কিছু দূরে অবস্থিত, সমুদ্রের বুকে ভেসে চলেছে আরও অনেক বরফখণ্ড।

নিরাপত্তার জন্য কেনিরি তার সমস্ত জিনিসপত্র: বন্দুক, শীল মাছ, চামড়ার থলে, জল থেকে মরা শীলগুলোকে টেনে আনার জন্য তার শিকারের দণ্ড ও বল্লমকে বরফখণ্ডের মাঝখানটায় নিয়ে এল। এটা করা হলে, সে শীলদুটোকে পরিষ্কার ও অন্ত্রহীন করে একটা স্তূপের পাশে শুইয়ে রাখল। প্রাতরাশের জন্য শীল মাছের কিছুটা যকৃৎ ভক্ষণ করল সে। সত্য যে, তাকে এটা কাঁচাই খেতে হল কিন্তু তাতে তার উৎসাহ কিছু কমল না। তার দাঁতে সেটা সইল — তার মত দাঁত দিয়ে চামড়ার বেল্টও চিবিয়ে খাওয়া যায় — কাঁচা শীলমাংস খাওয়া ত কিছুই নয়। স্বাদের ব্যাপার — অবশ্য, একটু অস্বাভাবিক বোধ হল, কিন্তু কেনিরি তখন এত ক্ষুধার্ত যে যেকোন জিনিষই তার কাছে উপাদেয় মনে হত।

ভোজনের শেষ পর্ব হিসেবে ছিল ঠাণ্ডা ও নোনা শীলের চোখ, সে ওটাকে জলার টাটকা জল দিয়ে ধুয়ে নিল। প্রাতরাশের পর তখনো অগলিত বরফ নিয়ে জলার দক্ষিণদিক ঘিরে একটি দেওয়াল তুলে দিল। মেঘ যদি ছিন্ন হয় জলটা থাকবে ছায়ায় এবং তা শূন্যে মিলিয়ে যাবে না। ধারণাটা এই যে দ্রবমান বরফ সমুদ্রে অনাবশ্যকভাবে গড়িয়ে না গিয়ে জলার ভিতর পড়বে, নূতন টাটকা জল দেবে। কেনিরি তার আবিষ্কারে খুব খুশী হয়ে যেখান থেকে পারল হলুদ-ধূসর সিক্ত বরফ খুঁড়ে নিল তার দেওয়ালের জন্য, সেটা তখন তার কোমর সমান হয়েছে।

এরপর তার কি করণীয় আছে? কেনিরি তার থলের উপর বসে বন্দুক পরিষ্কার করতে লাগল। যখন সে বুঝেছিল যে কি বিপদে পড়েছে তখন গতকাল তার কয়েকটা গুলি ছোড়া উচিত ছিল হয়ত? না, তা কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করত না অথবা কেউ সন্দেহ করত না যে কোন গোলযোগ ঘটেছে। বসতির চারপাশে শিকারীরা হামেশাই গুলি ছুড়ছে। আর যাই হোক, তার শীল শিকার কাউকে সচকিত করেনি। এবং তারপর কথা হল, যা কাল করা হয়নি, তা নিয়ে বিব্রত বোধ করে লাভ কি? কোনভাবেই, এখন ত আর ফিরে গিয়ে তা করা যাবে না। যেভাবে সে আর্ত চিৎকার দিয়েছিল আর পা

দাপিয়েছিল তা স্মরণ করে সে হেসে ফেলল। ভাগ্য ভাল, কেউ দেখে ফেলেনি!

সেদিন বা তার আগের দিন অনুসন্ধানের কাজ সুরু হয়েছে — তাতে কি এসে যায়? বরফখণ্ডে বসে কয়েক ঘণ্টা বেশী ভেসে যাওয়া বই ত নয় — এ ছাড়া আর কি। যথেষ্ট মাংস আছে, জলও আছে এবং বরফখণ্ডটা আরও হপ্তাখানেক বা ঐ রকম সময় পর্যন্ত আস্ত থাকবে। যাই হোক, বসতিতে বলার মত চমৎকার গল্প পেল সে।

যেভাবেই হোক, এখন নাগাদ অনুসন্ধান সুরু হয়ে থাকবে নিশ্চয়ই, সুতরাং দুশ্চিন্তার আর কিছু নেই। কিন্তু যদি তা না হয়ে থাকে? যদি তারা আদৌ এ কাজ না করে? তার স্ত্রী অবশ্য সবপ্রথমেই যৌথখামার সভাপতি ভামচের কাছে ছুটে গেছে। কিন্তু ভামচে যদি অনুসন্ধানী দল পাঠাতে না চায় ত কি হবে? 'কি?' সে বলবে, তুমি কেনিরিকে হারিয়েছ? তোমার মনে হয় সে সমুদ্রে ভেসে গেছে? বেশ, তাই যদি হয়, তাহলে তার পক্ষে ঠিকই হয়েছে। তাকে ছেড়ে তোমার অবস্থা বেশী কিছু খারাপ হবে না, আমাদেরও না। ঐ আলসেকে দিয়ে কোন কাজ হবে? আমি আমার ভালো লোকগুলোকে কাজ থেকে নিয়ে, কেনিরির জন্য তাদের জীবন বিপন্ন করতে পাঠাব না। মোটরবোটটাকেও আমি বিপদে ফেলতে চাই না।

সমুদ্রে বহু ভাসামান বরফ আছে। যদি তারা ওটাকে গ'ড়ো করে ফেলে ত আমি কি করব? আর মানুষগুলোকে আমার এখন এখানে যৌথখামারের কাজে লাগবে।'

এবং পর্ষদের সদস্য বৃদ্ধ মেমীল যদি সে সময়ে ভামচের কাছে থাকে তাহলে সে তার পক্ষ থেকে কিছু যোগ করবে: 'আমি কেনিরির কাছ থেকে কখনই কোন কিছু ভাল আশা করিনি', সে বলবে। 'সে সম্পূর্ণ অপদার্থ, আত্মম্ভরি ও আলসে। তিরস্কার এবং তোষামোদ করে এক দল থেকে আর এক দলে তাকে বদলি করে, আমরা কি ওকে নিয়ে যথেষ্ট হৈ-হাঙ্গামা করিনি? একবার হয়ত মনে হয়েছে সে পথে এসেছে এবং যেমন করা উচিত তেমনি কাজকর্ম সুরু করেছে। এখন আবার সে ভবঘুরেমি করতে বেরিয়েছে। এটা তার নিজের তৈরী ফ্যাসাদ। যদি পারে, সে নিজে এর থেকে নিজেকে উদ্ধার করুক।'

বন্দুক পুছতে পুছতে কেনিরি মনে মনে হাসল। ভামচে অথবা মেমীল তাদের জীবনে কখনও অবশ্য এরকম কথা বলবে না। ভামচে, খুব সম্ভব, নিজেই হয়ত অনুসন্ধান কার্যে যোগ দিয়েছে। আর বৃদ্ধ মেমীলও স্বেচ্ছায় ওদের সঙ্গে যাবে, ওরা যদি তাকে সঙ্গে নেয়। নিঃসন্দেহেই তারা ইতিমধ্যেই অনুসন্ধান সুরু করেছে।

কিন্তু তবু কৌনির একটু অস্বস্তি বোধ করল। সে তার প্রতিবেশী এবং সহকর্মীদের মুখ দিয়ে যে কথা বলাচ্ছে, সে কথা, খুলে বলতে গেলে, আদৌ খুব বেশী মিথ্যে নয়। তার আলস্য, অহমিকা এবং যেভাবে তার কাজ করা উচিত তা করতে অনিচ্ছা, কাজে মনপ্রাণ না ঢেলে দেওয়ার জন্য সে একাধিকবার তিরস্কৃত হয়েছে। হ্যাঁ, এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে ঐ তিরস্কারের সবটাই যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত হয়েছে।

এবং সত্যি বলতে গেলে, সে কি যৌথখামারের কোন কাজে লেগেছে ? তার হাতের টিপ ভাল কিন্তু সেটিই একমাত্র জিনিষ নয় যা একজন ভাল শিকারীর থাকা উচিত। তাছাড়াও তাকে শক্ত এবং অধ্যবসায়ী হতে হবে। উনপেনের বা রিগতুভগির চাইতে তার হাতের টিপ কম নয়। ওরা ওর চাইতে সম্ভবতঃ খুব বেশী যা দাবী করতে পারে তা হল দু'চারটে টিপ বেশী। কিন্তু ওরা দু'জন হল বিখ্যাত শিকারী, ওরা সব সময়েই কৌনিরির চাইতে অনেক বেশী শিকার নিয়ে বাড়ী ফেরে। ওদের ছবি কখনও সম্মান ফলক থেকে বাদ যায় না, ওরা নিশ্চয়ই এমন কতকগুলি গুণের অধিকারী যা কৌনিরির নেই।

কৌনিরির হাতের গুণ আছে। একবার তার শ্বশুরকে উপহার দেওয়ার জন্য এমন একটি চমৎকার স্লেজগাড়ী সে

বানিয়েছিল যে সমস্ত বসতি তার প্রশংসা করেছিল। কিন্তু হরিণপালক দলের জন্য ভামচে যখন তাকে ও ধরনের একটা বানাবার জন্য নিযুক্ত করলো, সে কাজটা আরম্ভ করল বটে, কিন্তু, যেকোন ভাবেই হোক, কোন দিনই সেটা শেষ করল না। আজ পর্যন্তও তা শেষ হয়নি।

এবং অসংখ্যবার যৌথখামারের কাজে ফাঁকি দিয়েছে বলে সে তিরস্কৃত হয়েছে। হয় সে তুন্দ্রায় গেছে শিকার করতে কিম্বা সবচাইতে গরমের সময়, নূতন নেকটাই বিক্রি হচ্ছে শুনে পার্শ্ববর্তী বসতিতে গেছে তার সন্ধানে। কিম্বা ঘুরতে ঘুরতে গেছে সুমের্ দ্টেশনে সহকারী চিকিৎসকের সঙ্গে দাবা খেলতে।

দাবার কথা বলতে গেলে, এ কথা মানতেই হবে যে 'উত্রো' যৌথখামারে কেনিরি ছিল সর্বোৎকৃষ্ট দাবা খেলোয়াড়। আর কেবল যৌথখামারেই নয়, জেলা দাবা প্রতিযোগিতায় অন্যতম প্রধান স্থান সে অধিকার করে। এমন কি আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার জন্য তাকে আনাদীরেও পাঠান হয়েছিল। কিন্তু যৌথখামার-কর্মীদের বেশীর ভাগ এটা তার কৃতিত্ব বলে ধরে না, বিশেষ করে কর্তৃপক্ষ...

সত্য যে আনাদীরে কেনিরি অত্যন্ত খারাপ খেলেছিল এবং একেবারে শেষের আগের স্থানটি পেয়েছিল। এবং

তারপর অবশ্য খাবারেভ্স্কে যৌথখামারে দাবা খেলোয়াড়দের আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় ওরা তাকে পাঠায়নি। এবং উক্ত খেলার জয়ী বড় আনুয়ে থেকে আসা আইগীনতো নামে হরিণপালক খাবারভ্স্কে যাবার আগে বলেছিল: 'তুমি বেশ ভালই খেলতে পার, কেনিরি, কিন্তু খেলার নীতি তোমার জানা নেই, তোমার যা দরকার তা হল নীতি সম্পর্কে ঠিকভাবে অনুশীলন করা...'

কেনিরি বন্দুক রেখে দিল, উঠে দাঁড়াল এবং চারদিকে তাকাল। তার মনে হল সে পৃথিবীতে একমাত্র জীবন্ত প্রাণী, মৃত্তিকার উপর নয়, জলের উপরে। হ্যাঁ, ওদের বাড়ীতে রোমাঞ্চিত করার মত সে দিব্যি এক গল্প ফাঁদতে পারবে।

আবার সে বন্দুক হাতে নিল এবং আর একবার চিন্তায় ডুব দিল।

সে কি প্রকৃতই তার পরিবারের কাছে অত গুরুত্বপূর্ণ ছিল? তেয়ুনে ত তার চাইতে দুগুণ রোজগার করে। সেই হল সংসারের আসল নির্ভর, সে নিজে নয়। সেলাইয়ের দলে সে হল অন্যতম শ্রেষ্ঠ কর্মী — একমাত্র যে তারও চাইতে এগিয়ে আছে সে সম্ভবতঃ বৃদ্ধা রুলতীনে।

এইভাবে তাদের স্বাভাবিক দ্রুততায় তার চিন্তারাজি

তার স্ত্রী ও সন্তানদের দিকে ধাবিত হল এবং খুব শীগ্গিরই আত্মসমালোচনার চাইতে বহু দূরে অন্য খাতে বইল।

কেনিরি তার স্ত্রীর কথা মনে করতেই গর্বে ফুলে উঠল, যেন বৃদ্ধা রুলতীনে নয়, সে নিজেই তাকে হরিণ চামড়ার পোষাকের উপর সুন্দর নক্সা সেলাই করতে শিখিয়েছে।

বিশেষ কোমলতা নিয়ে সে তার যমজদের কথা স্মরণ করল। তাদের দুজোড়া! সবার ত আর এমন ভাগ্য নয়। অবশ্য এটা নিজ থেকেই ঘটেছিল এবং সে অথবা তেয়ুনে গর্ব বোধ করবার মত এমন কিছু করেনি। তবু, তাদের দ্বিতীয় যমজ জন্মাবার পর বিনা কারণেই পত্রিকায় ওদের সম্পর্কে লিখতে সুরু করেনি। তেয়ুনে প্রসূতি-ভবনে পুরো একমাস শুয়ে ছিল — ডাক্তাররা বাচ্চাদুটো রাস্তায় ঠাণ্ডা লাগবে বলে শঙ্কিত হয়েছিলেন। পরে, স্টীমার যখন কয়েকটা কাঠের ঘর নিয়ে এল, তার একটা কেনিরির জন্য আলাদা করে রাখা হল। আঞ্চলিক কার্যনির্বাহক সমিতি এ সম্পর্কে বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। সমস্ত বসতিতেই তখন ইয়ারাঙ্গা, কেবল পাঁচটি পরিবার গেল নূতন কাঠের বাড়ীতে। এবং কেনিরি ছিল তার চার শিশুদৈত্যসহ এই ভাগ্যবানদের একজন।

ওরা এখন কি করতে পারে, তার ছোট্ট সন্তানগুলি? বড় যমজ দুটি, এইগেলি ও ওমরীলকোত, বাবার নিশ্চয়ই

কিছু ঘটেছে জেনে পরিষ্কার বুঝতে পারবে যে মা তাদের বিষণ্ণা। ছোট দুটিরও বুঝবার মত বয়স হয়েছে — দু'জনেই তাদের তৃতীয় বছরে পড়েছে। একটির নাম কোলিয়া, আর একটির নাম সাশা। তেয়ুনেই চেয়েছিল ছেলেদের রুশ নাম রাখা হোক — সেই ডাক্তারদের সম্মানে যাঁরা শিশুদের যত্ন নিয়েছিলেন। এক জন ডাক্তারের নাম নিকোলাই পেত্রোভিচ এবং প্রধান চিকিৎসকের নাম আলেক্সান্দ্রা ইভানোভ্না।

কেনিরি সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীর মতে সায় দিল। সে ছেলেদের নাম রাখুক নিকোলাই ও আলেক্সান্দ্র্। কিন্তু তখন তার সবপ্রথম মনে হল যে ছেলেদের যদি রুশ নাম থাকে, তারা যখন বড় হবে তখন তাদের পৈত্রিক নামেরও প্রয়োজন। তারা বড় হবে, স্কুলের পড়া শেষ করবে এবং ইনস্টিটিউটে যাবে পড়তে। কেনিরি যে কোনভাবেই চায় যে ওরা ইনস্টিটিউটে যাক। ঐ যে আতীক তাকে দেখ — তার ছেলে পড়ছে লেনিনগ্রাদে... তারাও যাবে লেনিনগ্রাদে, কেনিরির ছেলেরা, এবং তাদের নাম লেখা হবে বড় খাতায় যেমন, আনাদীরে প্রতিযোগিতায় যখন সে যোগ দিতে গিয়েছিল, তারা কেনিরির নাম লিখেছিল। তারাই কেবল তার পৈত্রিক নাম জিজ্ঞেস করেনি — এখানে চুকোতকায় কারও একটার বেশী নাম নেই। কিন্তু লেনিনগ্রাদে নিশ্চয়ই অন্য ব্যাপার, ছেলেদের পৈত্রিক নামও দিতে হবে।

এই নাম কিসের মত হবে? নিকোলাই কেনিরিভিচ, আলেক্‌সান্দ্র কেনিরিভিচ... মন্দ নয়, কেমন?

কিন্তু কোল্‌কা যদি তার বাবাকে আর না দেখতে পায় তাহলে কি হবে? সে বড় হবে আর ওরা তাকে বলবে কেনিরি ছিল নিষ্কর্মা, অপদার্থ... লোকে যে কি বলবে কখনই বলা যায় না। বিশেষ করে সেই লোকের সম্বন্ধে যে মৃত...

কেনিরি এখন মোটেই উদ্বেগ বোধ করছে না। সে ইচ্ছে করেই অপ্রীতিকর বিষয় ভাবছিল, নিজেকে বিরক্ত করার জন্য। যেকোন কারণেই হোক, তার বিশ্বাস ছিল যে শীগ্‌গির, খুব শীগ্‌গিরই সমুদ্রে একটা মোটরবোট দেখা দেবে। তার যা করা দরকার, তা হল ধৈর্য ধরে অপেক্ষা... এবং সে আবার তার বাচ্চাগুলোর কথা ভাবতে সুরু করল।

ওরা যদি কখনো লেনিনগ্রাদে পড়তে যায়, ওদের গোত্রনামও আবশ্যক হবে। এই চিন্তায় কেনিরি একটু বিব্রত বোধ করল। সে জানে বাবার নাম থেকেই পৈত্রিক নামের সৃষ্টি, কিন্তু গোত্রনাম ওরা কোৎথেকে পায়? এ কথা আগে কখনো সে ভেবে দেখেনি। উদাহরণ স্বরূপ, স্তেপান খুড়ো, স্কুলের যে পাহারাদার। স্তেপান আন্দ্রেয়েভিচ কাবিত্‌স্‌কি। এর মানে হল তার বাবার নাম ছিল আন্দ্রেই। কিন্তু 'কাবেত্‌স্‌কি' কেন? এ বিষয়ে স্তেপান খুড়োকে জিজ্ঞেস করতে হবে। কিম্বা ভাল

হয় সহকারী চিকিৎসক আলেক্সেই ভ্যাদিমিচকে জিজ্ঞেস করবে। মনে হয়, পছন্দসই যেকোন গোত্রনামই বেছে নেওয়া যায় যেমন চলে প্রথম নামের ক্ষেত্রে। বেশ তাহলে, সে তার বাচ্চাদের জন্য সুন্দর নাম বার করবে। চারটি সুন্দর গোত্রনাম...

কেনিরি তার যুক্তি এবং চিন্তাধারায় ব্যাঘাত ঘটাত না, যদি না সে উঠতে বাধ্য হত, তাকে লাঠিটা নিয়ে এগিয়ে যেতে হত বরফখণ্ডের কিনারায়। সেখানে নিকট দিয়েই ভেসে চলেছে বিরাট বরফের স্তূপ একটা — ভাসমান তুষারশৈল। একবার যদি কেনিরির বরফখণ্ড এর সঙ্গে ধাক্কা খায়, তাহলে সর্বনাশ অবধারিত। তুষারশৈল একে দু'ভাগে বিদীর্ণ করে দেবে। একে এড়াবার জন্য কেনিরিকে কিনারায় দাঁড়াতেই হবে এবং লাঠি দিয়ে ঠেলে তার বরফখণ্ডকে তুষারশৈল থেকে দূরে রাখতে হবে।

তুষারশৈল খুব কাছে এগিয়ে এল, শুধু তখুনি কেনিরি দেখতে পেল কি প্রবল বেগে ওটা এগিয়ে আসছে তার বরফখণ্ডের দিকে। কেনিরি যতদূর পারল তার পাদুটোকে দুফাঁক করে দাঁড়াল এবং এগিয়ে-আসা তুষার শৈলের উদ্গতস্থান লক্ষ্য করে লাঠি বাগিয়ে ধরল। কিন্তু লাঠিটা হড়কে গেল এবং কেনিরি তাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল বরফের উপর। একটা ভারি পতনের আওয়াজ হল।

কেনিরি লাফ মেরে উঠে দাঁড়াল এবং চারদিকে চেয়ে দেখল। ও,এই হয়েছে তাহলে, তার ভাসমান বরফ ভেঙে দু টুকরো হয়ে গেছে। কেনিরি ফাটলের উপর দিয়ে লাফ মেরে যে অংশটার উপর তার বন্দুক, থলে ও বল্লম পড়েছিল, তার উপর গেল। সে পড়ে যায়, উঠে পড়ে, জিনিষগুলোকে ধরে কিন্তু যে অংশটায় শীল মাছ আর লাঠি পড়ে আছে সেখানে আবার লাফ মেরে যেতে ভয় পেল। সেই পরিত্যক্ত অর্ধেক অংশকে কিঞ্চিৎ বড় মনে হচ্ছে। কিন্তু ফাটলটা প্রতি মুহূর্তে চওড়া হতে লাগল। একটা আতঙ্কজনক জলের বিস্তৃতি কেনিরি ও অপর অর্ধেককে পৃথক করে দিল। সে যদি থেমে চেয়ে দেখত, তাহলে প্রথমবার ওটা থেকে ঝাঁপ দিয়ে আসার সাহস তার হত না। তখন অবশ্য জলের ফাঁকটা অত চওড়া ছিল না... সে যে না চিন্তা করে বা না তাকিয়ে ঝাঁপ মেরেছে এটা ভালই হয়েছে। কেনিরি তাড়াতাড়ি তার বল্লম থেকে দড়ির পাক খুলে তাক না করেই ওটাকে ছুঁড়ে মারল। অপর বরফাংশের একটা স্তূপের ভিতর তীক্ষ্ম লৌহ দাঁত বসে গেল। দড়িটায় এত জোরে টান পড়ল যে ওটা টন টন করে উঠল।

এটা যদি এখন ছিঁড়ে যায় তাহলে কেনিরির দফা শেষ। বল্লম না থাকলে কিছুই করা চলে না। এটা ছাড়া বন্দুকটাও

অকেজো হয়ে যাবে। হয়ত একটা শীল মারলো, কিন্তু জল থেকে তাকে টেনে তুলতে পারবে না।

আঁট দড়িটা ওর হাতে কেটে বসল। পরিশ্রমে কেনিরির মুখ শুকিয়ে গেল, কাঁপতে লাগল তার সারা শরীর। কিন্তু ওখানে কালো জলের বিস্তৃতি আর বাড়ছে না এবং বরফখণ্ডটাও স্থির হয়ে আছে। এটা একমুহূর্ত যেন দ্বিধাভরে থেমে রইল এবং পরেই আবার তার দিকে আসতে লাগল। দড়িটায় আর তার হাতে লাগছে না সেটা ঢিলে হয়ে গেল।

বরফের অংশটাকে ভাগ-করা জলের ফাঁকটা যখন যথেষ্ট সংকুচিত হয়ে এল কেনিরি তার উপর চলে এল। সে দেখল শীলদুটো জায়গামত আছে কি না, তার থলেটাকে বরফের উপর ফেলে একেবারে অবসন্ন হয়ে তার উপর গা এলিয়ে দিল। সে তার শুষ্ক জিভ দিয়ে তৃষ্ণার্ত ঠোঁটদুটোকে চেটে নিল, যেখানটায় টাটকা জলের জলাটা ছিল সেদিকটায় চেয়ে দেখল এবং কেবল তখনই দেখতে পেল ফাটলটা চলে গেছে ঠিক ওরই মাঝখান দিয়ে। ঐ মহার্ঘ জলাটা আর নেই, ওর জলটুকু মিশে গেছে সমুদ্রে এবং তার অত যত্ন করে সঞ্চিত বরফও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

এখন যাকে কোন রকমে অবলম্বন করা চলে তা হল কেনিরির শরীরের তলায় অবস্থিত সামান্য একখণ্ড বরফ।

সত্যিই বরফাংশটি ছোট—এমন কি ঘণ্টাখানেক আগেও যা ছিল তার আধখানা মাত্র হবে। এত ছোট যে এটা দু'দিনের রোদেও রক্ষা পাবে না।

আর এক ফোঁটা খাবার জলও নেই।

*   *

চুকোত সমুদ্রে ভেসে চলার কেনিরির আজ তৃতীয় দিন। তীর আর দেখা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে সে দূরস্থিত বরফস্তূপকে তীর বলে মনে করছিল, কিন্তু অল্প সময়েই সে বুঝতে পারল যে তার মত ওরাও জোরাল স্রোতে ভেসে চলেছে।

গতকালের চাইতে আকাশ অনেক বেশী পরিষ্কার। এটাকে কোনরকমে শুভলক্ষণ বলা চলে না। 'জায়গাটা পাল্টাবার সময় হয়েছে', কেনিরি ভাবল, 'এবং তাও যত দ্রুত সম্ভব।'

সে স্থির করল প্রথম সুযোগেই অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য বরফখণ্ডে চলে যাবে। ইতিমধ্যেই এ ব্যাপারে তার কিছু অভিজ্ঞতা জন্মেছে। কিন্তু সারা সকাল, যেন তাকে ঘৃণা দেখিয়ে, চাপার মত কোন বরফখণ্ডই তার সামনে এল না।

কেনিরির খানাটা ভালই হল, কিন্তু পরক্ষণেই তার জন্য আফশোষ করতে লাগল কারণ ক্ষুধা মিটবার সঙ্গে সঙ্গে সে তৃষ্ণায় আরও বেশী কষ্ট পেতে লাগল।

দূর থেকে সিন্ধুঘোটকের গর্জন সে শুনতে পেল। 'উনপেনের ঠিকই বলেছিল! ওরা গর্জন করছে, ওই জানোয়ারগুলো। কি করে অপর সকলের আগে উনপেনের ওদের শুনতে পায়? প্রত্যেক বসন্তে প্রায় একই ব্যাপার, সেই শোনে সবপ্রথম এবং তারই দল শিকারের জন্য সবপ্রথম তৈরী হয়।'

কেনিরির চিন্তা আবার তার বসতির দিকে মোড় নিল। কিন্তু গত সকালের তুলনায় আজ তা কম আনন্দদায়ক। শেষ পর্যন্ত সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে, এখন আর সে বিষয়ে সে তত নিঃসন্দেহ নয়। আবার তার বদনামের কথা সে স্মরণ করল এবং গতকাল যে সব আশঙ্কাগুলোকে ভিত্তিহীন বলে মনে হচ্ছিল আজ আবার তা অন্য ধরনে দেখা দিল।

অবশ্যই তারা অনুসন্ধান করবে কিন্তু প্রশ্নটা হল কিভাবে করবে। উনপেনের, রিণতুভগি কিম্বা ভামচে যদি বরফে ভেসে যেত, তাহলে বহু পূর্বেই তারা উদ্ধার পেত; একখানা মাত্র মোটরবোট নয়, যৌথখামারের সমস্ত মোটরবোট এবং কায়ুক তাদের খোঁজে বার হত।

ভাসমান বরফখণ্ড তুষারবলয় থেকে ছিন্ন হয়ে আসার পর এই সবপ্রথম কেনিরির একা মনে হল — সম্ভবতঃ জীবনে সে সবপ্রথম এরকম বোধ করল।

দুপুরের দিকে, প্রায় বিশ মিটার দূরে সে আর একটা বরফখণ্ড দেখতে পেল, বেশ বড় এবং তার চার পাশে ঘনসম্বদ্ধ ভাঙগা বরফের বৃত্ত। কেনিরি তার বল্লম ছুঁড়ে মারল এবং দেখতে পেল বড় বরফচাপ তাকে টেনে নিয়ে চলেছে কিন্তু ওর চারে পাশে ভাঙগা বরফের ঘন স্তূপের জন্য কেনিরি ওটার বেশী কাছে এগুতে পারছে না। অপেক্ষাকৃত ছোট বরফগুলোকে লাঠি দিয়ে সরিয়ে দিয়ে একটা রাস্তা করার কঠোর চেষ্টা করে সে সম্পূর্ণ বিফল হল। এখান সেখান থেকে কতকগুলো বরফখণ্ডকে সরাতে পারল বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আরও কতকগুলো তাদের জায়গা দখল করতে লাগল।

তথাপি কেনিরি তার ইচ্ছা ছাড়ল না, কারণ ওখানে, ওই বড় বরফখণ্ডের উপর কয়েকটি বরফের তাল আছে। এর অর্থই হল টাটকা জল এবং তা হল বর্তমানে তার সবচাইতে প্রয়োজনীয়। এমন কি এই দুর্দশাগ্রস্ত বরফের টুকরোটাকে যথাসম্ভব সত্বর ছেড়ে অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য আশ্রয়ে যাওয়ার জরুরী প্রয়োজনের চাইতেও তা বেশী জরুরী, যে আশ্রয় এখনও বাসন্তী সূর্যালোকের সান্নিধ্যে আসেনি, যার উষ্ণতা ইতিমধ্যেই অধিক থেকে অধিকতর অনুভূত হচ্ছে।

সেই ভাসমান বরফস্তূপের মধ্যে কতকগুলিকে এমন মনে হল যারা মানুষের ভার বহনে সক্ষম; কেনিরি স্থির করল

ওগুলোর উপর পা রেখে সে বড় বরফখণ্ডে পেঁছবে। এটা যথেষ্টই বিপজ্জনক কিন্তু এছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না।

হাত ঘুরিয়ে তার থলেটাকে ছুঁড়ে দিল সে। তারপর কাঁধে বন্দুক ঝুলিয়ে, বল্লমের দড়িটাকে কোমরে আঁট করে বাঁধল। 'শীলদুটো এখনকার মত এখানেই থাক', স্থির করল সে, 'পরে ওদের নিতে পারব।'

কতটা শক্ত পরীক্ষা করার জন্য সবচাইতে কাছের বরফখণ্ডের উপর বার বার খোঁচা মেরে কেনিরি একটার উপর লাফ মারল। তারপর সে দ্বিতীয়টা ও তৃতীয়টার উপর লাফিয়ে গেল... কিন্তু তার গন্তব্য স্থানের খুব কাছাকাছি এসে তার পা গেল ফস্কে এবং সে হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল। ভাসমান বরফটুকু একটা ঝাঁকুনি খেল আর কেনিরি গড়িয়ে পড়ল সমুদ্রে।

বরফ কুচিতে ভর্তি জল ছিটকাতে লাগল কেনিরি, বৃথাই সে চেষ্টা করতে লাগল বড় খণ্ডটাকে ধরবার। বন্দুক আর ভেজা জামাকাপড় তাকে নীচে টেনে নিল। বহুবার সে তলিয়ে গেল এবং একবার অনেক সময় ধরে উপরে উঠতে পারল না, তার মনে হল ঢেউগুলো তার মাথাটাকে চিরদিনের মত ঢেকে দিয়েছে। কিন্তু সে উঠে এল ঠিক, যদিও সমুদ্রের নোনা জল খলবল করতে করতে, এবং আবার তার বাকি শক্তিটুকু প্রয়োগ করে মরিয়া হয়ে প্রচণ্ড বেগে সে জল ছিটকাতে লাগল।

তার কোমরে বাধা বল্লমের দড়িটা হঠাৎ তার হাতে এল।

সে এর কথা ভুলেই গিয়েছিল এবং প্রথমটায় এতে জড়িয়ে যাবার ভয়ে সে হাতটাকে একবার ঝাঁকুনি দিল। তখনই কেবল তার মনে হল যে দড়িটা তাকে বাঁচাতে পারে। তাড়াতাড়ি দড়িটার উপর হাতের পর হাত রেখে সে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে চলল, প্রত্যেকটি নূতন মুঠি তাকে অধিকতর উঁচুতে এবং বড় বরফখণ্ডের নিকটবর্তী করতে লাগল। আর একবার তলিয়ে গেল সে, কিন্তু এখানেও সে দাঁতে দাঁত চেপে দড়ি বরাবর এগুতে লাগল যতক্ষণ না তার হাত স্পর্শ করল বরফখণ্ডের প্রান্তভাগকে।

শেষটায় সে বরফখণ্ডের উপর উঠল এবং জোরে শ্বাস টানতে টানতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল ওটার উপর, তার মুখ, নাক আর কান থেকে জল বেরুতে লাগল। মাথা ফেটে যাওয়ার মত যন্ত্রণা অনুভব করল সে, বরফের টুকরোয় তার মুখ আর হাত ক্ষতবিক্ষত এবং বহু ক্ষত থেকে রক্ত বেরুতে লাগল।

নিঃশ্বাস নেবার জন্য অপেক্ষা করে, কোনির হামাগুড়ি দিয়ে কয়েক পা এগিয়ে লোভাতুরের মত শক্ত বরফে কামড় লাগাল। তারপর বিশ্রামের আশায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল কিন্তু তার শরীর এবং পোষাক সবই আগাগোড়া ভেজা। তার এত শীত করতে লাগল যে তাকে জামাকাপড় ছাড়বার জন্য শক্তি সঞ্চয় করে উঠতে হল।

বরফে নীল-হয়ে-যাওয়া ঠাণ্ডা, শক্ত শরীরটাকে সে ঘষতে সুরু করল এবং সঙ্গে সঙ্গে সে অধিকতর উষ্ণ বোধ করল। তারপর সে বল্লমটাকে খুলে ফেলল, ওর লোহার দাঁত বসে গিয়েছিল বরফের গভীরে। দুটো বরফস্তূপের উপর বল্লমের দড়িটাকে লম্বা করে সে তার পোষাকগুলোকে টাঙিয়ে দিল শুকোবার জন্য। ভারি ভেজা পোষাকের ভারে দড়িটা ঝুলে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে।

কেনিরি তার লাঠিটার জন্য চারদিকে তাকাল এবং দেখতে পেল সেটা পড়ে আছে বরফখণ্ডের চার পাশে জমা নরম বরফস্তূপের উপর। সে যখন পড়ে যায় তখন এটাও খসে গিয়েছিল। লাঠিটা ছিল কাছেই। কেনিরি ওটাকে নিয়ে তাতে বল্লমের দড়িটা টাঙিয়ে দিল, ওটা তার কাপড় টানাবার দড়ির কাজ করল। আচ্ছা, একবার যদি তেয়ুনে দেখতে পেত চতুর গৃহস্বামীর মত সে কিভাবে সবকিছু করে চলেছে!

তখনও পর্যন্ত তার মনে হয়নি যে তার পরিত্যক্ত বরফখণ্ডের উপর মরা শীলদুটো পড়ে আছে। সে দড়িটার কাছে এগিয়ে গিয়ে পোষাকগুলোকে নাবাতে যাচ্ছিল কিন্তু তার মনে হল কতখানি অসম্ভব ব্যাপারটা—কোন বল্লমেরই ক্ষমতা নেই এখন ঐ মরা শীল দেহের কাছে পেঁছুতে পারে, তরঙ্গ তার আগের বরফখণ্ডকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে এবং এখন সেটা ভেসে চলেছে পুরো শ' মিটার দূর দিয়ে।

কিন্তু এতে সে তত অস্বস্তি বোধ করল না। তার কার্তুজ যখন আছে খাদ্যও পাবে সে। আগের দিন বহুবার সে শীল দেখতে পেয়েছে, কাছাকাছি জায়গা থেকে তারা গোল মাথা তুলছিল জলের উপরে। তখন ঠিক তার গুলি করার মত ইচ্ছে হয়নি, পাশেই ছিল দুটো শীল মাছ। থলের উপর হাঁটু ভেঙে বসে কৌনিরি বন্দুকটা আগাগোড়া পুছল। রৌদ্র বেশ তপ্ত কিন্তু সূর্য যেই মেঘের আড়ালে গেল সঙ্গে সঙ্গে বাতাস হয়ে গেল ঠাণ্ডা এবং কৌনিরি তখন এমন সব চমকপ্রদ অঙ্গভঙ্গী করতে লাগল যা কোন কসরতের বইয়েই দেখতে পাওয়া যায় না।

সমুদ্রের বাতাস ও সূর্যালোক সত্বর তার পোষাক শুকিয়ে ফেলল। কৌনিরি পোষাক পরে বন্দুক হাতে নিল এবং বরফখণ্ডের কিনারায় বসে রইল শীলের সন্ধানে। সে সর্বদাই অত ছিমছাম ও নিরুদ্বেগ, সেই আসল কৌনিরির চাইতে কত প্রভেদ তার চেহারায় এখন! তার পোষাক ছিন্নভিন্ন, মুখ শুকনো, ক্ষতবিক্ষত এবং সবটাই আঁচড়কাটা।

দুদিন আগে তীরে বসে থাকার মত সে বরফখণ্ডের কিনারায় বসে রইল এবং চোখ কুঁচকিয়ে দেখতে লাগল জলের উপর কোন শীল মাছ দেখা দেয় কি না। দু'একবার এক আধটার দেখা পেল বটে কিন্তু তারা সে রকম কাছে নয়, আর

কেনিরিও মনস্থ করল যতক্ষণ না তার টিপ অব্যর্থ হয় সে গুলি করবে না।

যখন আকাশে চেয়ে দেখল হাল্কা মেঘের দল ভেসে চলেছে, তারও এরকম অনুভূতি হল যে সেও বাতাসে মৃদু দোল খেতে খেতে শূন্যে ভেসে চলেছে।

নিস্তব্ধতা এতই গভীর যে মনে হল একটা অন্তহীন, অপরিবর্তনীয় ঝঙ্কার যেন বাতাসটাকে ভরে রেখেছে। কেবল কিছুক্ষণ বাদে বাদে কখনও একটা ভাসমান বরফ থেকে এক টুকরো বরফ সশব্দে জলের ভিতর খসে পড়ছে, তার পর আবার নৈঃশব্দের রাজত্ব।

হঠাৎ কেনিরির কানে এল একঘেয়ে একটা গোঁ গোঁ আওয়াজ। নাকি এটা তার কল্পনা মাত্র? কিন্তু না, দূরবর্তী শব্দ উচ্চতর হল, স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হল শব্দটা। 'একটা ইঞ্জিন!' কেনিরি ভাবল। সে লাফ মেরে উঠে দাঁড়াল এবং ঢেউয়ের মাঝখানে একটা মোটরবোট দেখতে পাওয়ার আশায় চোখদুটোকে টান করে সমুদ্রের দিকে তাকাল।

কোন মোটরবোটই চোখে পড়ল না, কিন্তু তার এখন কোন সন্দেহই ছিল না যে যে শব্দ সে শুনেছে তা ইঞ্জিনের একঘেয়ে গোঁ গোঁ আওয়াজ। আকাশের চারদিকে তাকিয়ে শেষটায় সে দূরে একটা বিমানকে উড়তে দেখল। ভাসমান বরফখণ্ডের

উপর দাঁড়িয়ে থাকা লোকটাকে না দেখেই কি ওটা উড়ে চলে যাবে?

কেনিরি বন্দুকটাকে হ্যাঁচকা টান মেরে দুবার গুলি ছুঁড়ল। বিমানটা আরও একটু দূরে উড়ে গেল এবং তারপর ঠিক গোল হয়ে মোড় নিল।

'ওটা গুলির আওয়াজ শুনেছে', কেনিরি উল্লসিত হল। 'শুনতে পেয়েছে সে!' তবুও বিমানটাকে আদৌ এগিয়ে আসতে দেখা গেল না। এটা কিছুক্ষণ সোজা উড়ে গিয়ে আবার মোড় ঘুরল। ওটা সমুদ্রের উপর কেবলি পাক দিচ্ছিল, কিন্তু সেই মুহূর্তে কেনিরি বুঝতে পারল ওকে অনুসন্ধান করার জন্যই বিমানটিকে পাঠান হয়েছে।

কেনিরি আবার গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করল। এগুলো সঙ্কেতধ্বনি নয়, ওই যে গুলি সে ছুঁড়ল তা হল বৈমানিকদের প্রতি সানন্দ অভিবাদন। যতক্ষণ না বৈমানিক নিজেই তাকে দেখতে পায় কেনিরির ধৈর্য ধরে থাকা সম্ভব নয়। সে আনন্দে উদ্বেলিত হল, অধৈর্যে অধীর হাত দিয়ে আবার সে বন্দুকে গুলি ভরল। এই শঙ্কা যে বৈমানিক হয়ত তাকে আদৌ দেখতে পাবে না, কেনিরি বার বার গুলি ছুঁড়তে বাধ্য হল যতক্ষণ না শেষ হল তার সব কার্তুজগুলো।

তখন সে তার বন্দুক নাবিয়ে রেখে বরফখণ্ডের এধার থেকে ওধার দৌড়দৌড়ি করতে লাগল। কোন দর্শকের কাছে তাকে পাগল বলে মনে হতে পারত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে পরিচালিত হল বিশেষ বিচক্ষণ বিবেচনার দ্বারা। সে যথার্থই এই সিদ্ধান্ত করেছিল যে সে যদি বরফখণ্ডের উপর এধার ওধার ছুটোছুটি না করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে তাকে লক্ষ্য করা কষ্টকর হবে।

যাই হোক, কিছুক্ষণের মধ্যেই সে থেমে গেল, বিমানটি উড়ে চলে যাচ্ছে। বহুক্ষণ ধরে কেনিরি তাকিয়ে রইল ওর দিকে...

এখন সে অবস্থাটাকে বুঝতে পারছে। বিমান তাকে দেখতে পায়নি। আর গুলি নেই, খাদ্য নেই এবং কোনকিছুই পাবার কোন সম্ভাবনাও নেই।

কিন্তু তবু কেনিরির কাছে অবস্থাটা আশাহীন বলে মনে হল না। তার দুপুরের অভিজ্ঞতার পর, মৃত্যুর হাত থেকে কোনক্রমে রেহাই পাওয়া এবং শেষ পর্যন্ত বরফখণ্ডে আরোহণ — সবকিছু মিলিয়ে জয়ের আনন্দময় অনুভূতি তার কাছ থেকে বিদায় নিল না। এই সবের সঙ্গে যুক্ত হল এই নিশ্চয়তা যে বিমানে করে অনুসন্ধানের কাজ সুরু হয়েছে এবং একবার যখন তারা একটা বিমান পাঠিয়েছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ

নেই যে তারা ওকে খুঁজে বার করবেই, কোনরকম সন্দেহই নেই তাতে!

আর কেনই বা সে শেষ পর্যন্ত হতাশ বোধ করবে? বরফখন্ড বড়—সকালে যে টুকরোটার উপর ছিল সেরকম নয়। এর উপর যথেষ্ট বরফ আছে এবং তিন জায়গায় টাটকা জলের জলা আছে। যখন তোমার তৃষ্ণা নিবারণের উপায় আছে তখন খাদ্য ছাড়াও বহুদিন বেঁচে থাকতে পার! এবং ভাল শিকারীকে সব সময়েই ধৈর্যশীল হতে হবে।

আর ঐ যে শীল মাছসহ বরফখন্ডটা, ওটাও ভেসে তার কাছে ফিরে আসতে পারে। কোনির তখনও ঐ আশা পোষণ করছিল। ঐ যে ওখানে, তার বরফখণ্ডের অপর টুকরোটা, দুলছে ঢেউয়ের উপর। এমন কি মৃত শীলের মৃতদেহদুটোও দেখা যাচ্ছে। ঠিক যেভাবে ওটা ভেসে গেছে ঠিক সেভাবেই ওটা আবার ফিরে আসতে পারে। ওটা একবার দড়ির আয়ত্তের ভিতর আসুক, কোনির কখনও তার লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না!

অবশ্য, শীলদুটোকে তার পরিত্যক্ত বরফখণ্ডের উপর ফেলে রাখা ঠিক হয়নি। এখন কোনির বুঝতে পারছে, সে ওগুলোকে টুকরো করে কাটতে পারত এবং ওগুলোকে ছুঁড়ে দিতে পারত যেমন করে সে ছুঁড়েছিল থলেটাকে। অন্ততঃ কিছু ভাল টুকরো থলেটায় পোরা উচিত ছিল। কিন্তু সে

সময় এরকম সহজ সতর্কতা নিয়ে সে মাথা ঘামায়নি। এতে অবাক হবারও কিছু নেই কারণ তখনও তার কাছে বারটি কার্তুজ ছিল।

কেনিরি খাদ্যের কথা না ভাববার চেষ্টা করল, সে নিজেকে এ কথা বুঝাবার চেষ্টা করল যে এত তাড়াতাড়ি ক্ষিদে পাবার কথা নয়। সে ত ঐদিন ইতিমধ্যেই খেয়ে নিয়েছে, তাও বেশ ভাল পরিমাণে। সম্ভবতঃ শীলদুটো যদি তার কাছে থাকত, সে হয়ত তাদের স্পর্শও করত না।

কিন্তু সে অনুভব করল যে তার পেট বুঝসুঝ মানছে না এবং সে অন্য ধরনের পন্থা অবলম্বন করল। সে জলা থেকে কিছুটা জল খেল এবং কোমরবন্ধটাকে আর একটু কষে বাঁধল।

দিনের শেষে আবহাওয়াটা খারাপ হল এবং মেঘ ঘনিয়ে এল। তীক্ষ্ণ, নীচু হাওয়ার দমকে, অগণিত কুঞ্চনে সমুদ্রের মসৃণ উপরিভাগ বিক্ষুব্ধ হল।

আজকের মেঘলা আবহাওয়া কেনিরিকে আর খুশী করতে পারল না। কে বলতে পারে বৈমানিক হয়ত অনুসন্ধানের কাজ বন্ধও করে দিতে পারে? এটা সম্ভব যে অস্পষ্ট আবহাওয়ার জন্য সে উড়তে ভয় পাবে।

কেনিরি সমুদ্রের কুঞ্চিত উপরিভাগের দিকে হতাশাময়

দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। সে বিরক্তি ভরে মনে করল ওটাকে দেখতে শ' বছরের বুড়ি ডাইনীর পেটের মত। ইত্যবসরে কুঞ্চন ও ভাঁজগুলো রূপান্তরিত হল তরঙ্গে— এ সেই শান্ত ঢেউ নয় যা ধীরে ধীরে তার বরফখণ্ডকে দোলা দিচ্ছিল, এগুলো হল ক্রুদ্ধ ঢেউয়ের দল, ফেনায়িত ও কলরব-মুখর।

নূতন সন্দেহ কেনিরিকে আঁকড়ে ধরল। একদমে সে এই ধারণা করে বসল যে বিমানটা তাকে খুঁজছিল না পরন্তু অপর কাউকে। এবং আর কেউ কি থাকতে পারে না যে বরফখণ্ডে ভেসে গেছে? সমুদ্রতীর বড় এবং শিকারী ও জেলের সংখ্যা অনেক। সম্ভবতঃ কোন বহুসম্মানিত ব্যক্তি বরফচাপে ভেসে গেছেন, যিনি বিমানে করে অনুসন্ধানের উপযুক্ত।

কিন্তু হয়ত তা নাও হতে পারে। বিমানটা হয়ত আদৌ কাউকে খুঁজে বেড়াচ্ছে না, কেবল বরফ পরীক্ষা করছে বা মাছের ঝাঁক খুঁজে বেড়াচ্ছে। প্রত্যেকেরই নিজ নিজ কাজ আছে; পৃথিবীব্যাপী লোক কেবল কেনিরিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, এটা আশা করা চলে না।

বাতাস মেঘাবরণ ছিন্ন করতেই, এটা বোঝা গেল যে সূর্য অস্ত যায়নি। কেনিরি দিগ্‌বলয়ে স্টীমার থেকে উদ্‌গত সরু ধোঁয়ার রেখা দেখতে পেল। ধোঁয়াটা ধীরে ধীরে পূর্ব থেকে পশ্চিমে সরে যাচ্ছে। ওটা দূরে, বহু দূরে! যত জোরেই তুমি

চেঁচাও না কেন, তোমার ডাক ওখানে পোঁছবে না। এবং তারা স্টীমার থেকে দূরবীণ দিয়ে যত তীক্ষ্ম দৃষ্টিতেই দেখুক না কেন, তোমাকে দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। বিরাট সমুদ্রের রাস্তাগুলি প্রশস্ত, ডজনখানেক স্টীমার চুকোত সমুদ্রের ভিতর দিয়ে যেতে পারে কিন্তু তবু তারা কেনিরির যথেষ্ট কাছে নাও হতে পারে।

ইত্যবসরে তরঙ্গ আরও বিক্ষুব্ধ হল, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বরফখণ্ডগুলোকে তোলপাড় করতে লাগল এবং তাদের পরস্পরের ভিতর ধাক্কা লাগিয়ে সেগুলোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরোয় চূর্ণবিচূর্ণ করতে লাগল। কেনিরি তার শীল মাছের বরফখণ্ডটার উপর স্থির দৃষ্টি রাখল, সে দেখতে পেল ওটা এক পাশে ভর দিয়ে উপরে উঠছে এবং আর একটা খণ্ডের সঙ্গে ধাক্কা মারছে যায় ফলে নীচে নাবার সময় চূর্ণবিচূর্ণ হচ্ছে। কেনিরি শিউরে উঠল যখন সে ভাবল ওটার উপর থাকলে তার কি দশা হত।

সে মৃতবৎ ক্লান্ত, সারা দিনের অভিজ্ঞতায় এত বেশী শ্রান্ত যে কিছুই করতে পারছে না এবং কিছু চিন্তা করার ইচ্ছেও নেই তার। ঘুমে তার শরীর এলিয়ে আসছে কিন্তু শোবার আগে সে ঠিক করল বরফখণ্ডের উপর একটা পতাকা টাঙ্গাবে যেটা তার ঘুমের মধ্যেও তাকে সহজে চিহ্নিত করতে পারবে।

কেনিরি তার সার্টটা খুলে নিল এবং সেটাকে লাঠির সঙ্গে বেঁধে সবচাইতে উঁচু বরফস্তূপটার উপর বসিয়ে দিল। এখন দূর থেকেও পতাকাটা দেখতে পাওয়া যাবে। সার্ট না থাকলে তার যে ঠান্ডা লাগবে সেটা তত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়।

ততক্ষণ পর্যন্ত তরঙ্গ কেনিরির বরফখন্ডটার কোন ক্ষতি করতে পারেনি। তরঙ্গের তুলনায় এটা অনেক বড়, তাছাড়া এটার চার পাশকে ঘন বরফের স্তূপ এমনভাবে রক্ষা করছে যে তরঙ্গের আঘাতকে তা দমন করছে। কিন্তু তবুও, দিনের চাইতে বরফখন্ডটা এখন অনেক বেশী দুলছে।

জরুরী অবস্থায় পাছে সে সমুদ্রে গড়িয়ে পড়ে, এজন্য কেনিরি যে বরফস্তূপটার পাশে শুল তার সঙ্গে নিজেকে শক্ত করে দড়ি দিয়ে বাঁধল। এটা সে করল তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় তার দুর্বল, অবাধ্য হাতের সাহায্যে। সে অনুভব করল শেষ গিঁটটা দেবার আগে সে বিস্মৃতির গর্ভে ডুবে যাবে। তখন নিজেকে জাগাল সে এবং গিঁটটা কষে বেঁধে ফিসফিসিয়ে বলল: 'এবার আমি ঘুমোব'। আর সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রেরই মত অতলস্পর্শী, গভীর নিদ্রায় মগ্ন হল সে।

* * *

এখন কেনিরির চৈতন্যে কোন শব্দই প্রবেশ করতে পারবে না, তার সেই তন্দ্রার ভিতর দিয়ে কি তরঙ্গের শব্দ, কি বরফখণ্ডের পরস্পর ঘষা লাগার শব্দ — কোনটাই পেঁছবে না, সমুদ্রের তলায় শুয়ে থাকলে যেমন তা তার কাছে পেঁছত না। মনে হল কোনকিছুই এখন তাকে জাগাতে পারবে না...

বাস্তবিক কোনকিছুই তাকে জাগাতে পারত না একমাত্র সেই একটানা গোঁ গোঁ আওয়াজ ছাড়া, যা সে গতকাল শুনেছিল।

প্রথমটায় কেনিরি ভাবল এটা স্বপ্ন। সে চোখ মেলতে ভয় পেল পাছে শব্দটা মিলিয়ে যায়। মিনিটখানেকের মধ্যেই সে চোখ খুলল, গোঁ গোঁ আওয়াজ এগিয়ে আসছে।

সূর্য সেইমাত্র দিগ্বলয়ের উপর উঠেছে। কেনিরি বুঝতে পারল সে আধঘণ্টার বেশী ঘুমোয়নি। কিন্তু তার শক্তি ফিরে এসেছে বোধ হয়, ঘুমের জন্য ততটা নয় যতটা সেই একঘেয়ে গুঞ্জনশব্দ যা তার কাছে সবচাইতে মধুর সংগীতের মত লাগছিল।

বিমানটা বরফখণ্ডের উপর চক্কর দিচ্ছিল। বিমানচালক দূর থেকে নিশান দেখতে পেয়েছে, তারপর সে বরফস্তূপের নীচে ঘুমন্ত মানুষটাকেও দেখতে পেয়েছে। মানুষটা উঠে দাঁড় খুলতে আরম্ভ করল। তারপর লাফিয়ে উঠে তার হাত নাড়তে লাগল।

বিমানটা ঘুরে গেল এবং বরফখণ্ডের বরাবর উড়ে আসতে লাগল। ওটা তখন এত নীচু দিয়ে উড়ছে যে মনে হল ওটা নীচে নাববে।

'সত্যিই কি ওটা নাবতে যাচ্ছে?' নিজের ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও পিছন দিকে সরে আসতে আসতে অবাক হয়ে কোনির ভাবতে লাগল। বিমানটা, তার মনে হল, সরাসরি তার দিকেই আসছে। তার বিমানে সম্পর্কে এমন কিছু জ্ঞান ছিল না কিন্তু এটা সে বুঝতে পারল যে তার বরফখণ্ড যেরকম, তাতে বিমানের পক্ষে নাবা অসম্ভব। সত্য যে ঝড় এখনও পুরো দমে সুরু হয়নি এবং সমুদ্রও ইতিমধ্যে কিছুটা শান্ত হয়েছে, তবু তার বরফখণ্ড বেশ জোরে দুলছে এবং এটা আদৌ অবতরণের মত উপযুক্ত আকারের নয়। তাছাড়া এটা ভর্তি বরফস্তূপে।

কিন্তু বিমানটি দ্রুত গতিতে এগিয়ে এল। এর শব্দ আর একঘেয়ে গোঁ গোঁ আওয়াজ নয় কিন্তু এমন গর্জন যা প্রতিটি মুহূর্তাংশে বৃদ্ধি পাচ্ছে। শব্দে অভিভূত হয়ে কোনির পড়ে গেল এবং হাত দিয়ে তার মুখ ঢাকল। পড়বার সময় সে দেখতে পেল বিমান থেকে কি একটা জিনিষ নেবে আসছে।

গর্জনটা যত দ্রুতগতিতে এগিয়ে এসেছিল তত দ্রুতই মিলিয়ে গেল। কোনির মাথা তুলে দেখল দুটো বরফস্তূপের মাঝখানে সুন্দরভাবে জড়ান একটা গাঁট শক্ত হয়ে আটকে

আছে। অবশ্য এটা খুলবার সে সময় পেল না কারণ আবার পাক মেরে বরফখণ্ডটার দিকেই উড়ে আসতে লাগল বিমানটা।

এবার কেনিরি পড়ে গেল না। সে উবু হয়ে বসল এবং কেবল তখনই তা করল যখন তার মনে হল বিমানের ডানা যেন প্রায় তাকে স্পর্শ করতে যাচ্ছে। সানন্দ হাসিতে সে তার উদ্দেশ্যে ডান হাত নাড়ল, তার বাঁ হাতটা তখনও গাঁটটাকে ধরে আছে।

আবার বিমান থেকে কিছু নেবে এল। এটা দুনম্বরের গাঁট। কিন্তু বিমানচালক প্রথমবারের মত ভাল টিপ করতে পারেনি। বরফের উপর আঘাত করে এবং বহুবার লাফ মেরে ওটা গড়িয়ে পড়ল জলে।

তাড়াতাড়ি কেনিরি বরফস্তূপের গায়ে পতাকা বাঁধা দড়িটাকে খুলতে লাগল। বল্লম ছাড়া গাঁটটার কাছে পেঁছবার আর কোন উপায় নেই কিন্তু গিঁটগুলো এত বেশী ভাল করে বাঁধা যে তারা সংগে সঙ্গে খুলবে না।

ইত্যবসরে বিমানটি বরফখণ্ডের উপর চক্কর মারতে লাগল। কেনিরি যখন দড়িটা খুলে গাঁটটাকে আটকাল এবং টেনে তুলল বরফের উপর, বিমানটা কেবল তখনি উপরে উঠল।

উড়ে চলে যাবার আগে বিমান তার ডানায় তিনবার ঝাঁকুনি দিল, কেনিরি অনুমান করল এটা তার প্রতি

বিমানচালকের অভিবাদন। 'এটা নিশ্চয়ই বিমানচালকের নিয়ম', ভাবল সে। এবং ভদ্রতা হিসেবে সে তার হাতদুটো প্রসারিত করল এবং বিমানটা যেমন তার ডানা দিয়ে করেছিল তেমনিভাবে সে তিনবার তার হাতদুটোকে ঝাঁকুনি দিল...

গাঁটদুটো বহুরকমের জিনিষে বোঝাই, বরফখণ্ডের উপর ভেসে যাওয়া লোকের যা যা প্রয়োজন হতে পারে সেই সব। ওতে ছিল খাদ্য এবং গরম পোষাক, প্রাথমিক চিকিৎসার জিনিষপত্র, একটি তাঁবু এবং এমন কি দুটো বাড়তি ব্যাটারিসহ একটা বৈদ্যুতিক টর্চবাতি। কেনিরি প্রত্যেকটি জিনিষকে এত আনন্দ ও বিস্ময় নিয়ে দেখতে লাগল যে সে উল্লাসের চোটে শীস্ দিতে সুরু করল।

শীগ্গিরই তাঁবুর ভিতর একটা প্রাইমাস-স্টোভের চঞ্চল আওয়াজ শোনা গেল, কেনিরি সটান হয়ে শুয়ে আছে একটা ঘুমের থলের উপর, অপেক্ষা করছে কেটলির জল সিদ্ধ হওয়ার জন্য আর আরামে একটা পাইপ টানছে। তার আর ক্ষুধা ছিল না কারণ গাঁটগুলো পরীক্ষা করার সময় সে এক প্যাকেট বিস্কুট আর দু'বাট চকোলেট খেয়েছে।

সে গাঁটের মধ্যে যাকিছু দেখতে পেল তার মধ্যে একটা জিনিষে সবচাইতে কৌতূহল বোধ করল, প্রধানত এই কারণে যে শত চেষ্টাতেও সে এটা কি জিনিষ অনুমান করতে পারল

না। ছোট্ট একটা কাঠি, এমন এক দৃঢ় অথচ অত্যন্ত হাল্কা ধাতুতে প্রস্তুত যা কেনিরির জানা নেই। এর থেকে যেরকম শব্দ হয় তা বিচার করলে এটাকে ফাঁপা বলা চলে—কোন রকমের নল হয়ত যাকে কেনিরি কঠোর চেষ্টাতেও খুলতে পারল না।

প্রাণভরে চা খেয়ে এবং রহস্যজনক নলটাকে নাড়াচাড়া করতে করতে, কেনিরি তার ঘুমের থলির মধ্যে ঢুকে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল। তার দুঃসাহসী অভিযান সুরু হওয়ার পর থেকে, সে এই একসঙ্গে এতক্ষণ ঘুমোল।

জাগবার পর তাঁবুর বাইরে এসে সে সমুদ্র, আকাশ এবং দিগ্‌বলয়ের দিকে চেয়ে দেখল। সমুদ্র শান্ত, আকাশে এতটুকু মেঘও নেই। সূর্য উপরে। একটা ছোট্ট হাল্কা-ধূসর রঙের পাখী বরফখণ্ডের উপর লাফিয়ে লাফিয়ে বিস্কুটের টুকরো ঠোকরাচ্ছে। কেনিরিকে দেখতে পেয়ে সেটা উড়ে পালাল এবং বরফখণ্ডের চাইতে সামান্য দূরে জলের উপর বসল।

অনেক সময় ধরে কেনিরি বরফচাপের উপর ঘুরে বেড়াল কোথাও ফাটল বা গর্ত হয়েছে কি না দেখার জন্য এবং পরীক্ষা করল ধারগুলোকে। তার পরীক্ষার ফল আশাপ্রদ, বরফটা আরও কিছুক্ষণ থাকবে। আনন্দময় আশার শান্তিতে মশগুল হয়ে এবং এই সত্য উপলব্ধি করে যে তাকে ওরা ভুলে যায়নি, কেনিরি বুঝতে পারল না কি করে সময় কাটাবে। সে একবার তাঁবুর বাইরে গেল আবার ভিতরে ঢুকল, দেখতে লাগল

টিনজাত খাদ্যের উজ্জ্বল লেবেলগুলোকে এবং বদলাতে লাগল টর্চের ব্যাটারি। সে তার ক্ষত এবং আঁচড়িয়ে যাওয়া জায়গাগুলোতে অনেকটা করে টিংচার আইয়োডিন লাগাল এবং এমন কি তার বাঁ হাতটায় একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধল এই হিসাবে নয় যে ডান হাতের তুলনায় বাঁ হাতে বেশী আঁচড় আছে, কিন্তু এই কারণে যে বাঁ হাতের ব্যাণ্ডেজটা ডান হাতের চাইতে কম বিশ্রী দেখাবে। আবার সে আকাশটাকে তন্ন তন্ন করে দেখল এবং কান খাড়া করল। সবকিছুই নিস্তব্ধ...

দাবা খেললে কেমন হয়? সঙ্গী না হলেও তার বেশ চলে যাবে। কেনিরির নৌকো মারা যাবার আগে আইগীনতোর সঙ্গে শেষ খেলায় যেভাবে ঘুঁটিগুলো ছিল সেইভাবে সাজান যেতে পারে। তার বেশী ঘুঁটির দরকার নেই কারণ তখন ছক থেকে তাদের প্রায় বেশীর ভাগই মারা পড়েছিল। সে ঘুঁটিগুলোকে সেই সেই জায়গায় বসাবে এবং খেলার শেষে আইগীনতো তাকে যেসব টিপ দিয়েছিল সেগুলো অনুসরণ করার চেষ্টা করবে।

কেনিরি বিস্কুট দিয়ে বরফের উপর দাবার ছক পাতল। সাদা এবং হলুদ চতুষ্কোণে দিব্যি একটি দাবার ছক হল। তারপর তাঁবুর ভিতর ফিরে গেল এবং চাকু দিয়ে প্রাইমাস-স্টোভের কার্ডবোর্ড থেকে কতকগুলো দাবার ঘুঁটি তৈরী করল কিন্তু ফিরে এসে দেখল ঐ ছোট্ট হাল্কা-ধূসর পাখীর

একটা পুরো দল তার দাবার ছককে তচনচ করে দিয়েছে এবং পরম উৎসাহে যতটুকু বাকি ছিল তাকেও ঠুকরে সাবাড় করছে।

কেনিরির মেজাজ এখন এত ভাল যে সে ওদের উপর রাগ করল না। অপরপক্ষে সে ভাবল বাড়ীতে গিয়ে যখন এই ঘটনার গল্প বলবে, তার ছেলেরা খুব আমোদ পাবে—এই যে চতুর এক দল সাগর পাখীর কাছে 'দাবা খেলায় হেরে যাওয়া'।

তাঁবুর চাইতে বাইরের রোদ অধিকতর উষ্ণ। কেনিরি তার জ্যাকেট বরফের উপর ছুঁড়ে ফেলল এবং তার পকেট থেকে বেরিয়ে এল সেই নলটা যার রহস্য সে তখনও পর্যন্ত বার করতে পারেনি। সে ওটা কুড়িয়ে নিল এবং প্রায় তার চেষ্টা ছাড়াই রহস্যটা নিজেই নিজেকে উদ্ঘাটিত করল। বোঝা গেল যে নলটার ভিতর একখানা চিঠি আছে। স্পষ্টতঃই পড়ে যাওয়ার ফলে নলের সুতোটা ঠিক জায়গায় সরে এসেছিল এবং তখন ওটাকে খোলা মোটেই কষ্টকর হল না।

আনন্দের শিহরণ নিয়ে কেনিরি চিঠিখানা খুলল। দ্রুত, পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখাঃ

'কমরেড কেনিরি!

'তিন দিন ধরে তোমাকে আমরা খোঁজ করেছি। হতাশ হয়ো না, অবশ্যই তুমি রক্ষা পাবে। আসল ব্যাপার ছিল

তোমাকে দেখতে পাওয়া আর এখন যখন দেখতে পেয়েছি, নিঃসন্দেহে তোমাকে আমরা উদ্ধার করব।

'গাঁটের ভিতর তোমার প্রয়োজনীয় সব জিনিষই আছে। আবহাওয়া যদি এখনকার চাইতে খারাপ না হয়, তোমার সঙ্গে আমি আবার কাল সাক্ষাৎ করব।

বাকসেইয়েভ।'

ও এটা তাহলে এই জিনিষ, বিমানচালকের চিঠি; আর নলটা এ ক্ষেত্রে খামের কাজ করেছে। এখন সবকিছুই স্পষ্ট। কোনিরি যখন হাতে মুখ ঢেকে বরফের উপর পড়েছিল, বিমানচালক তখন ওটা প্রথম গাঁটের সঙ্গেই নিশ্চয় ফেলে দিয়ে থাকবে।

'গাঁটের ভিতর তোমার প্রয়োজনীয় সবকিছু পাবে...' অবশ্যই এতে প্রয়োজনীয় সবকিছুই আছে, এমন কি তার চাইতেও বেশী মনে হয়। 'আবহাওয়া যদি এর চাইতে খারাপ না হয়...' আজকের সকালের আবহাওয়াও ত ভাল ছিল না, আদৌ না। তবুও ত বাকসেইয়েভ আসবার ঝুঁকি নিয়েছিল।

কোনিরি ক্রমশ অধিকতর স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করল উদ্ধার কাজে বহুলোক লেগেছে। আবার সে মনে করল, তেয়ুনে দুর্বিপাকের সংবাদ নিয়ে ছুটে যাচ্ছে ভামচের কাছে, কিন্তু এখন ঘটনাটা সম্পূর্ণ অন্য রূপ নিল। ভামচে উদ্বিগ্ন হল

এবং সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত স্থানে বেতার বার্তা পাঠাল এবং ওরা তার খোঁজে বিমান পাঠাল। ইত্যবসরে, যেকোন সময় যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে যৌথখামার-কর্মীরা একখানা মোটরবোট উপকূলে বরফের কিনারায় নাবিয়ে রাখল। ব্যাকসেইয়েভ তাদের ইতিমধ্যে সংবাদ দিয়েছে কোন দিকে যেতে হবে এবং ওরা ইতিমধ্যে রওয়ানা হয়েছে ভাসমান বরফখণ্ড থেকে তাড়াতাড়ি কেনিরিকে উদ্ধার করার জন্য।

কত লোকেই না তার জন্য উদ্বেগ বোধ করছে! একজন বেতারবার্তা পরিচালক, একজন বিমানচালক, এবং বিমানবন্দরের একজন ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী যাদের সে কোনদিনও দেখেনি। আর শুধু তারাই নয়। আনাদীরেও নিশ্চয় সবাই তার খবর পেয়েছে। সম্ভবতঃ তাদের উপকূল বরাবর দৃষ্টি রাখবার ও অনুসন্ধান করার ভার দেওয়া হয়েছে!

কেনিরি অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। সে ত একজন বীরও নয় বা কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিও নয়। সে সামান্য একজন চুকচি শিকারী, যৌথখামার-কর্মী। আর সত্যি বলতে গেলে, একজন সৎ কর্মীও নয়, বরং প্রকৃতপক্ষে পিছিয়ে থাকা লোক। যে ফ্যাসাদে সে পড়েছে তা তার নিজেরই দোষে... বরফের কিনারে ঘুমিয়ে পড়া আর খেয়াল না করা যে বরফখণ্ড কখন খসে গেল।

আর কতগুলো দামী জিনিষ তারা বিমান থেকে তার কাছে ফেলে দিয়েছে! হয়ত শেষ পর্যন্ত এটা একটা ভুলের

ব্যাপার? এ সবই কি একমাত্র তার একলার জন্য? হ্যাঁ, ঠিক এই কথাই ত লেখা চিঠিখানাতে: 'কমরেড কেনিরি...' কোন প্রকারের ভুলই হতে পারে না। বিমানচালক বাকসেইয়েভ নিজ হাতে তার নাম লিখেছে।

বিমানচালক নিশ্চয়ই চমৎকার লোক: শেষ পর্যন্ত তাকে খুঁজে বার করেছে, বরফের উপর জিনিষগুলিকে ঠিক ফেলেছে এবং নিজের থেকে তাকে একখানা চিঠি লিখেছে। তাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য বলেছে: 'হতাশ হয়ো না, তোমাকে অবশ্যই উদ্ধার করা হবে!'

কেনিরি আবার চিঠিখানা পড়ল। এর প্রতিটি শব্দই তার পছন্দসই এবং সে চায় যে বিমানচালকের জন্য ভাল কিছু করে। 'বাকসেইয়েভ' নামটা সে মনে মনে বলতে থাকে। 'যদি কারও নামকরণ করতে চাও ত এটি চমৎকার নাম, একটা ছেলের এই নাম রাখতেই হবে: যেমন কোল্‌কার। নিকোলাই কেনিরিভিচ বাকসেইয়েভ... মন্দ লাগছে না শুনতে!'

* * *

চতুর্থ দিনের সন্ধ্যার দিকে স্টীমার 'ওয়েলেন' কেনিরিকে বরফখণ্ড থেকে তুলে নিল। কেনিরি যা আশা করেছিল তার থেকে অন্যরকম ঘটল ব্যাপারটা। সে ভেবেছিল দূর থেকে

একটা মোটরবোট আসছে দেখতে পাবে এবং তার উদ্ধারকারীদের অভ্যর্থনা জানিয়ে তার নিশান নাড়বে এবং তারপর ভামচে, উনপেনের ও রিণতুভগির সঙ্গে করমর্দন করবে। যেকোন ভাবেই হোক ওরা ছাড়া আর কেউ তাকে উদ্ধার করতে আসছে এটা সে কল্পনাও করতে পারেনি। তার অভিযান সম্পর্কে সে স্থির করেছিল, তাকে প্রশ্ন করা না হলে সে কিছু বলবে না। শিকারীরা সঙ্গে সঙ্গেই দেখতে পাক যে সে আর আগের মত আত্মম্ভরী নয়।

কিন্তু সবকিছুই ঘটল অন্যভাবে। যৌথখামারের মোটরবোট সমুদ্রে দেখা দিল না। তার বদলে এল বড় একটা মাল ও যাত্রীবাহী স্টীমার। কেনিরি তার নিশান উড়াল না, আশা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে সে তার তাঁবুতে নিদ্রামগ্ন। স্টীমারটা থামল এবং তার থেকে একটা নৌকো নাবিয়ে দেওয়া হল, দুজন নাবিক নৌকো থেকে বরফখণ্ডের উপর এল কিন্তু তবু কেনিরির ঘুম ভাঙল না। নাবিকদের ভয় হল কিন্তু তাঁবুর কাছে এগুতে এমন শান্তিময় নাসিকাগর্জন শুনতে পেল যে সঙ্গে সঙ্গে তাদের আশঙ্কা দূর হল।

দশ মিনিটের ভিতর বরফখণ্ডের উপর তাঁবুটাকে ভেঙে ফেলা হল। সবকিছুই তোলা হল নৌকোতে; আর দশ মিনিটের মধ্যে দেখা গেল কেনিরি 'ওয়েলেনের' ডেকে

দাঁড়িয়ে, তার চারদিক ঘিরে নাবিকরা দাঁড়িয়ে আছে, তাদের দেখে সে হাসছে।

নৌকোতে সে চেষ্টা করেছিল তার সব জিনিষগুলোকে উপহার হিসাবে নাবিকদের দিয়ে দিতে। কেবলমাত্র পাঁচটি চকোলেটের বাটকে সে তার পকেটে রেখেছিল এই বলে যে ওগুলো হচ্ছে নিকোলাই, আলেক্সান্দ্র, এইগেলি, ওমরীলকোত ও তার স্ত্রী তেয়ুনের জন্য। কিন্তু তার আপত্তি সত্ত্বেও নাবিকরা তার উপহারে বিব্রত বোধ করে টিনের কৌটাগুলোকে তার থলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল, কিন্তু কর্ণধার আপত্তি জানাল: 'শোন ছেলেরা, মানুষের আবেগকে আঘাত দিতে নেই। যদি ওর উপহার না নেও তাহলে অবশ্যই ওর খারাপ লাগবে। তোমরা কি বুঝতে পারছ না যে উনি তোমাদের সত্যিই খুশী করতে চান?'

স্টীমারে কেনিরিকে ডাক্তারের হাতে ছেড়ে দেওয়া হল। ডাক্তার দেখলেন যে চারদিন বরফে ভাসা বা চুকোত সমুদ্রে অবগাহন, কোনটাই তাঁর রোগীর শরীরের কোন ক্ষতি করতে পারেনি। সে কারণে ডাক্তার যে ব্যবস্থাপত্র দিলেন তা হচ্ছে উষ্ণ ধারাজলে স্নান। এবং যেহেতু কেনিরির এ বিষয়ে কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না, ডাক্তার স্বেচ্ছায় তার সঙ্গী হতে রাজী হলেন। তারা দুজনেই মহানন্দে সেই নৈশভোজনের সময় পর্যন্ত উষ্ণ জলধারা ছিটিয়ে স্নান করল।

ইতিমধ্যে 'ওয়েলেন' তীরের দিকে এগুতে লাগল। কাপ্তেন 'উত্রো' যৌথখামারকে বেতার মারফৎ জানিয়ে দিলেন কেনিরিকে নেবার জন্য লোক পাঠান হোক। তাদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য যৌথখামার বসতির প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে, উপকূলে একটি জায়গা নির্দিষ্ট করলেন। বরফের যা অবস্থা তাতে এর চাইতে নিকটবর্তী কোন জায়গা বাছাই করা সম্ভব নয়।

কুকুর-টানা গাড়ীতে দুটি দল উপকূলবর্তী বরফের উপর দিয়ে ছুটে চলল, দৌড়বার সময় ওরা বরফস্তূপের ভিতর দিয়ে এঁকে বেঁকে যাচ্ছে। সামনের স্লেজগাড়ীতে বসে বৃদ্ধ মেমীল, দ্বিতীয়টায় রিণতুভ্‌গি। মেমীলকে এই মহৎ কাজের জন্য বাছাই করা হয়েছিল কারণ পর্ষদের আর কোনও কর্মী তাঁর মত ভাল করে কথা বলতে পারে না কিম্বা দেখতেও ওঁর মত আকর্ষণযোগ্য নয়। নাবিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি যে নিজেকে অমর্যাদার পাত্র করবেন না এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ এবং তাদের ধন্যবাদ দেবার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা তিনিই আবিষ্কার করতে পারবেন। আর রিণতুভ্‌গি, যৌথখামারের বিখ্যাত শিকারী ও সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী লোক, মেমীলের সঙ্গে গেল এই কারণে যে কেনিরি যদি সাহায্য ছাড়া একা না নড়াচড়া করতে পারে।

স্টীমার এবং কুকুরবাহী দল প্রায় একই সময়ে নির্দিষ্ট জায়গায় পেঁছিল এবং একটি নৌকা 'উত্রো' যৌথখামারের প্রতিনিধিদের 'ওয়েলেন' স্টীমারে নিয়ে গেল।

তখন নৈশভোজনের সময়, ক্যাপ্তেন সকলকে সেলুনে নিমন্ত্রণ জানালেন এবং একইসঙ্গে তাঁর প্রথম সহচরকে বললেন ডাক্তার ও কেনিরিকে তাড়াতাড়ি ডেকে আনতে, তারা তখনো স্নানের ঘর থেকে ফেরেনি।

ওরা এল সব শেষে, লালচে গাল আর আনন্দে ডগমগ। ডাক্তার আসতে আসতে তাঁর জামার বোতাম পরান শেষ করলেন আর কেনিরি তখনও তার ভেজা নীলকৃষ্ণ চুলে চিরুনি চালাচ্ছিল। বাকি সবাই টেবিলে বসে গেছে।

কেনিরিকে ক্যাপ্তেনের ডান দিকে সম্মানজনক আসন দেওয়া হল। সে বসল এবং রিণতুভ্গিকে দেখে সে যেন তার চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। দু'জনা দু'জনকে আন্তরিক আলিঙ্গনে আবদ্ধ করল।

'রিণতুভ্গি, তুমি এখানে কি করে এলে?'

'তোমাকে দেখে খুশী হলাম, কেনিরি! আমরা এইমাত্র এসেছি। তোমাকে বাড়ীতে নেবার জন্য আমাদের পাঠিয়েছে।'

'আর কে এসেছে তোমার সঙ্গে?'

'মেমীল!'

'মেমীল ? কোথায় সে ?'

'ঐ যে, কাপ্তেনের পাশে।'

কেনিরি বাঁ দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধের পাকা চুল-বোঝাই মাথাটি দেখতে পেল। বৃদ্ধটি তার দিকে তাকিয়ে আনন্দে চোখ টিপলেন এবং ওরা কাপ্তেনের পিছন দিকে করমর্দন করল। কিন্তু নিজেদের মধ্যে কথাবার্তার আগেই কাপ্তেন উঠে দাঁড়ালেন এবং বক্তৃতা দিতে লাগলেন।

রিণতুভ্গি ও মেমীলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে কেনিরি আনন্দে অধীর। প্রথমটায় মেমীলকে দেখেও তার আনন্দ হয়েছিল। তার আদি বসতি, তার যৌথখামার এবং তার শৈশব থেকে অভ্যস্ত সবকিছু ত্যাগ করে থাকায় এত বেশী ঘরের জন্য তার মন টানছিল যে তার বোধ হল চারদিন নয় পরন্তু চার বছর ধরে সে বাড়ী ছেড়ে আছে এবং তার বন্ধু ও প্রতিবেশীদের দেখতে পায়নি। এবং সত্য বলতে গেলে বৃদ্ধ মেমীলই হচ্ছেন বসতির জীবন্ত আত্মা—তাঁকে ছাড়া বসতি সম্বন্ধে চিন্তা করাও কঠিন।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই কেনিরির শঙ্কা হতে লাগল যে বৃদ্ধ হয়ত অপ্রীতিকর কিছু বলতেও পারে। এই বৃদ্ধ ব্যক্তি বেশীক্ষণ চুপ করে থাকাব না, এমনি চঞ্চল স্বভাব তার।

ধীরে ধীরে কেনিরির শঙ্কা নিশ্চিত রূপ ধারণ করল।

হ্যাঁ, সে নিশ্চয়ই খারাপ কিছু বলবে। ঠিক এই কারণেই সে এখানে এসেছে, তাকে নাবিকদের কাছে অপদস্থ করার জন্য সে বলতে আরম্ভ করবে যে সবকিছুই কৌনিরির নিজের দোষ, তাকে সবাই নিষ্কর্মা ও শ্রমশৃঙ্খলা ভঙ্গকারী বলে জানে ... একাধিকবার কৌনিরি এ ধরনের কথা শুনেছে, তাকে সভায় যে কত তিরস্কার করা হয়েছে তা আর বলে শেষ করা যায় না। এবং বৃদ্ধ মেমীল সম্ভবতঃ এমন একজন যে তাকে সবচাইতে বেশী বকেছে। এত লোক থাকতে বৃদ্ধ মেমীলকে ওরা এখানে পাঠাতে গেল কেন? ভাল হত, ভামচে যদি নিজে আসত, কিম্বা শিক্ষক এইনেসকে আসতে বলত...

আর সেই মুহূর্তেই কৌনিরি শুনতে পেল কাপ্তেন তার নাম উল্লেখ করছেন এবং কিছুক্ষণের জন্য সে তার সংশয় ভুলে গেল।

'আমরা সবাই', কাপ্তেন বললেন, ''উত্রো'' যৌথখামারের শিকারী কমরেড কৌনিরিকে উদ্ধারের সাক্ষী। আর আমরা সবাই এই উদ্ধার কার্যে কিছুটা অংশ গ্রহণ করেছি। যে মুহূর্ত থেকে অনুসন্ধান সুরু হয়, আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয় যে চুকোত সমুদ্রের ভিতর দিয়ে আমাদের যাওয়ার সব পথটাতেই যেন আমরা নিয়মিত দৃষ্টি রাখি এবং বিশেষভাবে

পাহারার ব্যবস্থা করি। "ওয়েলেন" তখন বেরিং সাগরের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল এবং সবে চুকোত সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। ঐ অঞ্চল দিয়ে ভ্রমণকারী অন্যান্য জাহাজকে একই নির্দেশ দেওয়া হয়। বিমানচালক বাকসেইয়েভ যখন কমরেড কেনিরির ঠিক অবস্থানের জায়গাটি চিহ্নিত করেন, তখন ঘটনাস্থল থেকে সবচাইতে কাছে ছিল "ওয়েলেন", আমরা নির্দেশ পেলাম আমাদের পথ থেকে সরে এসে কমরেড কেনিরিকে যেন ভাসমান বরফ থেকে উদ্ধার করি। মস্কোর গ্লাভসেভমোরপুত থেকে বেতারে সরাসরি আমাদের এই নির্দেশ দেওয়া হয়। আর আমরাও তা তৎক্ষণাৎ পালন করি।'

'ও, তাহলে এই ব্যাপার!' কেনিরি অবাক হয়ে ভাবতে লাগল। সে যথেষ্ট অস্বস্তি বোধ করল যখন সে বুঝতে পারল তার অদৃষ্ট কেবল নিজের বসতির লোকদেরই বিব্রত করেনি, এমন কি আনাদীর পর্যন্ত তা ছড়িয়ে গেছে। এবং এখন দেখা যাচ্ছে একেবারে মস্কো পর্যন্ত তা উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। ওরা সবাই উদ্বিগ্ন যে শিকারী কেনিরি যেন চুকোত সমুদ্রে ডুবে না মারা যায়।

আর তারই চিন্তার সমর্থনে যেন কাপ্তেন বলতে লাগলেন: 'আমরা সোভিয়েতের লোকেরা জানি যে পৃথিবীতে জীবন্ত মানুষের মত মূল্যবান আর কিছুই নেই। কমিউনিস্ট পার্টি

আমাদের ভিতর এই প্রেরণা যুগিয়েছেন। আমাদের দেশে মানুষের জন্য নেওয়া হয় এই মহান যত্ন। এই কারণেই আমরা কমরেড কোনিরির উদ্ধার কার্যে অংশ গ্রহণ করতে এত আনন্দ পাই। আপনারা "ওয়েলেন" ত্যাগ করার পূর্বে আমি আমার সমস্ত নাবিকদের পক্ষ থেকে আপনাদের সুস্বাস্থ্য ও যাবতীয় কার্যে আপনাদের সুখ ও সাফল্য কামনা করি।'

কাপ্তেন এবং বাকি সকলে কোনিরির উদ্দেশে পানপাত্র তুলে ধরলেন এবং সে নিরাপদে ফিরে এসেছে বলে তাকে অভিনন্দন জানালেন। পানপাত্র নিঃশেষ করে, কাপ্তেন কোনিরির দিকে ও পরে মেমীল ও রিণতুভ্‌গির দিকে হাত এগিয়ে দিলেন।

'"উয়েন" যৌথখামারের দিক থেকে, যার প্রতিনিধিরা আজ আমাদের ভিতর আছেন, "ওয়েলেনের" নাবিকরা এই কামনা করে যে এর সমস্ত কর্মীর মঙ্গলের জন্য এবং আমাদের সমগ্র মহিয়সী জন্মভূমির মঙ্গলের জন্য এর সমৃদ্ধি ঘটুক।'

এবং এবার দাঁড়ালেন বৃদ্ধ মেমীল। ও তাহলে বুড়োটা কিছু বলতে চলেছে। কোনিরি চাঞ্চল্যবশতঃ এমন কি তার প্লেটখানাকে পাশে ঠেলে দিল।

'আমিও কয়েকটি কথা বলতে চাই', আরম্ভ করলেন বৃদ্ধ মেমীল। 'আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ, কমরেড কাপ্তেন, এবং কমরেড নাবিকগণ, আপনাদেরও। আমি সবকিছুর জন্যই

আপনাদের সাধুবাদ দিচ্ছি, আপনাদের সহানুভূতিসূচক বাক্য ও আপনাদের সদয় কার্যাবলীর জন্য, আমাদের কমরেডকে সাহায্য করার জন্য, আমাদের যৌথখামার কর্মী কেনিরিকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য।'

বৃদ্ধের দৃষ্টি সকলের উপর ঘুরতে লাগল এবং তা নিবদ্ধ হল টেবিলের প্রান্তে বসা জনৈক তরুণ নাবিকের মুখে।

'কাপ্তেন ঠিক বলেছেন, হ্যাঁ, আমাদের দেশের সাধারণ লোক সর্বাপেক্ষা বেশী যত্ন লাভ করে। কিন্তু সব সময়েই এরকম ছিল না। এবং আমি আপনাদের এখানে বলতে চাই আগের দিনে কি রকম ছিল। একবার আমি আমার দাদার সঙ্গে শিকারে গিয়েছিলাম এবং আমরা দু'জনেই একখণ্ড বরফে ভেসে যাই। আমাদের বয়স তখন কম — দাদার বিশ এবং আমার আরও কম। কেউ আমাদের উদ্ধার করতে আসেনি, এমন কি কেউ আমাদের অনুসন্ধান করতেও বার হয়নি। কোন শিকারী যদি সমুদ্রে হারিয়ে যেত তা হলে তাকে কেলে নামক অপদেবতায় ধরে নিয়ে গেছে বলে মনে করা হত। এই ছিল আমাদের শামানদের কথা। "এর জন্য কেলে দায়ী", তারা বলত, "কেলের বিরুদ্ধে কখনই যাওয়া উচিত নয়, কাউকে উদ্ধার করতে যাবে না কখনও। কেলের একটা আহুতির প্রয়োজন ছিল এবং তারা তা নিয়ে গেছে।" এই ছিল তখনকার অবস্থা ...

তারপর, দাদা আর আমি সমুদ্রে ভাসমান অবস্থায় দুসপ্তাহ কাটালাম এবং একেবারে জমে গেলাম, ক্ষুধায় দুর্বল হয়ে পড়লাম। এটা ঘটেছিল শীতকালে, বরফখণ্ডটা গলে যায়নি, কিন্তু এ কথা বলতে পারি যে বরফখণ্ডের চাইতেও আমরা বেশী ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিলাম। আমার দাদার পাদুটো ঠাণ্ডায় অসাড় হয়ে গিয়েছিল। শেষটায় আমরা তীরে তাড়িত হলাম কিন্তু সেটা আমাদের নয়, সেই তীর বিদেশের। মার্কিন এস্কিমোরা আমাদের উদ্ধার করে। আমার দাদা কয়েক দিনের মধ্যেই মারা গেলেন কিন্তু আমি কোনরকমে বেঁচে উঠলাম। প্রায় সাত বছর সেখানে আমি কষ্ট করে কাটালাম, তারপর সুযোগ পেলাম দেশে ফিরবার। প্রায় সাত সাতটা বছর!'

বৃদ্ধ ধীরে ধীরে কথাগুলো বললেন, তার স্বর শান্ত। প্রত্যেকেই মন দিয়ে শুনছে। হঠাৎ উদ্ভাসিত হাস্যে বৃদ্ধ কাপ্তেনের দিকে চাইলেন:

'জানেন, এক সময় আমিও একটা আমেরিকান দ্বিমাস্তুল জাহাজে নাবিকের কাজ করতাম কিন্তু তার কাপ্তেন আমাকে তার সঙ্গে টেবিলে বসতে দেয়নি। একেবারে উঁচু মাস্তুলটার সঙ্গে গলায় দড়ি লটকাতে পার, এমনি পাশবিক ছিল সেই জীবন। আমি এই কথাটা বললাম তুলনা দেওয়ার জন্য। মানুষের ভাগ্য নিয়ে কারও ভাবনা ছিল না। তুমি হারিয়ে

গেলে, ব্যস, আর কি — যেন কোন দিনই তোমার অস্তিত্ব ছিল না। কেবল তোমার মা আর বাবা একটু কাঁদবে। কিন্তু আজ সবকিছু সম্পূর্ণ অন্য রকম। কেনিরি যখন হারিয়ে গেল অভিজ্ঞ চালকসহ একটি বিমানকে সঙ্গে সঙ্গে পাঠান হল ওকে খুঁজে বার করার ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করার জন্য এবং তার কাছ থেকে সংবাদের জন্য দিনে তিন বার করে বেতারবার্তা পাঠান হত। "কেনিরিকে কি এখন পর্যন্ত দেখতে পেয়েছ? না? বেশ খোঁজ করে যাও তাহলে, সন্ধান চালাতে থাক যতক্ষণ না তাকে দেখতে পাও!" এইভাবে আজকের দিনে মানুষেরা মানুষের জন্য চিন্তা করে।'

'এরপর আমি আপনাদের যা বলতে চাই', একটু থেমে তিনি বলতে থাকেন, 'তা হল স্বয়ং কেনিরি সম্পর্কে। তার সম্পর্কে বহু কথা বলা চলে। সে আমাদের অন্যতম চমৎকার শিকারী। কায়ুকের আবরণ সেলাই বা স্লেজগাড়ী বানানর ব্যাপারে, সে যদি ইচ্ছে করে, তাহলে তার চাইতে ভাল কেউ করতে পারে না। এবং এসব ছাড়াও সে দাবা খেলোয়াড়। সে এমন কি তার যৌথখামারের হয়ে জেলা প্রতিযোগিতায় সম্মান লাভ করে এবং যৌথখামারের জন্য পুরস্কার হিসাবে তিনপ্রস্থ দাবা ও তিনপ্রস্থ সতরঞ্চের সরঞ্জাম লাভ করে।'

কেনিরি টেবিলের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে আছে।

মেমীল অতিরঞ্জিত কিছু বলছে না, যা বলছে সত্য কিন্তু কৌনিরি সম্পর্কে আরও অনেক কথা বলার আছে। বৃদ্ধ আজ এত সদয় কেন? সে কি স্থির করেছে কৌনিরিকে দয়া দেখাবে? কিন্তু তার ত খুব সম্ভাবনা নেই, মেমীল ত সে রকম করার লোক নয়। সে হয়ত বিবেচনা করতে পারে যে যে লোককে তারা উদ্ধার করেছে তার দোষ ওদের জেনে কাজ নেই। তারা জানুক যে সে সৎ ও উপযুক্ত। আর আলস্য ও অমনোযোগিতার জন্য, তার জন্য যেসব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং তার উদ্ধার কল্পে রাষ্ট্রের যা অর্থ খরচ হয়েছে তার জন্য বৃদ্ধ মেমীল পরে তাকে তিরস্কার করার সময় পাবে ... কিম্বা হয়ত বৃদ্ধ মেমীল সে দিকেই অগ্রসর হচ্ছে?

প্রত্যেকেই শ্রদ্ধাসহকারে কৌনিরির দিকে চাইছে, তার মনে যেসব তোলপাড় চলেছে তার কোন ধারণাই তাদের নেই। এবং কাপ্তেনের প্রথম সহচর, একজন ঝানু দাবা খেলোয়াড়, এরকম একজন বিশিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে খেলতে পারল না ভেবে দুঃখ বোধ করল! এ জানলে নিশ্চয়ই সে ডাক্তারকে, কৌনিরিকে নিয়ে ধারাজলে স্নানের জন্য অমূল্য সময় নষ্ট করতে দিত না।

'এখানে উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে', বৃদ্ধ মেমীল বলতে থাকেন, 'তার জীবনে একবার যা ঘটেছিল। আমি কমরেড রিণতুভ্গির কাছ থেকে কিছুক্ষণ আগে এ বিষয়ে

শুনেছি। কেনিরি এবং সে ছিল একই দলে, আমরা কমরেড কেনিরিকে সম্প্রতি উক্ত দলে বদলি করেছি, উন্নতিকল্পে... ও, হ্যাঁ...' কেনিরির দিকে কটাক্ষ করে মেমীল বলতে লাগলেন, 'শৃঙ্খলারই উন্নতিকল্পে।'

বিষণ্ণভাবে, তার মাথা তখনও নীচের দিকে, কেনিরি হঠাৎ নাবিকদের মুখের দিকে চেয়ে দেখল। কেনিরি যেভাবে নিচ্ছে তার চাইতে অন্যরকম অর্থে তারা মেমীলের কথা গ্রহণ করছে মনে হল। তারা ভাবল কেনিরির শৃঙ্খলাবোধ নয় পরন্তু দলের শৃঙ্খলার উন্নতির প্রয়োজন ছিল। ও, সে বড় চালাক লোক, ঐ মেমীল!...

কিন্তু কেনিরি হঠাৎ দেখতে পেল কাপ্তেন হাসলেন এবং রিণতুভ্গির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলেন। অতএব মনে হচ্ছে যখন সে ধারাজলে স্নান উপভোগ করছিল, সে সময় বৃদ্ধ মেমীল নাবিকদের আরও কিছু বলে রেখেছে... কিন্তু কোন উদাহরণের কথা বলতে যাচ্ছে বৃদ্ধ মেমীল এখন?

ইত্যবসরে বৃদ্ধ বলে চললেন: 'তাদের একবার একসঙ্গে একটা মোটরকে নিয়ে যেতে বলা হয়। রিণতুভ্গি ছিল সামনে, মোটর তার ঘাড়ে, আর কেনিরি ছিল পিছনে। রিণতুভ্গি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, একজন শক্তিশালী যুবক এবং ওরকম একটা বোঝা তার পক্ষে কিছুই নয়, কিন্তু সেখানে, সেই

অত্যন্ত সঙ্কটজনক রাস্তায় সে হোঁচট খেল এবং এক পায়ের উপর পড়ে গেল। সে বুঝতে পারল সে পড়ে যাচ্ছে, হয় তাকে মোটর ফেলে দিতে হয় কিম্বা গড়িয়ে যেতে হয় সেই অতলগর্ভে... সে অনুভব করল তার পা আর সামলাতে পারছে না। সেই মুহূর্তে কেনিরি পিছন থেকে ছুটে আসে, তার কাঁধ থেকে বোঝাটা হ্যাঁচকা টান মেরে নিয়ে নেয় এবং তাকে রক্ষা করে। কেনিরি তাদের পরবর্তী গন্তব্যস্থল পর্যন্ত সমস্ত রাস্তা একাই ওটা বহন করে এবং সেইটেই ছিল তাদের যাবার পথের সবচাইতে বিপজ্জনক রাস্তা। আমার মনে হয় ব্যাপারটা এই রকম, না কমরেড রিণতুভ্গি?'

'হ্যাঁ, মেমীল খুড়ো, আপনি যা বলছেন ঠিক তাই। যদি কেনিরি না থাকত, তাহলে মোটরটাও যেত আর আমিও যেতাম সেই অতলে।'

হ্যাঁ, এমনি একটা ঘটনা ঘটেছিল বটে, কেনিরিরও এটা মনে আছে। ও, তাহলে সে যখন বরফে ভেসে যায় তখন ওরা ওর সম্পর্কে এই কথা বলাবলি করছিল! তাহলে তার কমরেড্রা এই ধরনের ঘটনা নিয়েই আলোচনা করছিল!

'এবং এইখানেই, হে আমার প্রিয় কমরেড্স নাবিকগণ, আমি শেষ করতে চাই', মেমিল বললেন। 'আমি আপনাদের "উত্রো" যৌথখামারের তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাই, ধন্যবাদ জানাই আপনাদের সকলকে কমরেড কেনিরির পত্নী ও তার

চার সন্তানের পক্ষ থেকে, তার দুই জোড়া যমজ, বড় দুটি — ওমরীলকোত ও এইগোলি এবং ছোট দুটি — আলেক্সান্দ্র ও নিকোলাই!'

শেষের কথাগুলি ন্যাবিকদের উপর সবচাইতে বেশী দাগ কাটল। বৃদ্ধ মেমীল ইচ্ছে করেই কথাটাকে শেষে বলার জন্য রেখেছিলেন — ঐ ছোট্ট চারটি প্রাণীর তরফ থেকে 'ধন্যবাদ' জ্ঞাপন। মেমীলের শেষ কথাগুলো শুনে নাবিকরা চঞ্চল হয়ে উঠল, তারা স্মরণ করল তাদের বাচ্চাদের যাদের এই দীর্ঘ সমুদ্রভ্রমণের পূর্বে তারা পিছনে ফেলে এসেছে। তারা কেনিরির সন্তানদের স্বাস্থ্য কামনা করে পান করতে সুরু করল — প্রত্যেকটির জন্য আলাদা করে এবং তারপর আবার প্রতি জোড়ার স্বাস্থ্য কামনা করে।

* * *

সেই আলোখচিত রাত্রিতে, তুষারস্তূপের ভিতর দিয়ে এঁকে বেঁকে উপকূলের বরফবলয়ের উপর দিয়ে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে সারমেয়-বাহিত দুটি দল। প্রথম স্লেজে চলেছে রিণতুভ্গি আর পিছনেরটায় বসে—কেনিরির সঙ্গে বৃদ্ধ মেমীল।

দশ দিনের সঙ্গী

ভোরে আমার ঘুম ভাঙল এবং পর্দাটাকে একপাশে একটু সরিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে তাকালাম। গাড়ীটা একটা পুল পার হচ্ছিল। চাকার শব্দের হঠাৎ পরিবর্তনে হয়ত আমি জেগে থাকব।

নদীটা শান্তভাবে বয়ে চলেছে। মনে হল এটা ভ্যাতকা কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না, কেউ জেগে নেই যে জিজ্ঞেস করি। গেউতোগিন একখানা মাত্র চাদর গায় দিয়ে শুয়ে আছে, অঘোরে ঘুমোচ্ছে। তার কম্বলটা কুঁচকে পড়ে আছে পায়ের কাছে, কিছু অংশ পাশে ঝুলে পড়েছে এবং গাড়ীর ঝাঁকুনির সঙ্গে তাল রেখে দুলছে ওটা। আমাদের সহযাত্রী যাঁদের আসন নীচে তাঁরাও ঘুমিয়ে আছেন।

ট্রেনের ভিতরটা বেশ অন্ধকার কারণ পুরু পর্দা ভেদ করে আলো কদাচিৎ ভিতরে প্রবেশ করতে পারছে। আমি পর্দার

প্রান্ত সামান্য একটু তুলে ধরলাম এবং চেয়ে দেখলাম। পুলের থামগুলোর ভিতর দিয়ে প্রশস্ত জলরাশির উপর প্রভাত আকাশকে প্রতিফলিত দেখলাম। কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে শুয়ে রইলাম এবং আগ্রহ ভরে দেখতে লাগলাম গোলাপী ও স্বর্ণাভ মেঘের দলকে, তাদের প্রতিবিম্ব পড়েছে প্রশান্ত জলরাশির বুকে। তারপর নদী দ্রুত দৃষ্টির বাইরে চলে গেল কিন্তু সারি সারি থাম চলতে লাগল। পুলটাকে নদীর দ্বিগুণ চওড়া মনে হল। 'সম্ভবতঃ', আমার মনে হয়, 'এইকারণে যে বসন্তকালীন বন্যায় নদী অনেক বেশী প্রশস্ত হয়।'

শেষ থামটাও পেরিয়ে গেল। জানলার পাশ দিয়ে চলে গেল বার্চবৃক্ষের একটা ছোট্ট বন, তারই পিছন পিছন কয়েকটি সব্জীক্ষেত, বিক্ষিপ্ত কুটির ও একটা লেভেল ক্রসিং। লৌহদণ্ড নীচে নাবান, তারই পিছনে দাঁড়িয়ে তিনটি লরি, একটা 'পবেদা' গাড়ী এবং কয়েকটি সাইকেল। লরিগুলো, আমার মনে হল, নূতন শস্যের বীজের থলিতে বোঝাই এবং তাদের পাশে শব্দসমূহ-লেখা প্রলম্বিত লাল বস্ত্রের ফালি। লেভেল ক্রসিং পিছিয়ে গেল এবং তারপর দেখা দিল অনেক তরকারির বাগান, অনেক কুটির — কিন্তু ট্রেন এখন অপেক্ষাকৃত অনেক আস্তে চলেছে।

আমরা একটা স্টেশনে এলাম। নামটা দেখতে পেলাম না, আমাদের কামরা ছিল সব শেষে। আমি যা দেখতে পেলাম তা হল একতলা একটা ইঁটের বাড়ী, তার উপরে লেখা 'মালপত্র', আমি স্থির করলাম, ট্রেনটা যখন চলতে সুরু করবে এবং আমাদের কামরাটা স্টেশনের বরাবর হবে, আমি নামটা পড়ে নেব।

ইত্যবসরে, আমাদের যাত্রার হপ্তাখানেক আগে যে গল্পটা সুরু করেছিলাম, পাশ ফিরে এবং চোখ বুজে সেটা নিয়ে জল্পনা করতে লাগলাম। তারপর তন্দ্রা ছুটে যেতে আবার যখন চোখ মেললাম তখন দশটা — সারা সকালটাই ঘুমিয়েছি আমি।

পর্দাগুলো টানা হয়েছে, উজ্জ্বল সূর্যালোক আসছে ভিতরে। গেউতোগিনের বিছানা সুন্দরভাবে গুটোন এবং সে এখন আমাদের দু'জন সহযাত্রীর সঙ্গে নীচে বসে গল্প করছে।

আমাদের সংগীরা থেমে থেমে রুশ বলেন। তাঁরা আগের দিন যখন ট্রেনে উঠছিলেন তখনই আমরা এটা লক্ষ্য করেছিলাম। গেউতোগিন, আমি এবং যারা আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল — আমরা স্টেশনে পৌঁছেছিলাম গাড়ী ছাড়ার আধঘণ্টা আগে। আমাদের বার্থের উপর জিনিষগুলো ছুঁড়ে ফেলে বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলার জন্য প্লাটফর্মে গেলাম। ক্রমে গাড়ীটা ভর্তী হচ্ছিল। এক দম্পতি এলেন কামরার সহকারীর কাছে, ভদ্রলোকের বয়স প্রায় পঞ্চাশ আর

ভদ্রমহিলার প্রায় চল্লিশ এবং খুব সুন্দরী তিনি। ভদ্রলোকটি তাঁদের টিকিট দেখালেন এবং ঐটাই ঠিক কামরা কি না জিজ্ঞেস করলেন। সহকারী মাথা নেড়ে জানাল তাঁদের হচ্ছে তৃতীয় কামরা।

এই যাত্রীটির উচ্চারণে, তাঁর স্যুটে ও মহিলার ধূসর রঙের ভ্রমণ পরিচ্ছদে এবং তাঁদের পোর্টার কর্তৃক নীত মালের উপর উজ্জ্বল রঙের লেবেলে কিছু অস্বাভাবিকতা আমরা লক্ষ্য করেছিলাম।

'ওরা নিশ্চয়ই বিদেশী হবে', বলল গেউর্তেগিন। আমাদের সঙ্গে তিনটি যুবক যারা সাক্ষাৎ করতে এসেছিল, তারা ছিল গেউর্তেগিনের বন্ধু এবং মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। শীতকালীন ছুটির সময় ওরা যখন স্কি করতে কারেলিয়ান যোজকে গিয়েছিল, তখন ওদের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। লেনিনগ্রাদ থেকে সকালে পৌঁছবার পর গেউর্তেগিন তার মস্কোস্থ বন্ধুদের ফোন করে এবং আমাদের সকলের স্টেশনে সাক্ষাৎ হয়।

শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে আমরা কথাবার্তা বললাম এবং ট্রেন চলার সময়ও চিৎকার করে ট্রেনের বারান্দা থেকে কথা চালাতে লাগলাম। ট্রেনের গতি বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আমাদের টুপি নাড়লাম। এবং কেবল কামরার

ভিতর আসবার পরই লেবেল-আঁটা মালপত্রসহ দম্পতির কথা স্মরণ হল। তারপর জানা গেল যে খাবারভক্ষ পর্যন্ত আমরা তাঁদের সহযাত্রী হব।

গেউতোগিন ঠিক বলেছিল — তাঁরা বৈদেশিক ভ্রমণকারী, ভদ্রলোক লাইয়েজ-থেকে-আসা শব্দতত্ত্বের অধ্যাপক আর তাঁর স্ত্রী একজন শিল্পী। ইনি তাঁর রুশ ভাষায় ভুল করছিলেন, ভদ্রলোকটির কথা কিঞ্চিৎ শুদ্ধ, কিন্তু খুবই ইচ্ছাকৃত এবং উচ্চারণে স্পষ্ট বৈদেশিক ঝোঁক। ইনিও বহু ভুল করছিলেন কিন্তু তাঁর স্ত্রীর ভুল সংশোধনে ভদ্রলোকের সুস্পষ্ট উল্লাস।

কি কারণে যেন তাঁরা একথা জেনে খুবই বিস্মিত হলেন যে গেউতোগিন এবং আমি চুকচি ছাত্র — গ্রীষ্মের ছুটিতে বাস্তবজ্ঞান অর্জনের জন্য আমাদের দেশ চুকোতকাতে যাচ্ছি। তাঁরা আমাদের সঙ্গে এভাবে কথা বললেন, আমরা যেন মঙ্গলগ্রহবাসী, ফিরে যাচ্ছি মঙ্গলগ্রহের পথে।

এঁরা খুবই বিচক্ষণ অবশ্য; অধিক কৌতূহলী না হতে এবং আমাদের মনে আঘাত না দেবার চেষ্টা করলেন।

অধ্যাপকের চোখদুটি করুণাময় ও বুদ্ধিদীপ্ত এবং সুস্মিত হাসি ভরা। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী আমাদের সঙ্গে সহজ ও স্বাভাবিক ছিলেন এবং মোটামুটি তাঁদের ভালই লাগল। কিন্তু তাঁদের প্রতিটি চাউনি এবং প্রতিটি প্রশ্ন

বিস্ময়মিশ্রিত অবিশ্বাসে ভরা। প্রথমটায় এতে বেশ আমোদ লাগল কিন্তু পরে এটাই আমাদের মেজাজ খারাপ করতে লাগল, আমরা উঠে গেলাম খাবারের কামরায়। যখন ফিরে এলাম ও'রা ঘুমোচ্ছেন।

নূতন দিন এল। নীচে আবার কথাবার্তা চলল। এবং আবার সেই একই বিষয় অবশ্য, সুদূরে উত্তরের অধিবাসী, তাদের 'অত্যদ্ভুত আচার ব্যবহার', তাদের 'অতি অস্বাভাবিক চরিত্র' এবং তাদের 'শিল্পের সেই অতি চমৎকার আদিমতা'... আমি ঘুমের ভান করে রইলাম।

'আমাদের কৌতূহল', অধ্যাপক বলছিলেন, 'আপনাদের কাছে খুবই সরল বলে মনে হবে অবশ্য, এবং হয়ত—এই, কিভাবে প্রকাশ করব?... খুব বেশী একরোখা। দয়া করে অপরাধ নেবেন না যেন। আমাদের কাছে, আপনাদের সঙ্গে এই সাক্ষাৎ হল এই... আমি বলতে চাই, খুবই ভাগ্যের কথা। আমরা দু'জনাই চুকোতকা সম্পর্কে সেই উপন্যাসটি পড়ে প্রকৃত আনন্দ পেয়েছিলাম ... ও, কি যেন নাম তার?'

' "আলিতেত গেল পাহাড়ে"? ' আন্দাজ করল গেউতেগিন।

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। আলিতেত। মারশি*। এবং সাধারণভাবে আমরা এত... আমাদের কাছে এসব এত বেশী

---

* মারশি — ফরাসী শব্দ, যার অর্থ ধন্যবাদ।

কৌতূহলজনক! আমার স্ত্রীর ত প্রায় সবরকম সংগ্রহই আছে… জানেন ত ঐ যে ক্ষুদ্র মূর্তিসমূহ? বল্গাহরিণ, সিন্ধুঘোটক, মেরু ভল্লুক… এবং তাছাড়াও আছে সেই সব… আপনি ত জানেন সেই যে লম্বা ধরনের স্লেজগাড়ীর উপরে…'

'নারতী?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই নারতী'র উপরে। আমাদের জন্য এসবই রূপকথার মত। আর সবই কি না সুমেরুবৃত্তের বাইরে! বার্‌র্‌র্‌! আর এখন এই স্যাক্ষাৎ, কতই অপ্রত্যাশিত। আমরা দেখা পেলাম সত্যিকারের, জীবন্ত চুকচিদের।'

অধ্যাপক মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। তাঁর স্ত্রী হাসলেন। আমি গেউতোগিনের মুখ দেখতে পেলাম না। সে আমার নীচের বার্থে বসেছিল।

'ও, না এতে দোষ কি', সে বলল, 'বরং আমি খুবই খুশী যে আপনাদের এত উৎসাহ। উৎসাহিত হবার মত আমাদের বহু জিনিষ আছে। আর আমিও স্বীকার করছি', সে অধ্যাপকের সুরে বলল, 'আমি আমার জীবনে এর আগে কখনও সত্যিকারের, জীবন্ত বেলজিয়ান দেখিনি।'

'ও!' অধ্যাপকের স্ত্রী বিস্ময় প্রকাশ করলেন, 'আমার জানা ছিল না চুকচিরা এরকম … এর … বিদ্রূপেতাক হতে পারে।'

'বিদ্রূপাত্মক, ক্লডিন, বিদ্রূপাত্মক', তাঁর স্বামী সংশোধন করলেন।

'হ্যাঁ, এত বিদ্রূপাত্মক এবং এত জীব...'

'তুমি বলতে চাও জীবন্ত', আবার অধ্যাপক সূত্র ধরেন।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এত জীবন্ত।'

'আমার শঙ্কা হয় আপনি আমাদের প্রতি অবিচার করছেন, ম্যাদাম। দখ্নে লোকদের মত আমাদের না আছে সজীবতা, না তাদের তীক্ষ্ম বুদ্ধি। আপনার আগের মন্তব্য অনেক বেশী যথার্থ। রক্তের বদলে আমাদের শিরায় আছে তুষার-শীতল জল আর অবিশ্যি, আমরা শুধু আইসক্রীম খেয়েই বেঁচে থাকি।'

'আমাদের ঠাট্টা করবেন না, মঁশিয়ে গেউর্তোগন। আপনি নিশ্চয়ই অস্বীকার করবেন না যে প্রতিটি আলাদা জাতির থাকে আলাদা বৈশিষ্ট্য?'

'মোটেই না, মঁশিয়ে লীয়েরলিনক। আমরা অবশ্য যা অস্বীকার করি তা এই যে এই পার্থক্য ঘটে ভৌগলিক কারণবশতঃ। এবং তারও চাইতে বড় কথা; আমরা এই সব বৈশিষ্ট্যকে অপরিবর্তনীয় বলে মনে করি না। যে জাতিকে প্রায় লুপ্ত বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল, কোন কোন অবস্থায় তারাও নূতন শক্তি ও নূতন প্রাণসত্ত্বা লাভ করতে পারে।'

'মনে হচ্ছে, মানবজাতিতত্ত্বের বদলে আপনি রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতে চান।'

'আর আপনি রাজনীতির ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে মানবজাতিতত্ত্ব গ্লোতে পছন্দ করেন, তাই নয় কি?'

আমি স্থির করলাম এমন সময় এসেছে যখন আমারে মাঝে পড়া দরকার এবং আমি ঘ্ম থেকে জাগার ভান করে উচ্চস্বরে বললাম:

'শ্ভপ্রভাত।'

বেলজিয়ানরা আমাকে 'শ্ভপ্রভাত' জানালেন আর গেউতোগিন, সে সব সময়েই যথাযথ, জবাব দিল, 'শ্ভদিন'।

কোন এক অছিলায় বেলজিয়ানরা বারান্দায় গেলেন, স্পষ্টতঃই কম্বলের ভিতর পোষাক পড়ার অস্ববিধা থেকে আমাকে রেহাই দেওয়ার জন্য। আমি আমার বার্থ থেকে লাফিয়ে নেবে পোষাক পরে গেউতোগিনকে জিজ্ঞেস করলাম:

'আচ্ছা, কেমন আছেন, মঁশিয়ে গেউতোগিন?'

'খ্ব স্ববিধের নয়। মানবজাতিতত্ত্বের যাদ্ঘরে মোমের প্তুলের সামনে থাকলে যেরকম হত, ঠিক তেমনি।'

'বেশ তাহলে, যাদ্ঘরের প্তুলের যদি কিছ্ অন্ভূতি থাকে তাহলে আমি মনে করি তার প্রতি দর্শকের দৃষ্টি পড়ায় এবং তার জ্ঞান বৃদ্ধি করার স্বযোগ পাওয়ায় সে গর্ব অন্ভব করবে। আর তাছাড়া আমার মনে হয় প্তুল কখনও দর্শকের সঙ্গে তর্কে অবতীর্ণ হবে না।'

'আমি কি রূঢ় হয়েছিলাম?' উদ্বেগ নিয়ে গেউতোগিন জিজ্ঞেস করল। 'ওদের আঘাত করার কোন ইচ্ছে আমার ছিল না, তুমি জান তা। দিব্যি বুড়ো বুড়ী ওরা।'

'আরে, আরে! ক্লডিনকে তুমি কক্‌খনো বুড়ী বলতে পার না।'

'তাহলে মরিসও নয়।'

'ও, তাহলে ওর নাম মরিস, সত্যি?'

'হ্যাঁ। ওরা ভ্রমণের সঙ্গী হিসেবে দিব্যি ভাল, কেবল যদি ওরা আমাদের এরকম অবাক জিনিষ বলে মনে না করত। তুমি জান, আমার এরকম ধারণা জন্মেছে যে আমরা যখন কথা বলি, ওরা আমাদের হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখতে চায়, আমরা সত্যি মানুষ কি না; আমাদের চুকচিদের ওরা মনে করে এক ধরনের বিরল মেরু-জীব কিম্বা ওরকমই একটা কিছু। যে বিষয় নিয়েই ওরা বলুক না কেন, একমুহূর্তের জন্যও ওরা ভুলতে পারে না যে আমরা চুকচি, যারা ওদেরকে ফাঁকি দিয়ে হরিণ-চামড়ার বদলে লাউঞ্জ স্যুট পরে এখানে হাজির হয়েছে।'

'আরে বেশ ত, ওদের আনন্দ করতে দাও। আরও সহিষ্ণু হও। আর যাই হোক, তোমার মনে রাখা দরকার ওরা কোৎথেকে এসেছে।'

'আমার তা খুব ভাল মনে আছে', দীর্ঘশ্বাস ফেলে গেউতোগিন। 'এবং আমি এও দিব্যি দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের দশটা দিন কাটাতে হবে এই অধ্যাপক আর তার স্ত্রীর সঙ্গে এবং তাদের দিতে হবে সর্বহারার আন্তর্জাতিকতার ভিত্তির কথা।'

'শোন', আমি ভগ্নোৎসাহে বললাম, 'এটা কেমন হয় যদি আমরা ট্রেন-সহকারীকে বলি আমাদের কামরা বদল করে দিতে। পাশের কামরার দু'জন যাত্রী স্ভেরদলোভ্স্কে নেবে যাবে বলে আমি শুনেছি।'

গেউতোগিন মিনিটখানেক ভাবল।

'না, আমরা তা করতে পারি না, এটা অভদ্রতা হবে।'

'আরে না, আমি পালিয়ে যাওয়ার কথা বলছি না। আমরা ওদের বলব যে আমরা ওদের কোন অসুবিধে করতে চাইনে।'

'তা চলবে না। ওরা অন্য কাউকে এখানে দেবে। না, আমাদের এ কথা ভুললে চলবে না যে এখানে আমরা অতিথিসেবক আর ওরা অতিথি। এটা আমাদের উপর একটা দায়িত্ব এনে দিচ্ছে, তুমি যাই বল না কেন। ট্রেনে আমরা একই পর্যায়ের যাত্রী কিন্তু আমাদের সমগ্র দেশ হিসেবে ... বুঝতে পারছ আমি কি বলছি? অতিথি অতিথিই এবং আমাদের এই অতিথিরা চমৎকার লোক।'

'বেশ তবে, আমার প্রস্তাব প্রত্যাহার করলাম।' বললাম আমি এবং কাঁধের উপর তোয়ালেটা নিয়ে হাতমুখ ধুতে চলে গেলাম।

*   *   *

দিনের পর দিন। স্ভেরদলোভ্স্ক, ওমস্ক, নভোসিবিরস্ক ... সমতলের পর পর্বত, পর্বতের পর নিম্নভূমি এবং জলাপূর্ণ ঝোপঝাড়। আমরা পশ্চিম-সাইবেরীয় সমতল পেরুচ্ছিলাম।

আমাদের ভ্রমণ সঙ্গীদের প্রতিটি জিনিষেই জীবন্ত উৎসাহ, এশিয়া ও ইউরোপের প্রাকৃতিক বিভাগ, এক সময়-বলয় থেকে অন্যটাতে গমন, জনৈকা বয়স্কা যৌথখামারে রমণী, সমাজতান্ত্রিক শ্রম বিজয়িনী, যিনি আছেন পাশের কামরায়, সাইবেরীয় নদীর স্রোত পরিবর্তনের সমস্যা। আমরা যা যা জানতাম সবই বললাম তাঁদের, শ্রম বিজয়িনীর সঙ্গে পরিচিত করালাম, একটা মানচিত্রে দেখালাম কিভাবে ইরতিসের জলকে দক্ষিণ দিকে কাজাখস্তানের মরুভূমিতে চালান দেওয়া হয়েছে। অধ্যাপক লীয়েরলিনক ও তাঁর পত্নী খুবই মনোযোগী, সংস্কারবিহীন শ্রোতা। দেশের বিস্তৃতি সততই তাঁদের বিস্ময় উদ্রেক করছিল। ('একটিমাত্র সময়-বলয় বেলজিয়ামের পক্ষে যথেষ্ট', অধ্যাপক মৃদু হেসে বললেন)। সর্বত্র যে

বিরাট সংগঠনের কাজ চলছে এবং প্রকৃতির পুনর্গঠনের জন্য যে পরিকল্পনা হয়েছে তাতে তাঁরা আরও বেশী মুগ্ধ হলেন।

সোভিয়েত রাষ্ট্রের কৃতিত্ব সম্পর্কে আমরা সানন্দে তাঁদের পরিচিত করাচ্ছিলাম, আরও বিশেষ এই কারণে যে অধ্যাপক তাঁর সঙ্গে একখানা দিনপঞ্জী রেখেছেন, সেটাকে বেলজিয়ামে গিয়ে তিনি ছাপাতে চান।

একমাত্র জিনিস যা আমাদের বিব্রত করছিল তা হল এই যে আমরা নিজেরাও তাঁদের কাছে বিচারের স্থায়ী বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। সদা-উপস্থিত কৌতূহল নিয়ে অধ্যাপক লীয়েরলিনক চুকোতকা সম্পর্কে আমাদের উপর প্রশ্নের বোঝা চাপাচ্ছিলেন। আমাদের কথা শোনেন এবং তারপর নিম্নলিখিতরূপ কিছু একটা বলেন:

'ইয়ারাঙ্গার বদলে আধুনিক বাড়ী এবং ... এর ... পলতেপ্রদীপের বদলে বৈদ্যুতিক আলো অবশ্য নিঃসন্দেহে প্রগতিমূলক। কিন্তু এ সবের সঙ্গে উত্তরাঞ্চল কি তার নিজস্ব চরিত্র, রম্যতা এবং তার কবিতা হারিয়ে ফেলছে না?'

অধ্যাপককে দেখে বিস্মিত হচ্ছিলাম যে, কেন তার চোখে তখনও সেই বুদ্ধিদীপ্ত চাউনি। আর গেউতেগিন যা বলতে চাইছিল তা হল:

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আমরা কবিতা ছাড়াও দিব্যি চলতে পারি।'

একটু থেমে আবার সে যোগ করে:

'ও ধরনের কবিতা বাদ দিয়ে, অবশ্য।'

আমাদের মাছের ব্যাপারটাকেও যন্ত্রায়িত করা হচ্ছে জেনে এবং চুকচি বসতি থেকে শামানদের লোপ পাওয়াতেও অধ্যাপক দুঃখ অনুভব করেন। এ নয় যে তাঁরা প্রগতির শত্রু। না, তাঁরা স্থিরকল্প যে তাঁরা প্রগতিশীল ধারণার বাহক। তবু তাঁরা পিছিয়ে থাকার প্রতিটি বস্তুকে প্রশংসা করতে থাকেন যা তাঁদের কাছে অত অতীতের বলে এক ধরনের কবিত্বময় মাধুর্যে ভরা। আর আমরা, যারা আমাদের ঘৃণ্য পশ্চাদগামীতা থেকে মুক্তি পেয়ে অশেষ আনন্দিত, আমাদের তাঁরা বিবেচনা করেন অদ্ভুত তরুণ বলে যারা সম্পূর্ণ বুঝতে অসমর্থ 'জীবনের উপর সভ্যতার প্রভাব কতটা রূঢ়ভাবে গদ্যময়'।

'কিন্তু আপনাকে অবশ্যই বুঝতে হবে, অধ্যাপক', যতটা সম্ভব শান্তভাবে বলে গেউতেগিন, 'আমাদের লোকেরা যে জীবন শেষ করে এসেছে সেটা প্রকৃতপক্ষে আদৌ জীবন ছিল না, পরন্তু মন্থর মৃত্যু কিম্বা আরও ঠিকভাবে বলতে গেলে খুব মন্থরও নয় তা। এ কারণেই আমরা পেছনে ফেরাকে এত ঘৃণা করি। আর রম্যতা ও কবিতার ব্যাপার; আমরা তাকে

দেখতে পাই সম্পূর্ণ অন্য বস্তুতে। আমরা তাকে দেখতে পাই প্রকৃতির কঠোরতার বিরুদ্ধে এবং স্বয়ং পশ্চাদগামীতার বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামে। আমরা একে দেখি আমাদের মানুষের উজ্জীবনে, বিদ্যুতের মাঝখানে, যা আমাদের চুকচি বাসগৃহকে আলোকিত করে ...'

'বিদ্যুৎশক্তি ও কবিতা ভিন্ন বস্তু, মঁশিয়ে গেউতেগিন। সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষ।'

'কিন্তু আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে, যাকে আপনি বলেন বিভিন্ন জিনিষ, তা কবিতা এবং চুকচিদের পুরাতন অভিশপ্ত জীবন অপেক্ষা অনেক বেশী নিকটতর। আমি যা দেখতে পাচ্ছি তাতে সব ব্যাপারটার মুস্কিল হচ্ছে এই যে আপনি ধনতান্ত্রিক সভ্যতার যাবতীয় গলদকে এবং যাকে আপনি বলেন 'গদ্যময়তা' তাকে আমাদের সভ্যতার উপর চাপাতে চান... সংক্ষেপে, আপনি এই তথ্যকে এড়িয়ে যাচ্ছেন, অধ্যাপক, যে আমরা গঠন করছি নূতন সভ্যতা!'

এখন, ঠিক এই বিষয়টিকেই অধ্যাপক এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু গেউতেগিন উত্তেজিত হবে না বলে যে প্রতিজ্ঞা করেছিল সে কথা স্মরণ না রেখে বলতে লাগল:

'দু'ধরনের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ আছে — দু'ধরনের জাতীয় ঔদ্ধত্য। প্রথমটা খোলা, ইচ্ছাকৃত ধরনের যে বিষয়ে আপনারা এবং আমরা একই মত পোষণ করি, সুতরাং এ নিয়ে

15—1748

আলোচনার প্রয়োজন নেই, কিন্তু এর আর এক ধরনের রূপ আছে, একটা অজ্ঞাত জাত্যাভিমান। কোন ব্যক্তি নিজেকে সকল জাতির বন্ধু বলে মনে করেন কিন্তু তিনিই আবার একটা ক্ষুদ্র জাতির শক্তিশালী বিষয়গুলির উল্লেখ না করে তার অতীত দুর্বলতার উপর জোর দেন অথবা এমন বৈশিষ্ট্যের কথা বলেন যেটা তার উপর মিথ্যা করে আরোপিত...।'

অধ্যাপক হাসলেন এবং কৃত্রিম পরাজয়ের ভঙ্গীতে হাত তুললেন এবং সমস্ত যুক্তিটাই হাসির ভিতর দিয়ে শেষ হল। একটু শান্তি দেবার আশায় আমি আমার সঙ্গীদের বললাম যে স্নাতক হয়ে আমরা যখন বাড়ী ফিরে যাব তখনও আমরা 'গদ্যময়' মোটরের চাইতে অনেক বেশী 'পদ্যময়' কুকুরটানা স্লেজগাড়ী হাঁকাব।

* * *

ট্রেনটা এগুচ্ছিল ক্রাসনয়ারস্কে। আমি বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম জানলার বাইরে তাকিয়ে। এমন সময় গেউতেগিন আমার কাছে এসে বলল:

'আমাকে বলত ওই বেলজিয়ান দু'জনা কেন নিজেদের মধ্যে ফরাসী ভাষায় কথা বলে?'

'কারণ তারা বেলজিয়ামের দক্ষিণাঞ্চলের লোক।'

'কিন্তু তার সঙ্গে এর কি সম্পর্ক?'

'বেলজিয়ামের দক্ষিণে সবাই ফরাসীতে কথা বলে। আর, বেলজিয়ান বলে কোন ভাষা নেই।'

'তুমি ঠিক জান ?'

'আমাকে বিশ্বাস না হলে নিজে ওদের জিজ্ঞেস কর। বেলজিয়ামে দুটো ভাষা আছে। দক্ষিণে ওরা বলে ফরাসী আর উত্তরে ফ্লেমিশ ?'

'ফ্লেমিশ ?'

'হ্যাঁ, এটা অনেকটা ডাচ ভাষার মত।'

'না, ওরা বলছিল ফরাসী ভাষা।'

'তার মানে ওরা এসেছে দক্ষিণ বেলজিয়াম থেকে। আমার যদি ঠিক স্মরণে থাকে তবে লাইয়েজ হচ্ছে দক্ষিণে।'

গেউতোগিন মৃদু হাসল।

'ওরা যা বলেছে প্রায় সবটাই বুঝতে পেরেছি। মজা এই ওরা আমাদের সম্পর্কেই বলছিল। এমন কি আমি একটু বিব্রত বোধ করছিলাম, বুঝলে।'

'ওদের বিব্রত বোধ করার কথা, তোমার নয়। আর যাই হোক আমরা ওদের সামনে চুকচি বলিনি।'

'আরে না, তা বলছি না। আমি বিব্রত বোধ করছিলাম, ওরা আমাদের প্রশংসা করছিল তাই।'

'সত্যি ? কি বলছিল ওরা ? ওরা কি এই দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল, চুকচিরাও অন্য লোকেরই মত ?'

'না, তা নয়। ওরা আমাদের ছেড়ে কথা বলেনি, কেবল বলেছে আমরা নাকি চমৎকার ছেলে।'

'তাই না কি ?'

'হ্যাঁ, অনেকটা ঐ ধরনের, যদি না আমার ভুল হয়ে থাকে। ওদের উচ্চারণ আমাদের ফরাসী ভাষা শিক্ষিকার মত নয় মোটেই। ভাল কথা, তুমি ওদের আমাদের উত্তর অনুষদ সম্পর্কে কি বলছিলে ?'

'কিছুই না, শুধু এই যে আমি সেখানকার ছাত্র। কেন, তাই কি ?'

'বুঝলে, সে এখনও মনে করে ... এক কথায়, সে বিশ্বাস করে যে উত্তরের প্রয়োজন বাকি স্থানের মত নয়। সে বলেছে, "এর জন্য বিশেষ পাঠ্য-ব্যবস্থার দরকার", অর্থাৎ অনেক বেশী সহজ পাঠ-তালিকা।'

'আহা ! তুমি কি বললে উত্তরে ?'

'তোমাকে কি আমি বলিনি যে তারা নিজেদের ভিতর কথা বলছিল। আমি ওদের জানতে দিইনি যে আমি বুঝতে পারছি।'

'ও, হ্যাঁ, আমি একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। এটা আশ্চর্য যে কি করে নিজেকে সামলে রেখেছিলে। যে কোনভাবেই, এটা তোমার পক্ষে ঠিক হয়নি, হয়েছিল কি ?'

আসল কথা হল গেউর্তোগিন আদপে উত্তর অনুষদভুক্ত নয়; সে নিয়মিত অঙ্কশাস্ত্রের ছাত্র। তবু আমাদের সঙ্গীরা অনুমান করেছিলেন চুকচিরা 'আসল' অনুষদের বিষয়সমূহ বুঝতে অপারগ এবং সে কারণে চুকচি এবং অন্যান্য

উত্তরাঞ্চলের জাতির জন্য তারা আলাদা একটা অনুষদ গঠন করেছে, যেটা অপেক্ষাকৃত সোজা ও সরল।

সেদিন আমাদের সংগীদের সঙ্গে আলোচনার সময় আমরা এ বিষয়ের অবতারণা করিনি, কিন্তু পরের দিন লাইয়েজের বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কে অধ্যাপককে জিজ্ঞেস করেছিলাম এবং লেনিনগ্রাদের বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় বলার সুযোগ নিয়েছিলাম। আমি তাকে বলেছিলাম যে আমাদের অনুষদ যে কেবল সুদূর উত্তরের অধিবাসীদেরই নিয়ে থাকে তা নয়, অন্যান্য অংশের লোকদেরও গ্রহণ করে — যারাই উত্তরের শব্দতত্ত্ব সম্পর্কে কৌতূহলী। আমি এও উল্লেখ করেছিলাম যে কখনো কখনো এর বিপরীতটাও ঘটে থাকে—বহু উত্তরবাসী অন্যান্য অনুষদে যোগ দেয় যদি তারা অন্য কোন শাখা বেছে নিতে চায়। উদাহরণ স্বরূপ, গেউতেগিন এখানে অঙ্ক অনুষদে অধ্যয়ন করছে।

'ও!' অধ্যাপক শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে গেউতেগিনের দিকে তাকালেন। 'আপনি... এর... আমার মতে অনেক কিছু শিখেছেন। আমি নিজে সব সময়েই অঙ্কে খুব কাঁচা ছিলাম। এটা হল... এর... কিভাবে বলবেন?—এটা হল আমার কাছে একিলিসের গোড়ালি — ঠিক বলেছি ত? তুমি শুনছ ক্লডিন, মঁশিয়ে গেউতেগিন মনে হচ্ছে, একজন অঙ্কশাস্ত্রজ্ঞ। বেশ তবে, হে তরুণ, আপনার ক্লাশের খাতাখানা দেখি।'

এটা অবশ্য অংশতঃ একটা কৌতুক কিন্তু একইসঙ্গে আমার কথার সত্যতা পরীক্ষা করার স্পষ্ট ইচ্ছা। গেউতৌগিন তার খাতাখানা বার করে দিল এবং অধ্যাপক লীয়েরলিনক উৎসাহসহকারে স্ত্রীর নিকট বিস্ময় প্রকাশ করতে লাগলেন:

"চমৎকার !" "চমৎকার !" ... "ভাল !" ... আর একটা "চমৎকার !" '

ঠিক সেদিন সন্ধ্যায় আমরা খাবারভস্ক সম্পর্কে আলোচনা সুরু করলাম। আমি বললাম খাবারভস্ক যাদুঘরে আমার পৈত্রিক বসতির বিখ্যাত গজদন্ত - খোদাইকারী গেমাউগের অনেকগুলি শিল্পকর্ম আছে। অধ্যাপকের স্ত্রী ও'র নামটা লিখতে আরম্ভ করলেন—তিনি ও'র কাজ দেখতে চান—কিন্তু ফরাসী ভাষায় শব্দটাকে রূপান্তরিত করা কঠিন এবং তিনি গোলমাল করে ফেললেন। গেউতৌগিন, যে তাঁর পাশে বসে ছিল, ও'র অসুবিধা দেখে স্বেচ্ছায় ও'কে প্রতিটি অক্ষরের বানান বলে দিল। সে প্রত্যেকটি অক্ষরকেই ফরাসীতে বলল। মাদাম লীয়েরলিনক লেখা শেষ করে নরম গলায় জিজ্ঞেস করলেন:

'তাহলে আপনি ফরাসী জানেন, দেখছি।'

'ও, না', বিব্রত বোধ করে সে জবাব দিল, 'যৎসামান্য।'

'অত বিনয়ী হবার প্রয়োজন নেই', অধ্যাপক বললেন, 'আমি আপনার খাতায় দেখেছি, "ফরাসী—চমৎকার" !'

ম্যাদাম লীয়েরলিনক লজ্জায় রক্তিম হলেন এবং তাঁর হাসি চাপতে গিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরলেন। কিন্তু তবু তিনি হেসে ফেললেন এবং আমরাও হাসলাম যা হল অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে পার পাবার শ্রেষ্ঠ উপায়। অধ্যাপক সবশেষে হাসিতে যোগ দিলেন—তিনি প্রথমতঃ রসিকতাটা বুঝতে পারেননি। কিন্তু যখন শেষটায় তা বুঝতে পারলেন, তিনি হাসতে থাকলেন এবং বলতে লাগলেন: 'হায় আমার অদৃষ্ট, আর আমরা কি না ঠিক আপনাদের মুখের উপরেই এসব কথা বলেছি—যেন আমরা ছাড়া আর কেউ নেই!'

*   *   *

রূপকথার সৌন্দর্য দিয়ে বাইকাল আমাদের সঙ্গীদের চিত্ত জয় করল। যদিও এর তীর দিয়ে এই আমাদের প্রথম ভ্রমণ নয়, আমরা নিজেরাও জানালা ছাড়তে পারলাম না। অগণিত স্থানে সুরঙ্গ-কাটা উদ্‌গত পর্বতমালা, গ্রীষ্ম বায়ুতে ক্রীড়ারত নীল তরঙ্গের দল, তরঙ্গের উপর সঞ্চরমাণ পাল-তোলা নৌকো, বহুদূরে পর্বত-চূড়া — দেখতে সত্যিই সুন্দর। হ্রদটি রেলের বাঁধ পর্যন্ত বিস্তৃত। পাশের কামরা থেকে জনৈক তরুণ অফিসার সহকারীর কাছ থেকে একটা বালতি চেয়ে নিয়ে বাঁধ বেয়ে নীচে দৌড়ে গেল বাইকালের জল ভরতে। কামরার সবাই তার স্বাদ নিলাম এবং কে একজন

সেই বিখ্যাত পুরাতন গানটি ধরল: 'পুণ্য সে বাইকাল দোলায় তার মহান ঢেউ...'

অধ্যাপক লীয়েরলিনকও অপর সকলের সঙ্গে জল পান করলেন, গান গাইতেও চেষ্টা করলেন, ট্রেন থেকে নাবলেন বুরিয়াতের জেলেদের কাছ থেকে ধূমায়িত ওমূল মাছ কিনবার জন্য, গানের কথাগুলিকে নোট বইয়ে টুকে নিলেন। গায়করা যখন বার্গুজিন শব্দটির কাছে এল, যার অর্থ এক ধরনের বাতাস, তিনি এটাকে কোন লোক ভেবে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই বার্গুজিন লোকটি কে', কারণ বহু রাশিয়ানদের নামই শেষ হয় 'ন' শব্দটি দিয়ে। সমস্ত সময় ধরে মাদাম লীয়েরলিনক জানালার বাইরে তাকিয়ে রইলেন এবং দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন: 'হায়, আমি যদি সারা গরমের সময়টা এখানে আমার ইজেল নিয়ে থাকতে পারতাম!'

খাবারভস্কের দূরত্ব কমে আসছিল এবং আমাদের দশ দিনের সঙ্গীত্বও শেষ হচ্ছিল। অধ্যাপক, তাঁর স্ত্রী আমাদের ছবি আঁকবেন বলে, আমাদের বসতে বললেন, স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে অন্ততঃ আমাদের পেন্সিলচিত্র চাইলেন তাঁরা। আমাদের অমত করার কোন কারণ ছিল না কিন্তু সিন্ধুঘোটক ও বল্গাহরিণের খোদাইকরা মূর্তির মত কৌতূহলোদ্দীপক সামগ্রীর সামিল হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী লোভের ব্যাপার বলে মনে হল না।

এবং এ কারণে গেউতোগিন বলল:

'খুব ভাল, কিন্তু এক সর্তে যে আপনারা স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে আপনাদের ফটো আমাদের দেবেন।'

সে তার স্যুটকেস থেকে 'ফেড' ক্যামেরাটি বার করল এবং অদ্ভুত নাম-ওয়ালা 'এরফেই পাভলভিচ' স্টেশনের বাগানে বসিয়ে তাঁদের ফটো তুলল।

তারপর আমরা বসলাম মাদাম লীয়েরলিনকের জন্য। পুরো ত্রিশ মিনিট ধরে একজনার পর আর একজন সাক্ষিগোপালের মত কাঠ হয়ে বসে থাকতে বাধ্য হলাম। আমি যখন বসে রইলাম, গেউতোগিন মাদাম লীয়েরলিনক লাইয়েজে তাঁর বান্ধবীদের আমাদের ছবি দেখাচ্ছেন, এই ধরনের সময়োচিত মন্তব্য করল এবং এই দৃশ্যের সঙ্গে তিনি যে গল্প ফাঁদবেন তাও বলে দিল — তা এই যে তিনি বল্গাহরিণে চেপেছেন এবং মেরু ভল্লুক শিকার করেছেন।

'কিন্তু আমাদের সব বন্ধুরাই', তিনি হেসে বললেন, 'ভালো করেই জানে যে আমরা সুমেরুবৃত্তের বাইরে যাইনি! আমাদের ভ্রমণের সবচাইতে দূরবর্তী উত্তর সীমানা হল লেনিনগ্রাদ।'

'তাতে কিছু এসে যায় না। আপনারা কি আপনাদের ভ্রমণসূচীর পরিবর্তন করতে পারেন না, এই ধরুন, দুজন তরুণ চুকচির দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে, যাদের সঙ্গে আপনাদের ট্রেনে দেখা হয়েছে। এবং তারপর', সে বেশ গম্ভীরভাবে

যোগ করল, 'ওদেরই ভিতর একজন চুকচি আবার আপনাকে একটি পোষা শীল মাছ উপহার দেয়।'

'কিন্তু সে ক্ষেত্রে আমাদের ত শীলটা দেখাতে বলবে। আর আমরা তা পাব কোৎথেকে?'

'ও, কেবল বলে দেবেন যে বেলজিয়াম যাবার পথে ওটার বাড়ীর জন্য মন কেমন করে, অসুস্থ হয় এবং মারা যায়। সুতরাং আপনাকে শীল চামড়াটার জ্যাকেট বানাতে হয়। আর আপনাদের বন্ধুদের দেখাবার জন্য খাবারভূস্কে তা স্বচ্ছন্দে কিনতে পারেন। কেবল কারখানার লেবেলটা তুলে নিতে ভুলবেন না।'

গেউতেগিন ততক্ষণে আমাদের সঙ্গীদের সঙ্গে দিব্যি মিশে গেছে। সে ঠাট্টাতামাসা করতে লাগল, যেন সে তার লেনিনগ্রাদ ছাত্রাবাসে ফিরে গেছে সহপাঠীদের কাছে। সে আমাদের সকলকে খুবই আনন্দ দিল কিন্তু যখনই আমি হাসবার চেষ্টা করি মাদাম লীয়েরলিনক বলেন হাসি আমার চিত্রটিকে নষ্ট করবে।... কিন্তু শেষ পর্যন্ত চিত্র শেষ হল এবং আমার মতে তারা দেখতে বেশ সুন্দর হল।

* * *

খাবারভূস্কের ঠিক আগে আমাদের শেষ দিনটিতে অধ্যাপক এবং গেউতেগিন আর একটা তর্কে জড়িয়ে পড়ল, এবারকার আলোচ্য হল দলবন্ধ-বিবাহ প্রথা। অধ্যাপক জোর দিয়ে বললেন, যে প্রথা চুকোতকায় ঠিক সোভিয়েত ক্ষমতা

আসার আগে পর্যন্তও লুপ্ত হয়নি, তা কেবলমাত্র যথাবিধি লুপ্ত হয়েছে, অর্থাৎ বলতে গেলে কেবল 'কাগজকলমে'।

'পরিবর্তন কখনই এত দ্রুত সাধিত হয় না, বিশেষ করে এ জাতীয় জিনিষের ক্ষেত্রে। এটা ঘটে বহু বংশ পরম্পরায়... সন্তান... কিভাবে বলেন আপনি... "সন্তান কখনও আপেলগাছ থেকে পড়ে না" (তিনি রুশ প্রবাদটির সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছিলেন যেটা হল 'আপেল, গাছ থেকে বেশী দূরে পড়ে না' ।) এর জন্য প্রয়োজন প্রেমের সম্পূর্ণ নূতন ধারণা এবং তা এত অল্প সময়ে গড়ে উঠতে পারে না। আমি এ কথা স্বীকার করতে রাজী নই, আপনি হয়ত দলবন্ধ-বিবাহের উপর আইনগত নিষেধ আরোপ করতে পারেন কিন্তু মানুষকে অনুভূতি শেখান চলে না।'

গেউতেগিন ধৈর্যসহকারে অধ্যাপককে নিশ্চিন্ত করাতে চাইল যে চুকচিরা 'অনুভব' এ সমর্থ এবং তাদের প্রেমের ধারণা অন্যান্য স্থানেরই মত। সে অধ্যাপককে বোঝাতে চেষ্টা করল যে পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থায় স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবেই দলবন্ধ-বিবাহের মৃত্যু ঘটেছে। আর বিবাহ পদ্ধতি যে সমগ্র সম্প্রদায়ের জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত এ ত জানা কথা। অন্যভাবে বলতে গেলে, অধ্যাপককে ওর কয়েকটি মূল সত্য বোঝাতে হচ্ছিল। কিন্তু অধ্যাপক বার বার ওই একই কথা বলতে লাগলেন:

'না, না, এ ধরনের জিনিষ হঠাৎ বদলাতে পারে না। এত তাড়াতাড়ি নয়।'

'কিন্তু কে বেশী জানে ম'শিয়ে অধ্যাপক, আপনি যিনি লেনিনগ্রাদের চাইতে অধিক উত্তরে যাননি, অথবা আমরা যারা চুকোতকাতে মানুষ হয়েছি; আমরা জানি যে এই রীতিটি গোষ্ঠী-ব্যবস্থার অন্যান্য বহু অবশিষ্টাংশের সঙ্গে লুপ্ত হয়ে গেছে? আপনি বলছেন পরিবর্তন এসেছে "খুব তাড়াতাড়ি"? কিন্তু সত্যি তাই! এটা আমাদের মহাভাগ্য যে এটা এত শীগ্‌গিরই ঘটেছে। হ্যাঁ, অধ্যাপক, এইটেই আসল কথা যে আদিম অন্ধকারের বর্বরতা থেকে আমরা সরাসরি পোঁছেছি সমাজতন্ত্রে, মধ্যবর্তী সবকিছুকে, এবং আপনি যে অবস্থার মধ্যে এখন পর্যন্ত বাস করছেন সেই অবস্থাকে একবারে অতিক্রম করে।'

আমার কোন ধারণাই ছিল না যে তর্কটা কিভাবে শেষ হত যদি না মাদাম লীয়েরলিনক এতে অংশ নিতেন। তিনি স্বীকার করলেন যে সামাজিক সংগঠন জাতীয় ব্যাপার সম্পর্কে তাঁর কোন জ্ঞান নেই কিন্তু প্রেমের কথা যখন উল্লেখ করা হয়েছে তিনি বিচারক হিসাবে রায় দানে প্রস্তুত। 'কেবলমাত্র মেয়েরাই জানেন', তিনি ঘোষণা করলেন, 'প্রেম কি জিনিষ।'

তিনি বললেন প্রকৃত প্রেমের সঙ্গে দলবদ্ধ-বিবাহের কোন

সঙ্গতি থাকতে পারে না। এ বিষয়ে আমরা সবাই একমত হলাম। তিনি আরও বললেন যে উক্ত প্রথা চুকোতকাতে প্রবর্তিত হয়েছিল কারণ উত্তরবাসীদের অনুভূতি সাধারণতঃ দক্ষিণের মানুষদের চাইতে কম উষ্ণ।

'আমার উপর রাগ করবেন না', তিনি মধুর হেসে বললেন, 'দয়া করে, চটবেন না যেন। যখন আপনারা আপনাদের চারদিকে ঐ ঠাণ্ডা আর অনুর্বর বরফ নিয়ে বাস করছেন, আপনারা প্রেমের উত্তাপ অনুভব করতে পারেন না। প্রেম উপলব্ধি করতে হলে অন্য ধরনের হৃদয় চাই।'

এবং চুকোতকা যেহেতু এখনও সেই সুদূর উত্তরে নিহিত, মাদাম লীয়েরলিনকের মতে: 'মরিস ঠিকই বলেছেন, আপনাদের ও রকম প্রথা ত্যাগ করা সম্ভব নয়।'

এই মন্তব্য স্বয়ং অধ্যাপককেও বিস্মিত করল।

'না, ক্লডিন', তিনি বললেন, 'আমি তোমার এ মত সমর্থনে অপারগ। উত্তরের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। গ্রীষ্মমণ্ডলেও একসময় দলবদ্ধ-বিবাহপ্রথা ছিল। আমি বলছিলাম সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষ।'

এবং এমন সময়, কি কারণে যেন, গেউতেগিনকে খুব খুশী মনে হল, সে বলল:

'আপনি যখন প্রেম সম্পর্কিত বিচার ক্ষমতা পুরুষদের হরণ করে নিয়েছেন, আমি দুটি তরুণীর সাক্ষ্য উপস্থিত

করতে চাই। এদের একজন আমার বন্ধুর সঙ্গে লেনিনগ্রাদে সাক্ষাৎ করেন এবং অপরজন আমার সঙ্গে আনাদীরে সাক্ষাৎ করতে আসছেন। আমি আপনাকে নিশ্চয় করে বলতে পারি, মাদাম, যে তাঁরা উত্তরবাসীদের আবেগ সম্পর্কে আপনার সঙ্গে একমত হবেন না।'

আমার মনে হয়, সেই আমাদের শেষ আলোচ্য বিষয়—ইতিমধ্যে আমরা আমুরের কালো ঢেউ দেখতে পেলাম এবং কিছু যাত্রী আমাদের কামরার দরজার পাশ দিয়ে বাইরে যাবার রাস্তার দিকে এগুচ্ছিল। বিদায় নেবার সময় এসেছে। আমাদের সঙ্গীরা আমাদের বহু সাধুবাদ দিলেন যা আমার বিবেচনায় খুবই আন্তরিক। আমরাও একই মনোভাব দেখালাম। স্যুটকেসে চাবি দেওয়ার আগে স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে একখানা চুকচি বই উপহার দিলাম অধ্যাপক ও তাঁর পত্নীকে। এটা মংকৃত পুশকিনের কবিতার অনুবাদ। মনে হয়, ওঁরা উপহার পেয়ে খুবই খুশী হলেন।

'আমি মনে করি', অধ্যাপক বললেন, 'বেলজিয়ামে এটাই হবে চুকচি ভাষায় প্রথম বই।'

'তাও আবার গ্রন্থকারের সইসহ', আনন্দ প্রকাশ করলেন অধ্যাপকের স্ত্রী।

'না', আমি তার ভুল শুধরে দিলাম, 'কেবল অনুবাদকের সইসহ।'

গেউতোগিন ও আমি স্যুটকেস নিয়ে আর একবার আমাদের ভ্রমণ সঙ্গীদের সঙ্গে করমর্দন করলাম। আমরা বারান্দায় চলে গেলাম এই কথা দিয়ে যে ওঁদের জন্য পোর্টার পাঠাব।

আমরা কথা রেখেছিলাম, এখন প্লাটফর্ম দিয়ে চলেছি।

'কেমন, দেখলে', বলল গেউতোগিন, 'তুমি না চেয়েছিলে অন্য কামরায় যেতে, মনে আছে?'

'কিন্তু তোমার কি মনে হয় এই দশদিন ধরে তুমি ওদের যা সব বুঝাতে চেয়েছ, তা ওরা বুঝেছে?'

'আমার তাই মনে হয়, যে কোনভাবেই হোক, বেশীর ভাগটাই বুঝেছে।'

সেই মুহূর্তে তাঁদের আবার দেখতে পেলাম। তাঁরা 'আমুর' হোটেলে যাবেন বলে একটা ট্যাক্সি নিচ্ছিলেন। আমরা তাঁদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়লাম। তাঁরা স্থির করেছিলেন দৃশ্যাদি দেখে খাবারভ্স্কে তিনদিন কাটাবেন, তারপর বিমানে যাবেন মস্কো এবং সেখান থেকে তাঁদের দেশ লাইয়েজে।

আর আমাদের ব্যাপার হল, আমরা সটান চলে গেলাম টিকিট ঘরে লেনিনগ্রাদে ভ্লাদিভস্তোকের জন্য যে টিকিট কিনেছিলাম তা পাশ্ করাতে। রেলভ্রমণের পর এখনও আমাদের ওখটস্ক ও বেরিংসাগরের ভিতর দিয়ে কয়েকদিন যেতে হবে। গেউতোগিন যাচ্ছিল আনাদীরে গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে বাস্তবজ্ঞান অর্জনের জন্য। আমিও যাচ্ছি সেখানে

এবং প্রথম সুযোগেই যাব আরও উত্তরে আমার নিজ বসতিতে, আমার সেই বহুখ্যাত 'উত্রো' যৌথখামারে, আমার পিতার বাসভূমি এবং যে বাসভূমি বৃদ্ধ শিকারী মেমীলের, খোদাইকারী গেমাউগের এবং যন্ত্রবিদ্ কেলেভগির; ইনরীন, কৌনিরি, গেমালকোত এবং আর সকলের গৃহ যেখানে। আমার কল্পনায় আমি ওদের মাঝখানে চলে গিয়েছিলাম; আমি দেখতে পেলাম আমি চলেছি হেঁটে যৌথখামারের পথ ধরে, আমাদের শিক্ষয়িত্রী ভালেন্তিনা আলেক্সেয়েভ্নাকে দেখা যাচ্ছে জানালার ভিতর দিয়ে এবং আমার সেই ছোট্ট কালো চোখওয়ালা বোনটি তুয়ার্ ওরই পাশে দাঁড়িয়ে পড়া বলছে। পাশের জানালায় দেখতে পাচ্ছি আমার বন্ধু ও শিক্ষক এইনেসকে—কি যেন লিখছেন ব্ল্যাকবোর্ডে। এবং ঐখানে, ঠিক সমুদ্রতীরে, যেখানে তরঙ্গদল উপলখণ্ডকে বিধৌত করছে, দেখা যাচ্ছে তিনজন তরুণ শিকারীকে—উনপেনের, রিণতুভগি এবং আর একজন। দেখতে পাচ্ছি তারা একটা মোটরবোটকে সাজাচ্ছে যথারীতি শিকার যাত্রার জন্য।

৪২ পৃষ্ঠায় ২৫শ লাইনের 'হুঁ' কথাটি পরবর্তী দুই লাইন পরে '...বিরক্ত না হয়া'-এর পরের লাইন হিসাবে পাঠ্য। এই ছাপার ভুলের জন্য প্রকাশালয় দুঃখিত।




রীৎহেউ
সবশেষে হাসেন
বৃদ্ধ মেমীল